মহাপ্রেমিক মুসা আঃ

মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ

মহাপ্রেমিক মুসা আঃ

মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ

হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ।

মহাপ্রেমিক মুসা আঃ
মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ

প্রচ্ছদঃ
বিলু চৌধুরী

প্রকাশক ঃ
হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ।

মুদ্রণ ঃ
শওকত প্রিন্টার্স
১৯০/বি, ফকিরের পুল
ঢাকা-১০০০।
মোবাঃ ০১৭১১-২৬৪৮৮৭
০১৭১৫-৩০২৭৩১

প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারী, ১৯৯৩ ইং
চতুর্থ প্রকাশ ঃ জুলাই, ২০০৮ ইং

বিনিময় ঃ সত্তর টাকা মাত্র

MOHAPREMIK MUSA: The life of honourable prophet Hazrat Musa (As) Written by Mohammad Mamunur Rashid and Published by Hakimabad Khanka-e-Mozaddedia.

Exchange : Taka 70/- US $ 10.00 only.

ISBN 984-70240-0034-7

بسم الله الرحمن الرحيم

যেখান থেকে এসেছি– সেখানেই ফিরে যাবো আমরা। অনিত্য এ জীবন। প্রতারক পৃথিবীর প্রেমে মগ্ন হয় কারা? গন্তব্যের কথা মনে নেই। অবুঝ মানুষ। কোথায় তোমার কষ্ট তাওতো বোঝোনি। যে দয়াল প্রভু প্রতিপালকের ইশারায় অস্তিত্ব পেয়েছো– মনে নেই তাঁর কথা? ভালোবাসার ভাবনা বেদনার যে জারকে চুবিয়ে তৈরী করা হয়েছে তোমার সত্তা-তার অন্বেষণ কই? যাপিত যামিনি, অতিক্রান্ত দিবস কার স্মরণে অতিবাহিত করেছো? ইশকে ইলাহীর কথা মনে নেই? দীদারে ইলাহী ছাড়া আর কিছুতেই যে তোমার দুঃখের চিকিৎসা নেই-একথা কি ভুলে গিয়েছো? বিভ্রান্ত বিরহী মানুষ- জেগে ওঠো। সময়কে বুঝতে শেখো সময় শেষ হবার আগেই। চলো এগিয়ে যাই তওবার বহ্নিচিহ্ন ধরে। ঐ পথই সকল নবী রসূলদের পথ। ঐ পথই হজরত মুসা আ. হজরত ইসা আ. হজরত ইব্রাহিম আ.-এর পথ। ঐ পথই আল্লাহ্তায়ালার মাহবুব মহানবী মোহাম্মদ স. এর পথ। ঐ পথেই চলেছে সফল মানবতার নিশানবাহী সকল নবী, রসুল, সাহাবা, অলি, আউলিয়া, গাউস, কুতুব। দীদারে ইলাহীর ঐ তৃষিত পথেই এগিয়ে চলেছে প্রকৃত প্রেমিকের দল। নিরন্তর। এসো প্রার্থনা করি পরম প্রভুর কাছে-আমাদেরকে ঐ প্রেমিকদের পথেই পরিচালিত করো হে আমাদের প্রেমময় প্রতিপালক। আর আমাদেরকে নিরাপদ রাখো প্রতারক গোলাম আহমদ কাদিয়ানি এবং প্রবৃত্তিপূজক আবুল আলা মওদুদীর মতো পথভ্রষ্টদের সংস্পর্শ থেকে। আমিন। আল্লাহুম্মা আমিন।

আল্লাহ্ প্রেমিকদের পথ ধরেই আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টি তালাশ করতে হয়। আল্লাহতায়ালা নিজেই তাই তাঁর প্রেমিক রসুলগণের বিবরণ দিয়েছেন কোরআনুল করিমে। আর সবচেয়ে বেশী প্রসঙ্গ টেনেছেন মহাপ্রেমিক মুসা আ. এর। তাঁর জীবনালোচনা নিয়েই আমরা এবার সাজিয়ে দিলাম আমাদের পঁচিশতম প্রকাশনার কানন। সুবাসিত যদি হই তবে তাঁর অনুগ্রহেরই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। তিনিই মহান। তিনিই পবিত্র। সকল স্তুতি তাঁরই। আমরাতো তাঁর জন্যই। তাঁরই প্রতি প্রত্যাবর্তন আমাদের সকলের। শেষ ও শ্রেষ্ঠ নবী হজরত মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ স. তাঁর অন্যান্য নবী ভ্রাতৃবৃন্দ, নৈকট্যসমৃদ্ধ ফেরেশতাবৃন্দ, সাহাবা সমাজ এবং আউলিয়া সম্প্রদায়ের প্রতি বর্ষিত হোক সকল দরূদ ও সালাম– বিরতিহীন ধারায়। আমিন।

পরিশেষে আল্লাহ্ অন্বেষণকারীদের পবিত্র প্রতিষ্ঠান খাস মোজাদ্দেদিয়া তরিকার আহবানও জানালাম আমরা প্রতিবারের মতো। আসুন। প্রেম পথে সমর্পিত হই। দীদারে ইলাহীর দ্যুতিময় সড়কে কদম রাখি। তওবার সময় কি হয়নি এখনো?

ওয়াস্সালাম।

মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ
হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ।

নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন সত্যনিষ্ঠ
এবং ছিলেন রসুল ও নবী। আর
আমি তাকে তূরে আইমানের
দিকে আহবান করলাম।
আর তাকে
একান্ত সন্নিধানে এনে তার সঙ্গে
গোপন বাক্যালাপ করলাম।

-সুরা মারইয়াম।

আমাদের বই

- তাফ্সীরে মাযহারী (১–১২) মোট ১২ খণ্ড।
- মাদারেজুন নবুওয়াত (১-৮) মোট ৮ খণ্ড
- মুকাশিফাতে আয়নিয়া
- মাআরিফে লাদুন্নিয়া
- মাব্দা ওয়া মা'আদ
- মকতুবাতে মাসুমীয়া (১-৩) মোট ৩ খণ্ড
- নূরে সেরহিন্দ
- নকশায়ে নকশ্বন্দ
- বায়ানুল বাকী
- জীলান সূর্যের হাতছানি
- চেরাগে চিশ্তি
- কালিয়ারের কুতুব
- প্রথম পরিবার
- তুমিতো মোর্শেদ মহান
- নবীনন্দিনী
- পিতা ইব্রাহীম
- আবার আসবেন তিনি
- সুন্দর ইতিবৃত্ত
- ফোরাতের তীর
- মহাপ্লাবনের কাহিনী
- দুজন বাদশাহ যাঁরা নবী ছিলেন
- কী হয়েছিলো অবাধ্যদের
- THE PATH
- পথ পরিচিতি
- নামাজের নিয়ম
- রমজান মাস
- ইসলামী বিশ্বাস
- BASICS IN ISLAM
- মালাবুদ্দা মিনহু
- সোনার শিকল
- বিশ্বাসের বৃষ্টিচিহ্ন
- সীমান্তপ্রহরী সব সরে যাও
- তৃষিত তিথির অতিথি
- ভেঙে পড়ে বাতাসের সিঁড়ি
- নীড়ে তার নীল ঢেউ
- ধীর সুর বিলম্বিত ব্যথা

এক

পথ চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে পড়েন হজরত মুসা আ.। বিশ্রাম নেয়া প্রয়োজন। কিন্তু উপায় নেই। এখনো যে তিনি মিশর রাজ্যের সীমানার মধ্যেই রয়েছেন। যে ভাবেই হোক, যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব এ রাজ্য ছেড়ে তাঁকে অন্য কোনো দেশে চলে যেতেই হবে।

ভয় হয়, হয়তো ফেরাউনের লোকলস্কর তাঁকে পাকড়াও করবার জন্য এদিক ওদিক বেরিয়ে পড়েছে। কোথাও বিশ্রাম নেয়া যাবে না এখন। পেছনে পেছনে যদি এসে পড়ে সেপাই শান্ত্রীর দল তখন আর রক্ষে নেই। ফেরাউন তাকে ক্ষমা করবে না কিছুতেই। নির্ঘাত মৃত্যুদণ্ডাদেশ অপেক্ষা করছে তাঁর জন্য। হত্যার বদলে হত্যা। খুনের বদলে খুন।

হজরত মুসা পথ চলেন দ্রুত। কিন্তু একটু পরেই আপনাআপনি চলার গতি শ্লথ হয়ে আসে। ক্রমাগত কয়েকদিন পথ চলার ক্লান্তি শরীরে। পা দুটো টন টন করে ওঠে ব্যথায়। দু'দণ্ড জিরিয়ে নিতে পারলে শরীরটা চাঙ্গা হতো। কিন্তু তার কোনো উপায় এখন নেই। এতোটা পথ পালিয়ে এসেও যদি শাহী লস্করের হাতে বন্দী হতে হয়।

শরীরটাকে কোনোরকমে টেনে নিয়ে পথ চলতে থাকেন হজরত মুসা। মিসর রাজ্যের সীমানা শেষ হয়ে এসেছে প্রায়। সীমানা পেরিয়ে অন্য এক রাজ্যের সীমানায় পা রেখে অনেকটা নিশ্চিন্ত হলেন তিনি। না। এতদূর আর আসবার সম্ভাবনা নেই শাহী সিপাহীদের। ধরা পড়বার ভয় আর এখন নেই।

দুই

এ রাজ্যের নাম মাদায়েন। একেবারে অচেনা এক রাজ্য। হজরত মুসা আগে কখনো আসেননি এদেশে। বিজন এক প্রান্তরে এসে বসে পড়লেন তিনি। সারা শরীর এখন অবসাদ আর শ্রান্তির দখলে। মাটিতেই শুয়ে পড়তে হলো তাঁকে। তারপর কখন যেনো দুচোখ ভরে নেমে এসেছে গভীর ঘুম– বুঝতেই পারেননি।

ঘুম ভাঙলো এক সময়। সারা শরীর ব্যথায় ভরা। উঠে বসে কিছুক্ষণ ভাবলেন তিনি– এভাবে এই বিজন প্রান্তরে কতোক্ষণ যে ঘুমের মধ্যে কেটেছে কে জানে? ক্ষিধে পেয়েছে খুব। কয়দিন তো একরকম অনাহারেই কেটেছে বলতে গেলে। নিকটে কোনো জনবসতির চিহ্ন নেই। কিন্তু লোকালয় খুঁজে বের করতেই হবে যে। জোগাড় করতে হবে ক্ষুধার অন্ন। পিপাসার পানি। আশ্রয়ের ঠিকানা।

মন যেদিকে চায় সেদিকেই যেতে হবে। আবার পথ চলতে শুরু করলেন হজরত মুসা। পাহাড়, প্রান্তর, বিস্তীর্ণ তৃণভূমি– সবকিছু পেরিয়ে যান তিনি একে একে। তবু কোনো লোকালয় চোখে পড়ে না।

বেলা গড়িয়ে বিকেল হলো। হঠাৎ হজরত মুসা দেখলেন ঐতো খুব বেশী দূরে নয়– একটা গ্রাম নজরে আসছে। সেই গ্রামের দিকেই রওয়ানা হলেন তিনি।

খুব বেশী সময় লাগলোনা সে গ্রামে পৌঁছতে। সন্ধ্যার আগেই গ্রামের এক প্রান্তে এসে উপস্থিত হলেন হজরত মুসা। আর এগোনো যায় না। বিশ্রামের জন্য সেখানেই বসে পড়লেন তিনি।

কাছেই একটা বড় কুয়ো। কয়েকজন রাখাল সে কুয়ো থেকে পানি তুলে তাদের পশুগুলোকে পানি খাওয়াচ্ছে। কুয়োটাকে ঘিরে রীতিমতো ভীড় জমে উঠেছে রাখাল আর পশুদের। ছাগল ভেড়াগুলো সব ঠেলাঠেলি করে পানি পান করছে।

হজরত মুসা দেখলেন, ভিড় থেকে বেশ কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে দুটি বালিকা। সঙ্গে তাদের কিছু ছাগল ভেড়া। পশুগুলো তৃষ্ণার্ত বোঝা যায়। বার বার পশুগুলো কুয়োর দিকে ছুটে যেতে চাইছে। আর বালিকা দুটো বার বারই ফিরিয়ে রাখছে তাদেরকে।

দেখলেই বোঝা যায়, পশুগুলোকে পানি খাওয়াতে নিয়ে এসেছে বালিকারা। কিন্তু প্রচণ্ড ভিড়ের জন্য কুয়োর কাছে ঘেঁষতে পারছে না।

হজরত মুসা আ. এর মনে হলো, এতো রীতিমতো অবিচার। মেয়ে দুটির প্রতি সহানুভূতিতে ভরে গেলো হজরত মুসার মন। কতোক্ষণ ধরে যে তারা এভাবে দাঁড়িয়ে আছে আর তাদের পশুগুলোও যে কতোক্ষণ পানির পিপাসায় কষ্ট পাচ্ছে কে জানে। হজরত মুসা বালিকাদের দিকে এগিয়ে গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা এভাবে দাঁড়িয়ে আছো কেনো? পশুগুলোকে পানি খাওয়াবে কখন?

একটি মেয়ে জবাব দিলো, 'আমাদের পিতা বৃদ্ধ, দুর্বল মানুষ। তাই আমাদেরকে এ পশুগুলোর দেখাশুনা করতে হয়। আমরা মেয়ে মানুষ বলে রাখালেরা আমাদেরকে পাত্তাই দিতে চায় না। কুয়োর কাছে গেলেই তারা আমাদের পশুগুলোকে তাড়িয়ে দেয়। তাই আমরা অপেক্ষা করছি। সবাই তাদের পশুগুলোকে পানি পান করিয়ে নিয়ে চলে গেলে আমরা আমাদের পশুগুলোকে পানি পান করাবার সুযোগ পাবো।'

কথা শুনে হজরত মুসা উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ ভিড় ঠেলে কুয়োর কাছে এগিয়ে গেলেন। তারপর একটা বড় বালতি ভরে পানি তুললেন কুয়ো থেকে। তারপর একে একে বালিকাদের সকল পশুকে পানি খাওয়ালেন।

রাখালেরা বিরক্ত হচ্ছিলো এসব দেখে। কিন্তু কিছু বলার সাহস করলো না তারা। বরং অবাক হয়ে গেলো অচেনা এই যুবকটিকে দেখে। কী সুন্দর চেহারা। আর কী বলিষ্ঠ শরীর যুবকটির। তাঁর প্রতি পদক্ষেপে ফুটে উঠছে আভিজাত্য আর ব্যক্তিত্বের ঝলক।

পশুপাল নিয়ে চলে গেলো বালিকা দুটি। হজরত মুসা কাছেই একটা গাছের ছায়ায় বসে পড়লেন। ক্ষুধায় পেট মুচড়ে উঠছে। তিনি বুঝে উঠতে পারলেন না, এখন কেমন করে যোগাড় করা যাবে আহার্য। আল্লাহ্‌তায়ালার দরবারে প্রার্থনা জানালেন, 'হে আমার প্রতিপালক। আমিতো এই সময় আপনার ঐ সুন্দর সামগ্রীরই মুখাপেক্ষী যা আপনি নির্ধারণ করবেন আমার জন্য।'

একটু পরেই হজরত মুসা আশ্চর্য হয়ে দেখলেন, সেই মেয়ে দুটির মধ্যে একজন দ্রুত গতিতে তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে।

কাছাকাছি দাঁড়ালো মেয়েটি। লজ্জায় মাথা নিচু করে রইলো সে। তারপর বললো, 'নিকটেই আমাদের বাড়ী। আপনি আমাদের বাড়ীতে আসুন। আমার আব্বা আপনাকে ডেকেছেন। আপনি আমাদের পশুগুলোকে সহজে পানি পান করিয়ে দিয়ে বিরাট অনুগ্রহ করেছেন। আমার আব্বার ইচ্ছা– তিনি আপনার অনুগ্রহের বিনিময় দান করবেন।'

ক্ষণিক ভাবলেন হজরত মুসা। তিনিতো বিনিময়ের আশায় মেয়ে দুটির পশুগুলোকে পানি খাওয়াননি। অসহায় দুটি বালিকার প্রতি কর্তব্যবোধের তাগিদেই একাজ করেছেন। সুতরাং বিনিময় লাভের আহ্বানে সাড়া দেওয়া কি

ঠিক হবে। পরক্ষণে মন পরিবর্তন হলো হজরত মুসার। ভাবলেন তিনি, যাওয়াই যাকনা মেয়েটির সাথে। এ বিদেশ বিভূঁইয়ে পরিচিতজনতো প্রয়োজন। এভাবে প্রার্থনার প্রত্যাশিত ফল প্রদান করাই হয়তো আল্লাহ্পাকের ইচ্ছা। দেখাই যাকনা কি হয়।

হজরত মুসা উঠে দাঁড়ালেন। বললেন মেয়েটিকে, 'আমি সামনে পথ চলছি। তুমি আমার পেছনে পেছনে এসো। যদি পথ ভুল করি– পেছন থেকে বলে দিও।'

আগে আগে পথ চলতে লাগলেন হজরত মুসা। পেছনে পেছনে মেয়েটি। বাড়ী বেশী দূরে নয় তাদের। কিছুক্ষণ পরেই বাড়ী পৌঁছে গেলেন দুজনে।

মেয়েটির পিতার সঙ্গে পরিচিত হলেন হজরত মুসা। দেখলেন মেয়েটির পিতা একজন দ্বীনদার বৃদ্ধ বুজর্গ। দেখলেই মনে শ্রদ্ধা জেগে ওঠে। বৃদ্ধ বুজর্গও হজরত মুসাকে দেখে বুঝতে পারলেন, এই সুন্দর যুবক সাধারণ কোনো যুবক নয়। তীক্ষ্ণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী এই বিদেশী যুবকটির চেহারাও কতো সুন্দর। অপার্থিব নূরের আভায় ভরে আছে তার সমস্ত মুখমণ্ডল। কিন্তু সারা শরীরে একই সাথে ফুটে রয়েছে সফরের শ্রান্তি। মনে হয় আহার জোটেনি কয়েক বেলা।

খুব দ্রুত যুবকের জন্য আহারের বন্দোবস্ত করলেন তিনি। তারপর পাশে বসে আদর করে খাওয়ালেন তাঁকে। আহারের শেষে ধীরে সুস্থে জানতে চাইলেন বৃদ্ধ বুজর্গ, 'কি নাম তোমার বাবা? কোথায় নিবাস? কী উদ্দেশ্যে আগমন তোমার? যাবেইবা কোথায়?'

হজরত মুসা একে একে খুলে বললেন সমস্ত বৃত্তান্ত। বললেন, 'নাম আমার মুসা। নিবাস মিশর রাজ্যে। মিশররাজ ফেরাউনের পুত্র আমি। আপন পুত্র নই। পালকপুত্র। সে এক বিস্ময়কর ইতিবৃত্ত। সবই একে একে খুলে বলছি আপনাকে। শুনুন।'

তিন

বিশাল রাজ্য মিশর। প্রায় দুই হাজার বছর ধরে এ রাজ্য শাসন করে আসছে আমালেকা খান্দানের বাদশাহ্রা। এ রাজ্যের বাদশাহ্দের উপাধি 'ফেরাউন।'

আমালেকা খান্দানের ষোড়শ ফেরাউনের নাম ছিলো আবাবিউল আউয়াল। তাঁর শাসনামলেই হজরত ইউসুফ আ. মিশরে আসেন। হজরত ইউসুফ ছিলেন হজরত ইয়াকুব আ. এর কনিষ্ঠ পুত্র। তাঁদের বসবাস ছিলো কেনান প্রদেশে।

আল্লাহ্‌র নবী হজরত ইয়াকুব আ. এর এক নাম ছিলো ইসরাইল। তাঁর পরবর্তী বংশধরেরাই বনি ইসরাইল নামে খ্যাত হয়ে আসছে।

হজরত ইয়াকুব আ. এর সর্বকনিষ্ঠ পুত্র হজরত ইউসুফ ছিলেন অতুলনীয় সৌন্দর্যের অধিকারী। পিতা তাঁকে খুব বেশী মহব্বত করতেন বলে তাঁর অন্যান্য ভাইয়েরা খুবই হিংসা করতো তাঁকে। তারাই একদিন বেড়াতে যাবার নাম করে হজরত ইউসুফকে নিয়ে গিয়ে বিজন বনের এক কুয়োয় ফেলে দেয়। তারপর পিতার কাছে এসে কাঁদতে কাঁদতে বলে, ইউসুফকে বাঘে খেয়ে ফেলেছে। হজরত ইয়াকুব আ. ছিলেন আল্লাহ্‌র নবী। তিনি নিশ্চিত জানতে পারলেন, ইউসুফ মরেনি। একদিন না একদিন ইউসুফের সন্ধান তিনি পাবেনই পাবেন। পুত্রবিরহে শোকাভিভূত হজরত ইয়াকুব ধৈর্যধারণ করেন। এভাবেই কাটতে থাকে দিন। মাস। বছর। বছরের পর বছর।

ওদিকে একদল বণিক বনের বিজন কুয়ো থেকে হজরত ইউসুফকে উদ্ধার করে। মিশর রাজ্যের দিকে যাচ্ছিলো তারা। বণিকেরা অপরূপ সুন্দর তরুণ ইউসুফকেও নিয়ে চললো মিশরের দিকে। তারপর মিশরে গিয়ে অনেক টাকার বিনিময়ে গোলাম হিসেবে ইউসুফকে বিক্রয় করে দিলো আজিজে মিশরের কাছে।

শুরু হলো দাস জীবন। তাঁর উপর একে একে আসতে লাগলো বিপদ-মুসিবত। অপবাদের গ্লানি মাথায় নিয়ে তাঁকে ঢুকতে হলো জেলখানায়। সত্য নবী জেলখানাতেও মানুষকে জানাতে থাকলেন সত্যদ্বীনের প্রতি উদাত্ত আহ্বান। জেলখানার প্রহরীদেরকে বলতেন তিনি, বলো কে উত্তম? ভিন্ন ভিন্ন অনেক মূর্তি না এক পরাক্রমশালী আল্লাহ্?

এই জেলখানাতে থাকতেই হজরত ইউসুফের রূপ ও গুণের খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকলো। এক সময় ফেরাউন আবাবিউল আউয়ালের কানেও পৌঁছালো হজরত ইউসুফের অনেক প্রশংসা। তিনি ইউসুফকে ডেকে নিয়ে গেলেন নিজের কাছে। মুগ্ধ হয়ে গেলেন তিনি হজরত ইউসুফকে দেখে। তাঁর মন সাক্ষী দিলো সত্যিই হজরত ইউসুফ আল্লাহ্‌তায়ালার নবী।

ফেরাউন আবাবিউল আউয়াল কবুল করলেন হজরত ইউসুফ আ. এর দ্বীন। শুধু তাই নয়, হজরত ইউসুফকেই তিনি বানিয়ে দিলেন মিশর রাজ্যের ফেরাউন। বয়সও হয়েছিলো অনেক। রাজকার্য থেকে অবসর নিলেন তিনি।

হজরত ইউসুফ যখন মিশরের শাসনকার্য পরিচালনা করছিলেন সেই সময়ই তাঁর পিতা হজরত ইয়াকুব আ. এবং অন্যান্য ভাইয়েরা মিশরে এসে স্থায়ীভাবে

বসবাস শুরু করেছিলেন। ভাইদের শত্রুতার কথা মনে রাখেননি হজরত ইউসুফ আ.। ক্ষমা করে দিয়েছিলেন তাঁদেরকে।

ফেরাউন আবাবিউল আউয়াল তখন হজরত ইউসুফকে বলেছিলেন, 'তোমার পিতা এবং ভাইয়েরা তোমার কাছে এসেছে। এখানকার সমস্ত দেশের জমিন এখন তোমারই অধিকারে। সবচেয়ে ভালো কোনো স্থানে তুমি তাঁদেরকে বসতি স্থাপন করতে বলো।'

প্রাক্তন ফেরাউনের কথামতো হজরত ইউসুফ রাআসসীস্ নামের ভূখণ্ডে পিতা এবং ভাইদেরকে বসতি স্থাপন করতে বললেন।

সেই থেকে স্থায়ীভাবে মিশরে বসবাস করে আসছেন বনি ইসরাইল সম্প্রদায়। হজরত ইয়াকুব মিশরেই ইন্তেকাল করেন। তাঁর অসিয়ত মোতাবেক পুত্র হজরত ইউসুফ তাঁর পবিত্র দেহ মমি করে সিন্দুকে বন্ধ করেন। তারপর তাঁদের আদি বসবাস ফিলিস্তিন নিয়ে গিয়ে দাফন করেন।

এক সময় মৃত্যুর ডাক শুনতে পেলেন হজরত ইউসুফ। নিপুণ দক্ষতার সঙ্গে রাজ্য পরিচালনা করার পর ১১০ বৎসর বয়সে তিনিও চলে যান মহান প্রতিপালক আল্লাহ্তায়ালার সন্নিধানে।

হজরত ইউসুফ আ. এর ইন্তেকালের পর দেশের শাসন ক্ষমতা আবার চলে গেলো আমালেকা বংশের অধীনে। পরবর্তী ফেরাউনরা ছিলো কাফের। তাই স্বভাবতই বনি ইসরাইলদের প্রতি ছিলো তাদের বিদ্বেষভাব। মিশরের আদি অধিবাসীরা পরিচিত হতো কিব্তী নামে। আর হজরত ইয়াকুব আ. এর বংশধরদের বলতো তারা বনি ইসরাইল। কিব্তীদের মধ্যে মোমেনদের সংখ্যা ছিলো কম। অধিকাংশই ছিলো তারা মূর্তিপূজক। মিশরের আদি অধিবাসী নয় বলে বনি ইসরাইলদেরকে হেয় চোখে দেখতো কিব্তীরা।

সময় গড়িয়ে যেতে লাগলো এভাবে। একে একে মিশর শাসন করতে থাকেন আমালেকা বংশদ্ভূত কাফের ফেরাউনরা। প্রায় তিন শত বছর মিশরের সিংহাসনে বসলো ফেরাউন মিনফাতাহ্। সে ছিলো পূর্ববর্তী ফেরাউন দ্বিতীয় রামেশীসের পুত্র।

এই ফেরাউন মিনফাতাহ্ শুধু কাফেরই নয়। সে নিজেকে দাবী করলো আল্লাহ্ বলে। ঘোষণা করে দিলো দেশবাসীর নিকট, 'আমি তোমাদের বড় প্রভু।' মূর্তিপূজক কিব্তীরা বিস্মিত হলো না এতে। সহজেই তারা স্বীকার করে নিলো ফেরাউনকে প্রভু বলে। কিন্তু বনি ইসরাইলরা স্বীকার করলো না এ দাবী।

ফেরাউন এ দাবী মেনে নেবার জন্য পীড়াপীড়ি করলো না বনি ইসরাইলদেরকে। কিন্তু অন্যভাবে শুরু করলো অত্যাচার। তাঁদেরকে দিয়ে সে শ্রমিকদের কাজ করিয়ে নিতো। তাঁদেরকে সে নামিয়ে দিলো দ্বিতীয় শ্রেণীর

নাগরিকের মর্যাদায়। কিবতীরা পেলো প্রথম শ্রেণীর নাগরিক হবার সুযোগ। সুযোগ বুঝে কিবতীরাও অন্যায় অত্যাচার শুরু করে দিলো প্রতিবেশী বনি ইসরাইলদের উপর।

ফেরাউনের নীতি ছিলো যেভাবেই হোক বনি ইসরাইলদেরকে অবনত রাখতে হবে। সংখ্যায় তো তারা এখন আর নগণ্য নয়। কয়েক লক্ষ জনতার এই বিশাল সংঘবদ্ধ দলটি যদি কোনো সময় বিদ্রোহের কথা ভাবতে শিখে, তাহলে এ রাজ্যের অস্তিত্ব রক্ষাই কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। সুতরাং নিয়মিত অত্যাচার শোষণ চাপিয়ে রাখতে হবে বনি ইসরাইলদের উপর, যাতে তারা তাদের অধিকার আদায়ের দাবীতে কোনোদিনই মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে।

এভাবেই কিবতীদের উল্লাস আর বনি ইসরাইলদের রোনাজারীর মধ্য দিয়ে রাজত্ব পরিচালনা করে যাচ্ছিলো ফেরাউন। কিন্তু একরাতে এক ভয়ানক স্বপ্ন দেখে সে ঘাবড়ে গেলো খুব। সে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানবার জন্য স্বপ্নতত্ত্ববিদ জ্যোতিষীদেরকে শাহী দরবারে তলব করলো।

জ্যোতিষীরা গণনা করে জানিয়ে দিলো ফেরাউনকে– 'সামনে আসছে অশুভ দিন। ইসরাইলী বংশের এক যুবক আপনার রাজত্ব ধ্বংস করে ফেলবে। স্বপ্নে সেই অশুভ ইঙ্গিতই পেয়েছেন আপনি।'

আতঙ্কিত হয়ে গেলো ফেরাউন। সে কিছু ধাত্রী নিযুক্ত করলো কিব্‌তী রমণীদের মধ্য থেকে, যেনো তারা খোঁজ খবর নিতে থাকে নিয়মিত বনি ইসরাইলদের প্রসূতিদের। বনি ইসরাইল বংশে কোনো ছেলে সন্তান জন্ম নিলেই যেনো সংবাদ পাওয়া যায়। আর ঘোষণা করে দিলো নতুন আইন। এখন থেকে বনি ইসরাইলদের ঘরে ছেলে সন্তান জন্ম নিলেই তাকে হত্যা করা হবে।

কিন্তু ধাত্রীরা ছিলো বনি ইসরাইলদের প্রতি সহানুভূতিপ্রবণ। ফেরাউন যখন জানতে পারলো একথা, তখন আর এক দল লোককে নিযুক্ত করলো একাজে। তারা নিয়মিত অনুসন্ধান করে ফিরতে লাগলো বনি ইসরাইলদের প্রতিটি গৃহ। কোনো ঘরে ছেলে জন্ম নিলেই তারা তৎক্ষণাৎ হত্যা করে ফেলতো নবজাতককে।

এরপর থেকে বনি ইসরাইলদের সন্তানসম্ভাবা মায়েরা ভয়ে ভয়ে দিন কাটাতে থাকেন। তাদের চোখের সামনেই তাদের ছেলে সন্তানদেরকে হত্যা করে ফেলা হয়। নিরুপায় মায়েরা, অসহায় পিতারা নীরবে অশ্রুবিসর্জন করতে থাকেন আর আল্লাহ্‌তায়ালার সাহায্য পাওয়ার আশায় দিন গুণতে থাকেন। সামনে অন্ধকারাচ্ছন্ন ভবিষ্যত। কে জানে কখন হবে এই অসহনীয় দুষ্কালের দিবাবসান?

সেই ইসরাইল বংশীয় একটি ছোট পরিবারের অধিকর্তা ছিলেন ইমরান। তাঁর স্ত্রীর নাম ইউকাবাদ। তাদের ছিলো এক ছেলে ও এক মেয়ে। ছেলেটির নাম

হারূন। ফেরাউনের শিশু হত্যার আইন প্রণয়নের বেশ কিছুদিন আগেই জন্ম নিয়েছিলেন হারূন। তাই প্রাণে বেঁচে আছেন।

হারূনের মা পুনরায় সন্তানসম্ভবা হলেন। চিন্তিত মা যখন সন্তান প্রসব করলেন, তখন দেখলেন আল্লাহ্পাক তাঁকে দান করেছেন আর একটি পুত্র সন্তান। উদ্বেগাকুল হয়ে পড়লেন তিনি। অনেক কৌশলে গোপন করে রাখলেন তাঁর পুত্রের জন্মসংবাদ। এ অবস্থায় কেটে গেলো তিন তিনটে মাস। কিন্তু মাঝে মাঝেই ফেরাউনের লোকেরা এসে বাড়ীতে হানা দেয়। তাদের শ্যেন দৃষ্টি থেকে কতোদিন আর তিনি আড়াল করে রাখতে পারবেন তাঁর বুকের মানিককে?

এরকম করুণ মুহূর্তে তিনি আল্লাহ্তায়ালার সাহায্য কামনা করলেন। তাঁর এরকম ভীতসন্ত্রস্ত দিনযাপনের সময় আল্লাহ্তায়ালার তরফ থেকে এলহাম হলো, 'একটি সিন্দুক নির্মাণ করো তুমি। সিন্দুকটির উপরে আলকাতরা আর তেলের পালিশ করো যাতে ভিতরে পানি প্রবেশ করতে না পারে। তারপর তোমার শিশুপুত্রকে সিন্দুকে পুরে নীলনদের পানিতে ভাসিয়ে দাও। ভয় নেই। এ শিশুর হেফাজতকারী আল্লাহ্তায়ালা স্বয়ং।'

আল্লাহ্তায়ালার এলহাম অনুযায়ী মা তার কলিজার টুকরা শিশুপুত্রকে সিন্দুকে পুরে ভাসিয়ে দিলেন নীল নদের পানিতে। আর কন্যাকে আদেশ করলেন যেনো দূর থেকে সে নজর রাখতে থাকে সিন্দুকটির প্রতি।

নদীর ঢেউ ধীরে ধীরে ভাসিয়ে নিয়ে যায় সিন্দুকটিকে। একস্থানে নীল নদ থেকে খাল কেটে নিয়ে যাওয়া হয়েছে রাজ প্রাসাদের প্রমোদ উদ্যানের দিকে। সিন্দুকটি সেই খালে গিয়ে পড়লো। তারপর প্রমোদ উদ্যানের ঘাটে গিয়ে ভিড়লো।

রাজপরিবারে একজন মহিলার নজরে পড়লো সিন্দুকটি। সে শাহী নওকরদেরকে দিয়ে পানি থেকে সিন্দুকটি উঠিয়ে রাজপ্রাসাদের ভিতরে নিয়ে গেলো।

দূর থেকে শিশুর বড় বোন লক্ষ্য করছিলো সবকিছু। পরবর্তী অবস্থা জানার জন্য সে রাজমহলে অনুপ্রবেশ করলো। রাজপ্রাসাদের অনেক দাসীদের মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে ফেললো সে দাসী হিসেবে।

ফেরাউনের পরিবারের সকলের সামনে সিন্দুক খোলা হলো। চমকে উঠলো সবাই। একি। এ যে একটি জীবিত শিশু। কী নিশ্চিন্তে শিশুটি তার নিজের হাতের আঙুল মুখে দিয়ে চুষছে।

সংবাদ পাঠানো হলে ফেরাউন এবং তার স্ত্রী আছিয়া উপস্থিত হলো সেখানে। তারাও তাজ্জব হয়ে দেখলেন কী সুন্দর শিশুটি । দেখলে চোখ ফেরানো যায় না।

দাসদাসীদের মধ্যে কেউ কেউ বললো, 'শিশুটি মনে হচ্ছে বনি ইসরাইলদের। হত্যার ভয়ে হয়তো তার মা এভাবে পানিতে ভাসিয়ে দিয়েছে শিশুটিকে। একে তো এই মুহূর্তেই হত্যা করে ফেলা দরকার।'

ফেরাউনও সায় দিলো দাস দাসীদের কথায়। কিন্তু ফেরাউনের স্ত্রী বললেন, 'না। সুন্দর এই শিশুকে হত্যা করোনা তুমি। আমাদের তো কোনো পুত্র সন্তান নেই। একেই আমারা পুত্র মনে করে প্রতিপালন করবো। এই শিশুকে দেখেই চোখ জুড়াবো আমরা।

স্ত্রীর কথায় সায় দিলো ফেরাউন। হয়তো তার মনে হলো, পুত্র হিসাবে প্রতিপালন করা হলে আর ভয়ের কি আছে। যে শিশুটি তার ভয়ের কারণ এই শিশুটি যে সেই শিশু তার কি কোনো প্রমাণ আছে?

ফেরাউন শিশুর ধাত্রী নিযুক্ত করবার নির্দেশ দিলো তৎক্ষণাৎ। কিন্তু শিশুটি কোনো ধাত্রীরই দুধ পান করতে রাজী নয়। একে একে শাহী মহলের কয়েকজন ধাত্রী চেষ্টা করেও তাদের দুধ পান করাতে পারলো না শিশুটিকে।

তখন চাকর চাকরানীদের মধ্যে মিশে থাকা শিশুর বড় বোন বললো, 'আমার সন্ধানে একজন ভালো ধাত্রী আছে। অনুমতি দিলে তাকে আমি এখানে হাজির করতে পারি।'

সম্রাজ্ঞী আছিয়া নির্দেশ দিলেন, 'যাও এক্ষুণি হাজির করো তাকে।'

শিশুটির বোন একপ্রকার দৌড়েই হাজির হলো তাদের নিজেদের বাড়ীতে। তারপর মাকে নিয়ে পুনরায় উপস্থিত হলো শাহী মহলে। মহলে পৌঁছেই শিশুকে কোলে তুলে মুখে স্তন দিলেন মা। শিশুটি মাকে পেয়ে নিশ্চিন্তে দুধ পান করতে লাগলো।

এই ধাত্রীকেই শিশুর দুধ পানের জন্য নিযুক্ত করলেন ফেরাউনের স্ত্রী। কী অপার মহিমা আল্লাহ্তায়ালার। শাহী মহলের কেউ ঘুণাক্ষরেও জানতে পারলো না কীভাবে আল্লাহ্তায়ালা শিশুটিকে আবার তাঁর মায়ের কোলেই ফিরিয়ে দিলেন।

শিশুর নাম রাখা হলো মুসা। ফেরাউনের গৃহে ধীরে ধীরে বড় হতে লাগলেন তিনি। ক্রমে ক্রমে সবকিছুই জানতে বুঝতে শিখলেন। এভাবেই এক সময় তিরিশ বছর বয়সে উপনীত হলেন তিনি।

শাহী মহল তার ভালো লাগে না। মাঝে মাঝেই রাজপথে বেরিয়ে পড়েন তিনি। সাধারণ মানুষের সাথে মিশতে চেষ্টা করেন। স্বভাবে চরিত্রে তাঁর ফুটে ওঠে এক অপার্থিব তেজস্বিতা। কোনো অন্যায় দেখলেই প্রতিবাদ করে ওঠেন। মানুষের বিপদে মুসিবতে সাহায্য করেন। মজলুমদের পক্ষ নিয়ে প্রতিহত করতে চেষ্টা করেন জালেমদেরকে।

বনি ইসরাইলদের প্রতি তাঁর মায়া হয়। কিরকম পর্যুদস্ত জীবন তাদের। এভাবে কোনো মানুষের বসবাস করা সম্ভব? ফেরাউন অত্যাচারী। অহংকারী। বনি ইসরাইলীরা তার চক্ষুশূল। না, এ অন্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটানো প্রয়োজন। কিন্তু কেমন করে?

একদিন হজরত মুসা দেখলেন, রাস্তায় একজন কিব্‌তীর সঙ্গে বচসা শুরু হয়েছে একজন ইসরাইলীর। মুসাকে দেখে ইসরাইলী লোকটি তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করলো। দুজনকেই থামাতে চেষ্টা করলেন হজরত মুসা। কিন্তু কিব্‌তী লোকটি থামতে চায় না কিছুতেই। তখন হজরত মুসা রাগান্বিত হলেন এবং ঘুষি মারলেন কিব্‌তীকে। ঘুষি খেয়ে সহ্য করতে পারলো না সে। অল্পক্ষণ পরেই তার মৃত্যু হলো।

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন হজরত মুসা। একি ঘটলো হঠাৎ। তিনি তো মেরে ফেলতে চাননি লোকটিকে। শায়েস্তা করতে চেয়েছিলেন শুধু। কিন্তু একি অপকর্ম ঘটে গেলো হঠাৎ।

হজরত মুসা বললেন, এতো রীতিমতো শয়তানী কাজ। এভাবেই মানুষকে দিয়ে অপকর্ম করায় শয়তান।

তিনি প্রার্থনা জানালেন আল্লাহ্‌তায়ালার দরবারে, 'হে আমার প্রভুপালক। আমি নিজের উপরে নিজেই জুলুম করেছি। অতএব আমাকে আপনি ক্ষমা করে দিন।' আল্লাহ্ ক্ষমা করে দিলেন হজরত মুসাকে।। নিঃসন্দেহে তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু।

হজরত মুসা আ. বললেন, ' হে আমার প্রতিপালক। আপনি আমার প্রতি বর্ষণ করেছেন সীমাহীন মেহেরবানি। অতএব, আমি আর কোনোদিন পাপিষ্ঠদের সাহায্যকারী হবো না।'

পরদিন সকালে হজরত মুসা যখন রাস্তায় হাঁটছিলেন, তখন দেখলেন গতকালের সেই বনি ইসরাইল ব্যক্তিটি পুনরায় ডাকছে তাঁকে সাহায্যের জন্য। হজরত মুসা এগিয়ে গিয়ে দেখলেন– সেই ব্যক্তিটি আজ আর একজনের সঙ্গে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়েছে।

হজরত মুসা রেগে গেলেন তার উপর। বললেন, 'তুমি আসলে বদলোক। প্রতিদিন মানুষের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ করা তোমার স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

হজরত মুসা ধরতে চাইলেন ইসরাইলী ব্যক্তিটিকে। তখন সে চিৎকার করে বলতে লাগলো, 'হে মুসা। তুমি কি আমাকে খুন করতে চাও নাকি? গতকালও তো একজনকে খুন করেছো তুমি। আজ আবার আমাকে খুন করতে চাও।'

লোকটির চিৎকারে কিছু পথচারী জমা হয়ে গেলো। তখন সবাই জেনে ফেললো যে, গতকালের কিব্‌তী ব্যক্তিটিকে হজরত মুসাই খুন করেছেন। লোকমুখে এই সংবাদ অতি দ্রুত পৌঁছে গেলো ফেরাউনের কানে।

হজরত মুসা বাড়ী ফিরে আসার আগেই দেখলেন, শহরের এক প্রান্ত থেকে একজন লোক দৌড়ে আসছে। সেই লোকটি দৌড়ে এসে জানালো, শাহী দরবারে তোমার ব্যাপারে পরামর্শসভা বসেছে। গতকাল একজনকে হত্যা করেছো তুমি। তাই তোমাকেও হত্যা করতে চায় তারা। পালাও এ শহর ছেড়ে। ফেরাউনের রাজ্য ছেড়ে অন্য কোনো দেশে চলে যাও। আমি তোমার শুভাকাঙ্খীদের একজন। বিশ্বাস করো আমার কথা।

হজরত মুসা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন। এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে অতি সন্তর্পণে তিনি শহর থেকে শহরতলীতে চলে গেলেন। তারপর ধরলেন গ্রামের পথ। তারপর আর বিরাম বিশ্রাম নেই। ক্রমাগত পথ চলেন তিনি। শরীরে শ্রান্তি। বল কমে আসে ধীরে ধীরে। তবুও পথ চলা থামানো যাবে না কিছুতেই। কে জানে ফেরাউনের লেলিয়ে দেওয়া সিপাই সান্ত্রীরা তাঁর পিছু ধাওয়া করেছে কিনা।

চার

মাদায়েনের বৃদ্ধ বুজর্গ মুগ্ধ হয়ে শুনছিলেন হজরত মুসার পিছনের ইতিহাস। হজরত মুসার কথা শেষ হলে তিনি বললেন, 'ভয় করো না। ভাগ্যিস সেই জালেম সম্প্রদায় থেকে রক্ষা পেয়েছো তুমি।'

তাঁদের কথাবার্তা শেষ হবার পর বৃদ্ধ বুজর্গের বড় কন্যাটি পিতাকে ডেকে নিয়ে গেলেন ভিতরে। তারপর বললেন, 'হে পিতা, আপনার পশুপালের রক্ষণাবেক্ষণের কাজে এই যুবক মেহেমানটিকে শ্রমিক নিযুক্ত করুন। তিনি এ কাজের উপযুক্ত। কারণ, তিনি যেমন শক্তিশালী তেমনই বিশ্বস্ত।'

বৃদ্ধ বললেন, 'তুমি কেমন করে জানতে পারলে যে, সে শক্তিশালী এবং সেই সঙ্গে বিশ্বস্তও।

কন্যা বললেন, 'আমাদের ছাগল ভেড়াগুলোকে পানি খাওয়ানোর সময় দেখছি তাঁকে– বিরাট এক বালতিতে করে তিনি একাই পানি উঠিয়ে দিয়েছিলেন। আর তিনি যে সৎ চরিত্র আর বিশ্বস্ত তার পরিচয় পেয়েছি এভাবে যে, আমাদের প্রতি নজর পড়ামাত্র তিনি দৃষ্টি অবনত করেছিলেন। কথা বলবার সময় দৃষ্টি অবনত রেখেই আমাদের সঙ্গে কথা বলেছেন তিনি। আর আমি যখন তাঁকে বাড়ীতে ডেকে আনতে গেলাম তখন তিনি আমার পিছনে পিছনে না এসে আগে আগে এলেন। আর আমাকে আসতে বললেন তাঁর পশ্চাতে।'

কন্যার বুদ্ধিমত্তা দেখে চমৎকৃত হলেন বৃদ্ধ বুজর্গ। ভাবলেন তিনি, ঠিকই বলেছে মেয়ে। পশুপালনের জন্য ভিনদেশী এই যুবকটিকে নিয়োজিত করলে ভালোই হবে। মেয়েরা বড় হয়েছে। মাঠে প্রান্তরে পশুচারণ করতে তাদের অসুবিধাই হয়। তিনি নিজেও বৃদ্ধ হয়েছেন। এরকম অবস্থায় পশুগুলোকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একজন বিশ্বস্ত এবং সুঠামদেহী শ্রমিকের একান্তই প্রয়োজন।

বৃদ্ধ বুজর্গ হজরত মুসাকে বললেন 'দেখো বৎস। তোমার সামনে আমি একটি প্রস্তাব পেশ করতে চাই। আমার এই কন্যাটির নাম ছাফুরা। তার সাথে তোমার বিয়ে দিতে চাই। কিন্তু মহর হিসাবে তোমাকে আমার বাড়ীতে থেকে আট বছর ধরে আমার পশুগুলোর দেখাশুনা করতে হবে। উত্তম হয়, যদি তুমি আরো দুই বছর এখানে অবস্থান করো। অর্থাৎ দশ বছর আমার পশুপালের দেখাশুনায় নিয়োজিত থাকলে ভালো হয়। অবশ্য অতিরিক্ত দুই বছর অবস্থান তোমার ইচ্ছাধীন।'

হজরত মুসা বললেন, 'আমি সম্মত হলাম আপনার প্রস্তাবে। ওয়াদা করলাম আট বছর আমি অবস্থান করবো এখানে। বাকী দুই বছরের ব্যাপারটা আমার উপরে ছেড়ে দিন। আট বছর পরে আরো দুই বছর আমি থাকতেও পারি। নাও পারি।'

পাঁচ

শুরু হলো সংসার জীবন। একটানা সুখের সিম্ফনির মধ্যে দিয়ে বয়ে যেতে লাগলো সময়। কোনো জটিলতা নেই। কুটিলতা নেই। সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবন। রৌদ্রদগ্ধ কর্মময় দিন। নীরব নিরুপদ্রব রাত্রি। শ্রম আর শান্তির শিষ্ট তরঙ্গমালায় ভাসতে থাকে তাঁদের যুগল জীবনের বিশ্বাসী বৈতরণী। পবিত্র দাম্পত্য জীবনের সমৃদ্ধ সময়গুলো এভাবেই একে একে অতিক্রম করে যান তাঁরা। হজরত মুসা আর হজরত ছাফুরা।

মাঝে মাঝে ছাগল ভেড়ার পাল নিয়ে দূর দূরান্তে চলে যান হজরত মুসা। উন্মুক্ত তৃণভূমিতে ছেড়ে দেন পশুগুলোকে। মনের সুখে আহার করে ছাগল মেষগুলো। বিস্তীর্ণ প্রান্তরে ছড়িয়ে পড়ে তারা। আপন মনে চলে ফিরে বেড়ায়।

হজরত মুসার তো কোনো কাজই নেই তখন। দূর থেকে শুধু শিথিল দৃষ্টি রাখতে হয় নিরীহ পশুগুলোর উপর। আর এর মাঝে যেনো শান্ত হয়ে বসে থাকে অনড় অবসর। দিগন্ত বিস্তারী প্রান্তরের হাওয়া এসে সোহাগ করে যায় তাঁকে। আন্দোলিত হতে থাকে মস্তকের কেশ। শরীরের বসন। দৃষ্টিতে আটকে থাকে দূরের পর্বতমালা। নিকটের সমভূমি। অগোছালো উপলখণ্ড। বিরল বৃক্ষরাজি। আর হরিৎ তৃণের বিস্তার।

কেমন যেনো করে ওঠে মনটা। কোন্ রহস্যলোক থেকে যেনো একটার পর একটা অবোধ্য আনন্দের ঢেউ এসে ডুবিয়ে দিতে থাকে হৃদয়ের বিস্তীর্ণ উপকূল। মর্মস্থলে জ্বলে ওঠে সেই পবিত্র সত্তার স্মরণ– যার ইশারায় অস্তিত্ব লাভ করেছে এই বিশাল সুন্দর নিসর্গ। সূর্য চন্দ্র গ্রহ তারা ভরা নীলাকাশ। ফুল ফল বৃক্ষশোভিত অবাক পৃথিবী। দিবস যামিনীর বাধ্যগত নিয়মিত বিবর্তন।

কখনো কখনো একনাগাড়ে কয়েকদিন ধরে দূরে কোনো তৃণাঞ্চলে ছাগল ভেড়া চরিয়ে আসতে হয় হজরত মুসাকে। হজরত ছাফুরা তখন কয়েকদিনের খাদ্য সামগ্রী সঙ্গে দিয়ে দেন তাঁকে। স্বামী ফিরে না আসা পর্যন্ত পথ চেয়ে বসে থাকতে হয়। অন্তরে জ্বলতে থাকে অশান্তির আগুন। আবার কয়েকদিন পর স্বামী ফিরে এলেই সে আগুন পরিণত হয় পুষ্পে।

কখনো আবার পশুচারণের এসমস্ত সাময়িক সফরে স্ত্রীকেও সঙ্গে নেন হজরত মুসা। বিস্তীর্ণ প্রান্তরের কোনো এক কোনে ছোট্ট তাঁবু খাটিয়ে শুরু হয় প্রকৃতির সাথে একাকার বসবাসের ব্যবস্থা। দূরে বহুদূরে হঠাৎ হয়তো কখনো নজরে পড়ে এরকম ছোট ছোট তাঁবু। বছরের এরকম সময়ে পশুচারক গোত্রগুলো এভাবেই বিভিন্ন দিকে বেরিয়ে পড়ে পশু চরাতে। একাধারে বেশ কিছুদিন প্রান্তরের বসবাসের চিহ্ন মুছে ফেলে দিয়ে আবার সবাই ফিরে যায় নিজ নিজ গৃহে।

প্রান্তরের দিন রাত্রি ভিন্ন রকমের। গৃহবাসের স্মৃতি যেনো সম্পূর্ণই অপসৃত হয়ে যায় এখানে এলে। দিনে যেনো চলে আকাশ আর পৃথিবীর সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা। কখনো হালকা মেঘের রুমাল উড়িয়ে সম্বর্ধনা জানায় আকাশ পৃথিবীকে। কখনো পৃথিবীর পত্রশোভিত বৃক্ষগুলো প্রবাহিত হাওয়ায় দুলে উঠে জবাব দেয় সে সম্বর্ধনার।

আর রাতে যখন অন্ধকার বসনের নিচে ঘুমিয়ে পড়ে পুরো পৃথিবীটা, তখন কোটি কোটি নক্ষত্রের বাতি জ্বালিয়ে সারা রাত জেগে থাকে আকাশ। দৃষ্টি শ্রুতি অনুভূতি সমস্ত কিছু ছাপিয়ে তখন শুধু জারী থাকে জিকির। আকাশের। পৃথিবীর। সমস্ত নিসর্গের।

এভাবেই গৃহ আর প্রান্তরের জীবন নিয়ে বয়ে চলে সময়। দেখতে দেখতে শেষ হয়ে যায় দশ দশটি বছর।

ছয়

বুজর্গ শ্বশুরের কাছে বিদায়ের আরজ জানালেন হজরত মুসা। বললেন, 'অনুমতি দিলে এবার সপরিবারে বিদায় নিতে চাই।'

শর্ত মোতাবেক দশ বৎসর সময় পূর্ণ করেছেন হজরত মুসা। বৃদ্ধ বুজর্গ তাই আপত্তি তুললেন না কোনো। সন্তুষ্ট চিত্তে বিদায় দিলেন তাঁদেরকে।

সপরিবারে রওয়ানা হয়ে গেলেন হজরত মুসা। দীর্ঘ সফর এবার। হজরত মুসা মনস্থির করলেন পূর্বপুরুষদের আদি নিবাস সিরিয়ার দিকেই যাবেন তিনি।

শুরু হলো অনিশ্চিত সফর। অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে। অনেক ক্লান্তি শ্রান্তি আর বিপদ সংকুলতা ভেদ করে এগিয়ে যেতে হবে মঞ্জিলের দিকে।

সারা দিনই প্রায় পথ চললেন হজরত মুসা। বিশ্রাম সামান্যই হয়েছে। পথ চলতে চলতে সীনা পর্বতাঞ্চলে এসে পড়লেন যখন, তখন সন্ধ্যা হয় হয় প্রায়। অস্তাচলগামী সূর্যের লাল রং লেগে রয়েছে দূরের গিরি শীর্ষগুলিতে।

থামলেন হজরত মুসা। এ স্থানের নাম তুয়া। মরুদ্যানের মতো দেখতে জায়গাটা। নিকটেই তুর পাহাড়। স্পষ্ট দেখা যায় এখান থেকে।

রাত্রি হয়ে গেলো। রাত্রিবাসের জন্য তাঁবু খাটালেন। শীত মওসুম চলছে তখন। বিকেল থেকেই শুরু হয়েছিলো শীত। রাত বাড়ার সাথে সাথে শীতও বেড়ে যাচ্ছিলো সমান তালে।

কষ্ট হচ্ছিলো খুব। নিকটবর্তী কোনো লোকালয়ে গিয়ে রাতটা কাটাতে পারলে ভালো হতো। আগুনের বড়ই প্রয়োজন। কিন্তু হজরত মুসা হঠাৎ করেই পথ ভুলে গেলেন যেনো। ধারে কাছে কোথাও কোনো পথের চিহ্নই মালুম করতে পারলেন না। অগত্যা এখানেই রাত কাটাতে হবে বুঝতে পেরে পাথর ঘষে ঘষে আগুন জ্বালাতে চেষ্টা করলেন। কিছুক্ষণ চেষ্টা চললো। কিন্তু প্রচণ্ড শীতের প্রকোপে পাথরগুলোও যেনো জমে গেছে একেবারে। আগুন ধরলো না কিছুতেই। হঠাৎ দেখতে পেলেন তিনি তুর পাহাড়ের গায়ে কিসের যেনো আগুন জ্বলছে। সেখানে কোনো পথচারীরা ডেরা বেঁধেছে রাত্রিকালের জন্য– ভাবলেন মুসা। বললেন তিনি পরিবারের লোকজনকে, তোমরা এখানেই অপেক্ষা করো। আমি আগুন নিয়ে আসি। আগুন তাপানোর একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে হয়তো। আর ভুলে যাওয়া পথের সন্ধানও পাওয়া যেতে পারে সেখান থেকে।

হজরত মুসা এগিয়ে যান আগুনের দিকে। কিছুক্ষণ পথ চলার পর তাজ্জব হয়ে দেখলেন তিনি, এ কিরকম আগুন। একটি গাছকে ঘিরে রয়েছে আগুনের উজ্জ্বল দীপ্তি। কিন্তু গাছ রয়েছে গাছের মতোই। জ্বলছে না। অলৌকিক এই আগুন দেখে কিরকম যেনো হয়ে যান মুসা। আত্মসম্মোহিতের মতো আপনা-আপনি এগিয়ে যেতে থাকেন আগুনের দিকে। পতঙ্গ যেমন আগুনে ঝাঁপ দেয়ার জন্য উন্মাদ হয়ে যায়– সেরকমই। এক রকম অচেনা উন্মাদনা যেনো পেয়ে বসে হজরত মুসাকে।

দ্রুত এগোতে থাকেন তিনি আগুনের দিকে। কিন্তু কিছুতেই আগুনের কাছাকাছি তিনি পৌঁছতে পারেন না। যতই এগোতে থাকেন, আগুন ততই দূরে সরে যায়। হঠাৎ হুঁশ ফিরে আসে তাঁর। শংকাগ্রস্ত হয়ে পড়েন তিনি। না। রহস্যময় এ আগুনের পশ্চাদ্ধাবন না করাই সমীচীন মনে হয়। ফিরে যাওয়াই ভালো।

ফিরে যাবার উদ্যোগ নিতেই অপার্থিব অগ্নিশিখাটি কাছে এসে পড়লো। আর সাথে সাথে হজরত মুসা আওয়াজ শুনতে পেলেন, 'হে মুসা। আমি আল্লাহ্– সারা বিশ্বের প্রতিপালক।'

শিহরিত হলো সত্তা। সমস্ত অস্তিত্বের সমুদ্রে জেগে উঠলো প্রেমোন্মত্ত উর্মিমালা। সেই সীমাহীন উর্মিমুখর অতল সাগরে নিজেকে নিমজ্জিত করে ফেললেন মুসা। মুহূর্তেই নিশ্চিহ্ন হলো কাল, আকার, প্রকার, অনুভূতি। আদি অন্ত জুড়ে শুধুই জেগে রইল প্রেম, প্রেম আর প্রেম।

আবার শুনতে পেলেন প্রেমময় প্রভুর আওয়াজ, 'তুমি তোমার পায়ের জুতো খুলে ফেলো। কারণ তুমি দাঁড়িয়ে রয়েছো এখন পবিত্র ওয়াদী ভূমিতে। আর শোনো, আমি আমার বাণী বহনের জন্য তোমাকে মনোনীত করেছি। অতএব, যা কিছু বলি কান পেতে শোনো।'

হজরত মুসা নিশ্চিত হলেন, এ আগুন-আগুন নয়। এযে পরম প্রেমময় প্রভুর নূরের তাজাল্লি যার আড়াল থেকে তাঁর সাথে কথা বলছেন স্বয়ং পাক জাত। সে পবিত্র কথার আওয়াজ কোনদিক থেকে ভেসে আসছে ঠাহর করতে পারেন না মুসা। অগ্র-পশ্চাৎ বাম-দক্ষিণ উর্ধ্ব-অধঃ– কোনো দিকই যে উপযুক্ত নয় এ অপার্থিব আওয়াজ উচ্চারণের। বরং দিক সীমানার সংস্রবহীন শুধু আওয়াজই শোনা যায়। এ জ্যোতির্ময় কথা যে তাঁর বক্তার মতোই বেমেছাল– উদাহরণবিহীন। আর শ্রোতার নিজস্ব শ্রুতি অপসৃত এখন। বরং পাক জাতের কথা শোনার শক্তিও তো সেই পাক জাতেরই দেয়া। কোনো কান কি কখনো ধারণ করতে পারে বিশ্বসমূহের প্রতিপালক মহাপরাক্রমশালী প্রভুর পবিত্র কালাম? হজরত মুসা অনুভব করেন, কান দিয়ে নয়, পরম প্রভুর বাক্যাবলী তিনি যেনো শুনছেন শরীরের প্রতিটি লোমকূপ দিয়ে। ধমনীর প্রতিটি রক্তবিন্দু দিয়ে। সত্তার মর্মমূল দিয়ে। তাও ঠিক নয়। বরং তিনি শুনতে পাচ্ছেন এটুকুই শুধু সত্য– কিন্তু

এ শোনার রূপ নেই। সংজ্ঞা নেই। বিস্ময়কর এ শ্রুতির প্রকৃত বোধ আর অনুভূতি যে জ্ঞান, গুণ এবং ধারণার বৃত্তবহির্ভূত ব্যাপার।

পুনরায় বাক্যালাপ শুরু হলো। আল্লাহ্পাক প্রশ্ন করলেন, 'মুসা তোমার ডান হাতে ওটা কি?

হজরত মুসা জবাব দিলেন, 'এটা আমার লাঠি। এতে ভর করে আমি চলি এবং এই লাঠি দিয়ে গাছ থেকে পাতা পেড়ে ছাগলদেরকে খাওয়াই। আরো অনেক কাজ করি এই লাঠি দিয়ে।'

আল্লাহ্তায়ালা হুকুম করলেন, 'হে মুসা, তোমার লাঠি মাটিতে ফেলে দাও।'

হজরত মুসা তাঁর হাতের লাঠি মাটিতে ফেলে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে লাঠিটি পরিণত হলো এক বিরাট অজগরে। বিরাট অজগরটি দৌড়াতে শুরু করলো এদিক ওদিকে। ভয় পেয়ে গেলেন হজরত মুসা। ভয়ে পালিয়ে যেতে উদ্যত হলেন।

আল্লাহ্তায়ালা অভয় দিলেন, 'হে মুসা ভয় পেয়ো না। ধরে ফেলো অজগরটিকে। দেখবে আমি তাকে আসল রূপে ফিরিয়ে দিব।'

অভয়বাণী শুনে নিশ্চিন্ত হলেন মুসা। অজগরটিকে ধরে ফেললেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে অজগরটি লাঠি হয়ে গেলো।

আবার হুকুম হলো, 'তোমার ডান হাত প্রবেশ করিয়ে দাও তোমার বগলের নীচে। পুনরায় হাত বের করে দেখো তোমার হাত জ্যোতির্ময় হয়ে কি অপরূপ জ্যোতি বিকিরণ করছে। মনে করো না এ কোনো রোগ অথবা ব্যাধির আলামত।

হজরত মুসা এক হাত নিজের বগলে কিছুক্ষণের জন্য স্থাপন করার পর বের করে আনলেন। দেখলেন, সমস্ত হাত উজ্জ্বল আলোর মতো দীপ্তিমান। আল্লাহ্পাকের শোকর করলেন তিনি। লাঠি সাপে পরিণত হওয়া আর হাত জ্যোতির্ময় হওয়া এই দুটি বিরাট অলৌকিক নেয়ামত দান করেছেন আল্লাহ্পাক নবুয়তের নিদর্শন হিসাবে। মোজেজা হিসাবে।

আল্লাহ্তায়ালা বললেন, 'হে মুসা! এ দুটি বিষয় হচ্ছে আমার তরফ থেকে তোমাকে দেয়া নবুয়তের দুটি বৃহৎ নিদর্শন। সত্য প্রচারের সময় এ দুটি নিদর্শন তোমাকে প্রমাণ প্রদানে সাহায্য করবে। তোমাকে যেমন নবুয়ত ও রেসালাত দান করেছি, তেমনি দুটি বড় মোজেজাও দান করেছি। এভাবেই আমি আমার বড় নিদর্শনসমূহ দেখিয়ে দিই।

আল্লাহ্পাক নির্দেশ দিলেন পুনরায়, 'এখন তুমি মিশরে প্রত্যাবর্তন করো। সেখানকার মানুষদেরকে হেদায়েতের পথ প্রদর্শন করো। তারা অবাধ্য এবং নাফরমান হয়ে পড়েছে। অহংকারী অত্যাচারী ঐ সম্প্রদায় বনি ইসরাইলদেরকে বানিয়েছে গোলাম। গোলামীর শৃঙ্খল থেকে তাদেরকে মুক্ত করো।'

হজরত মুসা আরজ করলেন, 'হে আমার প্রতিপালক। একজন মিশরীয় নাগরিক নিহত হয়েছিলো আমার হাতে। আমিতো আশংকা করি, তারা হয়তো হত্যা করে ফেলবে আমাকে। আমার আরো মনে হয়, ফেরাউনের সম্প্রদায় হয়তো আমাকে মিথ্যাবাদী মনে করবে। এই উচ্চ সম্মান ও পদমর্যাদা আপনি যখন দান করেছেন আমাকে, তখন আমার আবেদন, আমার বক্ষ প্রসারিত করে দিন এবং নূরে নূরে ভরপুর করে দিন আমার বুক। আর এই মহাগুরুত্বমণ্ডিত কাজ সহজে সম্পাদন করবার শক্তি দিন আমাকে। আর আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দিন যেনো লোকে সহজে বুঝে নিতে পারে আমার কথা। আমার কথায় যেহেতু আড়ষ্টভাব আছে, সেহেতু আমি আবেদন করি আমার ভাই হারুনের জন্য। আমার ভাই হারুন শুদ্ধভাষী ও বাগ্মী। তাঁকেও নবুয়তের নেয়ামত দান করে আমার কাজের শরীকদার বানিয়ে দিন।'

আল্লাহ্তায়ালা হজরত মুসা আ. এর সকল আবেদন মঞ্জুর করলেন। জানালেন, 'তুমি আমার পয়গাম অবশ্যই বহন করে নিয়ে যাও সেখানে। তাদেরকে সত্যপথ প্রদর্শন করো। তারা তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আমার সাহায্য তোমার সঙ্গেই রয়েছে। আর যে সকল নিদর্শন তোমাকে দিয়েছি, সেগুলোর মাধ্যমে সফলতা লাভ করবে তুমি। হবে বিজয়ী। আমি কবুল করলাম তোমার প্রার্থনা। তোমার ভাই হারুনকেও তোমার কাজের শরীকদার করে দিলাম। দেখো, তোমরা দুজনে যখন ফেরাউন এবং তার সম্প্রদায়কে সত্যপথ প্রদর্শন করবে, তখন কোমল ভাষায় আহবান জানাবে তাদেরকে। হয়তো তারা তোমাদের আহবানে সাড়া দিয়ে আল্লাহ্কে ভয় করতে শিখবে এবং জুলুম ও অত্যাচারমূলক কার্যকলাপ থেকে নিবৃত্ত থাকবে।'

সাত

নতুন মানুষ হয়ে ফিরলেন ডেরায়। আগুন আনতে গিয়ে পেলেন নবুয়ত। এতোদিন ছিলেন মেষের রাখাল। এখন হয়েছেন আল্লাহ্পাকের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের পথপ্রদর্শক। রক্ষক। পরিচালক।

সমস্ত ঘটনা তিনি জানালেন বিবি ছাফুরাকে। জানালেন, মিশরে যেতে হবে। আল্লাহ্পাকের হুকুম।'

শুরু হলো পথ চলা। পথের বিভ্রান্তি আর নেই। মনে হয় সবকিছু চেনা। বিশাল নিসর্গের পরতে পরতে যেনো জমে আছে কতো কথা। কতো ইতিহাস।

সবকিছু যেনো অবলীলায় পড়তে পারছেন হজরত মুসা আ.। নিসর্গের নীরব ভাষায় যেনো উছলে উছলে পড়ছে হাজার হাজার বছরের জ্যোতির্ময় জিকিরের অন্তহীন ঢেউ।

মনজিলে মনজিলে চলে প্রয়োজনীয় বিশ্রামের আয়োজন। তারপর পথ চলা। পুনরায় পথ চলা। এভাবে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে সপরিবারে তিনি পৌঁছলেন মিশর রাজ্যের সীমানায়। তারপর একসময় পৌঁছে গেলেন রাজধানী শহরে।

প্রায় একযুগ পরে তিনি ফিরে এসেছেন এই জনবহুল শহরে। সবকিছুইতো চেনা এখানকার। তবুও কেমন নতুন মনে হয় সবকিছু। এই শহরেই কেটেছে তাঁর বাল্যবেলা। কৈশোর। যৌবন। আজ এতোদিন পরে এখানকার মাটি মানুষকে কেনো যেনো মনে হয় বড়ই আপন। এখন যে নবী তিনি। রুগ্ন মানবতার মমতাময় শুশ্রুষাকারী। মানুষের সুহৃদ। স্বজন। হায় মানুষ যদি বুঝতো।

নিকটেই নীল নদ। শহরের প্রান্ত ঘেঁষে বয়ে চলেছে আপন গতিতে। তার শিষ্ট স্রোতধারায় যেনো জীবন জেগেছে বহুদিন পর। নদীর ঢেউগুলো যেনো তাদের কুল কুল শব্দের শিখরে একাধারে জাগিয়ে তুলেছে আনন্দমথিত স্বীকৃতি-সত্য নবী মুসা–সত্য প্রেমিক মুসা। যেনো শহরের প্রতি অলিগলি, বৃক্ষরাজি, শহরের আকাশ বাতাস উচ্চারণ করছে অনবরত প্রেমিক পয়গাম্বর মুসা-সত্য তুমি আর সত্য তোমার প্রতিপালক।

কিন্তু মানুষেরা কি মেনে নেবে সত্যের আহবান। কে জানে? তিনি তো বাণীবাহক মাত্র। বহন করে এনেছেন অনন্ত জীবনের আলোক প্রদীপ। নিয়ে এসেছেন নিরাপদ জীবনের সফল সনদ– সত্য দ্বীন। প্রেম। প্রজ্ঞা। মানবতা।

হজরত মুসা যখন মিশরের রাজধানী শহরে প্রবেশ করলেন, তখন রাত হয়ে এসেছে। তিনি তাঁদের নিজেদের বাড়ীতে গিয়ে হাজির হলেন। কিন্তু বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করলেন না। মুসাফিরের মতো বহির্বাটিতে অবস্থান নিলেন।

বনি ইসরাইলদের এই পরিবারটি ছিলো মেহমানপ্রিয় পরিবার। হজরত মুসাকে মেহমানের মতোই সমাদর করা হলো।

হজরত হারূন আ. তখন বাড়ীতে ছিলেন না। একটু পরেই তিনি এসে পড়লেন। হজরত মুসার মতো তিনিও এখন নবী। আল্লাহ্‌পাকের অহির মাধ্যমে ইতোমধ্যেই তিনি জানতে পেরেছেন একথা। জানতে পেরেছেন ছোট ভাই মুসার দোয়ার বরকতে তাঁর কাজের সহযোগী হিসেবে আল্লাহ্‌পাক হারূনকে দান করেছেন নবুয়তের নেয়ামত।

বাড়ীতে এসেই তিনি হজরত মুসার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। বহুদিন পর বড় ভাইকে দেখে আনন্দে অভিভূত হলেন মুসা। পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ হলেন তাঁরা। নবুয়তের মিলিত শক্তিতে শক্তিমান হলেন দুজনই। আনন্দের ঘোর কেটে গেলে হজরত হারূন ছোট ভাই মুসাকে সপরিবারে বাড়ীর ভিতরে নিয়ে গেলেন। মায়ের কাছে হাজির হলেন দুই ভাই। দুই নবী। তারপর তাঁকে খুলে বললেন সমস্ত ঘটনা।

আনন্দে ভরে গেলো সমস্ত গৃহ। মায়ের দুচোখ ভরে উঠলো আনন্দের অশ্রুতে। আহা কতোদিন পর এসেছে এই বেহেশতি মিলনের মেলা। প্রশংসা সমস্তই আল্লাহ্তায়ালার। তিনিই পবিত্র। তিনিই মহান।

আট

কী ভয়ংকর জীবন যাপন মিশরবাসীদের। বিশ্বজগতের প্রতিপালক মহান আল্লাহ্তায়ালার কথা মনে নেই তাদের। শত শত বৎসর ধরে তারা পূজা করে চলেছে বিভিন্ন দেব-দেবীর। বাদশাহ্কে তারা মনে করে সূর্যদেবতার অবতার। তার উপর বর্তমান ফেরাউন নিজেকেই ঘোষণা করে দিয়েছে আল্লাহ্ বলে। আর যুগ যুগ ধরে দেব-দেবীদের মূর্তিপূজায় অভ্যস্ত কিব্তীদের প্রায় সকলেই নির্বিবাদে মেনে নিয়েছে ফেরাউনের এই দাবী।

বনি ইসরাইলরা একথা মানেনি বলে তাদের উপরে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে শোষণ আর বঞ্চনা ঘেরা মানবেতর জীবন। তবুও তারা বিশ্বাসের নিবু নিবু চেরাগ জ্বালিয়ে রেখেছে দিনের পর দিন। আর অপেক্ষা করেছে কবে নেমে আসবে আল্লাহ্তায়ালার তরফ থেকে খাস রহমত। শৃঙ্খলিত জীবনের কবে হবে অবসান?

আল্লাহ্তায়ালা রহম করেছেন এতোদিন পরে। প্রেরণ করেছেন তাঁর দুজন নির্বাচিত নবীকে। কুফরি আর শিরিকের অনড় পাষাণ এবার ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে বিশ্বাসের বিপুল আঘাতে। অবিশ্বাসের অমানিশা ছিন্ন করে জেগে উঠবে ভোর। নির্মল ইমানের প্রখর সূর্যালোকে হেসে উঠবে মানবতা। পূর্ণ মানবতা।

হজরত মুসা এবং হারূন স্থির করলেন, এবার ফেরাউনের দরবারে যাবেন তাঁরা। আল্লাহ্পাকের হুকুম, দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছাতে হবে তাকে।

কিন্তু মায়ের মন শংকাগ্রস্ত হয়ে পড়লো সহসা। কলিজার টুকরা দুই পুত্র সন্তানের অমঙ্গলের আশংকায় বিচলিত হয়ে উঠলেন তিনি। বললেন, 'ফেরাউন অহংকারী, অত্যাচারী, জনবল, অর্থবল, পরাক্রম– সবকিছুই তার অধিকারে। ভেবে দেখো বাছারা তার বিরুদ্ধে কিভাবে সফল হবে তোমরা?

সত্য নবী মুসা ও হারুন। মায়ের কথায় এতটুকুও বিচলিত হলেন না তাঁরা। মাকে আশ্বাস দিলেন, 'আল্লাহ্তায়ালার আদেশ পালন করতেই হবে আমাদেরকে। তুমি চিন্তিত হয়ো না মা। আল্লাহ্পাক ওয়াদা করেছেন– আমাদেরকেই বিজয় দান করবেন তিনি।'

মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দুজনে শাহী দরবারের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। দরবারে প্রবেশ করলেন তাঁরা নিশ্চিন্তে, নির্ভয়ে।

বর্ণাঢ্য রাজ দরবার। মূল্যবান পোশাক আশাকে সজ্জিত রাজদরবারীদের মধ্যমণি হয়ে ফেরাউন প্রতিদিনকার মতো উপবেশন করেছে তার মণিমুক্তাখচিত সিংহাসনে। নির্দিষ্ট স্থানে দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত রয়েছে দেহরক্ষী সিপাহী, শান্ত্রী আর পরিচারক পরিচারিকার দল। কোনোকিছুর তোয়াক্কা না করেই নবী ভ্রাতৃদ্বয় এগিয়ে গেলেন সিংহাসনের কাছাকাছি।

ফেরাউন বিস্মিত হলো তাদেরকে দেখে। হজরত মুসা বললেন, 'হে ফেরাউন! আমি বিশ্ব প্রতিপালক রব্বুল আলামীনের রসূল। আল্লাহ্তায়ালার নির্দেশে প্রেরিত হয়েছি আমরা। রব্বুল আলামীন আল্লাহ্তায়ালার প্রতি ইমান আনো– বনি ইসরাইলদের উপর জুলুম বন্ধ করো– গোলামী থেকে মুক্ত করে দাও তাদেরকে। এই আহবান জানাতেই এখানে এসেছি আমরা।'

ফেরাউন বললো, 'ওহে মুসা তুমি যে আমাকে আজ নতুন কথা শুনিয়ে ছাড়লে। আমি ছাড়া আর কি কোনো প্রতিপালক আছে? কোন্ প্রতিপালকের কথা বলছো তুমি?'

হজরত মুসা বললেন, 'আমাদের প্রতিপালক তিনিই যিনি আকাশ পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত সকল বস্তু সৃষ্টি করেছেন। যদি তুমি বিশ্বাস করো।'

ফেরাউন দরবারীদেরকে লক্ষ্য করে বললো, 'শুনেছো। মুসার কথা শুনেছো তোমরা।'

হজরত মুসা বললেন, 'আমার প্রতিপালক তিনিই যিনি তোমার এবং তোমার পূর্বপুরুষগণেরও প্রতিপালক।'

ফেরাউন মুগ্ধ হয়ে যায় ভিতরে ভিতরে হজরত মুসার এই সত্য ভাষণ শুনে। কিন্তু অহংকারী সে। সভাসদগণের প্রতি যাতে হজরত মুসার কথা প্রভাব বিস্তার না করতে পারে সে বিষয়ে সজাগ হলো ফেরাউন। বললো, 'তোমাদের নিকট প্রেরিত এই পয়গম্বরটি নিশ্চয় উন্মাদ।'

হজরত মুসা পরোয়া করলেন না এই মন্তব্যের। বরং পূর্বের বাক্যের নূরানী রেশ ধরে তিনি পুনরায় বললেন, 'আমার প্রতিপালক পূর্ব পশ্চিমের এবং ঐ সমস্ত পদার্থের যা রয়েছে এর মাঝখানে। অনুধাবন করো আমার কথা। যদি তোমার জ্ঞান বুদ্ধি থাকে।'

হজরত মুসা আ. এবং হজরত হারূন আ. এর ভাবলেশহীন দৃঢ় অভিব্যক্তি দেখে আর তেজস্বী আলোচনা শুনে অভিভূত হয়ে পড়ছিলো দরবারীরা। ফেরাউন ব্যাপারটি বুঝতে পেরে কথার মোড় ঘুরিয়ে দিতে চাইলো। বললো সে, যারা গত হয়ে গিয়েছেন আমাদের সেই পূর্ব পুরুষদের তাহলে কি অবস্থা হবে?

এ প্রশ্ন করে ফেরাউন চাইছিলো যে, মুসা নিশ্চয়ই পূর্বপুরুষদের পথভ্রষ্টতা সম্পর্কে উচ্চকণ্ঠ হয়ে উঠবে। আর তখনই উপস্থিত দরবারীদেরকে এই কথা নিয়ে উত্তেজিত করার সুযোগ পাওয়া যাবে। কারণ, নিজেদের পূর্ব পুরুষদের প্রসঙ্গে সকলেরই আবেগপ্রবণতা থাকে।

হজরত মুসা ফেরাউনের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে তার প্রশ্নের উত্তর সংক্ষেপ করলেন। তারপর পুনরায় প্রকাশ করলেন রব্বুল আলামীনের আরো কিছু গুণাবলী।

বললেন তিনি, 'পূর্বপুরুষগণের বিবরণ আমার প্রভুপতিপালকের নিকট লিপিবদ্ধ রয়েছে। আমার প্রভুতো এমন নন যে তিনি হারিয়ে যাবেন অথবা বিস্মৃত হবেন। আমার প্রতিপালক তো তিনিই, যিনি তোমাদের বসবাসের জন্য পৃথিবীকে করেছেন শয্যার মতো সমতল আর বিচরণের জন্য সৃষ্টি করেছেন বিবিধ সরনী। আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন তিনিই। সে বৃষ্টির ধারায় সিক্ত মাটি থেকে তিনি অংকুরোদগম ঘটান বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদের। এসমস্ত বৃক্ষরাজি থেকে তোমরা নিজেদের খাদ্যশষ্য সংগ্রহ করো আর তোমাদের পশুদেরকেও প্রতিপালন করো। নিশ্চয় এ সমস্ত কিছুর মধ্যে বিদগ্ধ ব্যক্তিদের জন্য রয়েছে বহু রকমের নিদর্শন। আর আল্লাহ্‌র বাণী এইঃ এই মাটি থেকে আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, এই মাটিতেই মিশিয়ে দেবো তোমাদেরকে এবং মাটি থেকেই ঘটাবো তোমাদের পুনরুত্থান।'

নয়

ব্যাপারটা নিষ্পত্তি হলো না কিছুতেই। চলতে লাগলো বিতর্কের পর বিতর্ক। হজরত মুসা এবং হজরত হারুন মাঝে মাঝেই রাজদরবারে এসে কোমল মধুর অথচ শক্তিশালী যুক্তির ভাষায় আহবান জানাতে থাকেন। ফেরাউনের বাদশাহী বুদ্ধি বার বার পর্যুদস্ত হতে থাকে। নিরস্ত্র নবীদের কাছে নত হয় পরাক্রম। তর্কপ্রবণ ফেরাউন সরীসৃপের গতির মতো বার বার তার কথার মোড় এদিক ওদিক ঘুরিয়ে আত্মরক্ষা করবার প্রয়াস চালাতে থাকে।

দুঃসহনীয় এ অবস্থা। সত্যভাষী দুই নবীর আহবান আর শাণিত যুক্তির কাছে অসহায় বোধ করতে থাকে ফেরাউন। বুঝতে পারে সে, দরবারীরাও মুসা ও হারুনের কথায় কেমন যেনো প্রভাবান্বিত হয়ে পড়ে। তাদেরকে এ প্রভাব থেকে বাঁচাতেই হবে। না হলে যে মান মর্যাদা রাজত্ব সব কিছুই চলে যাবে চাল চুলোহীন এই দুই নবীর অধিকারে।

ফেরাউন তার দরবারীদের লক্ষ্য করে বললো একদিন, ‘হে সভাসদবৃন্দ। আমি তোমাদের আল্লাহ্ হিসেবে অন্য কোনো সত্তাকে স্বীকার করি না।’

এরপর সে হুকুম দিলো তার মন্ত্রী হামানকে, ‘হে হামান। ইট পোড়ানোর ব্যবস্থা করো। আর ঐ ইট দিয়ে আমার জন্য নির্মাণ করো একটি অতি উচ্চ অট্টালিকা। আমি ঐ অট্টালিকায় আরোহণ করে মুসার আল্লাহ্‌র সন্ধান নিতে পারবো। আমি তো মিথ্যাবাদীদের দলভুক্ত বলে ধারণা করি তাকে।’

এভাবে দম্ভ আর আস্ফালনের মাধ্যমে স্তব্ধ করে দিতে চাইলো ফেরাউন মুসা ও হারুনকে। কিন্তু তবুও নিজেকে নিরাপদ মনে করে না ফেরাউন। ভিতরে ভিতরে ঘাবড়ে যায় খুব। ক্রোধে ভিতরে ভিতরে অস্থির হয়ে যায় সে। শক্তির হুমকি প্রদর্শন করতে থাকে বারংবার।

বলে, ‘হে মুসা। যদি আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে তুমি মাবুদ সাব্যস্ত করো তাহলে তোমাকে জেলখানায় বন্দী করে রাখবো আমি।’

হজরত মুসা জবাব দিলেন, ‘আমিতো তোমার নিকট নিয়ে এসেছি একক অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌পাকের তরফ থেকে স্পষ্ট নিদর্শন। তবুও কি আমি তোমার অন্যায় দাবীর অনুগামী হতে পারি।’

ফেরাউনের আরো রাগ হয়ে গেলো। বললো সে, 'ঠিক আছে তোমার আল্লাহ্‌র নিকট থেকে যদি কোনো নিদর্শন এনেই থাকো তবে সে নিদর্শন দেখাও– যদি তোমার এ দাবী সত্য হয়ে থাকে।'

হজরত মুসা ফেরাউনের কাছাকাছি এগিয়ে গেলেন। সমস্ত রাজ দরবার তখন লোকে পরিপূর্ণ। সবাই আগ্রহভরে অপেক্ষা করতে থাকে– নির্ভীক মুসা এবার জানি কোন রহস্যের অবতারণা করে বসে।

ফেরাউনের সামনেই নিজের হাতের লাঠিটি মাটিতে ফেলে দিলেন হজরত মুসা। সঙ্গে সঙ্গে লাঠিটি হয়ে গেলো বিরাট অজগর।

অজগরটি দেখে ভয় পেয়ে গেলো ফেরাউন। দরবারীরাও শিউরে উঠলো। একটু পরেই আতঙ্কের অবসান ঘটালেন হজরত মুসা। অজগরটি হাত দিয়ে ধরে ফেললেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে অজগরটি আগের মতো লাঠি হয়ে গেলো।

এবার হজরত মুসা দেখালেন তাঁর দ্বিতীয় নিদর্শন। হাত বগলে রাখার পর পুনরায় বের করে এনে সকলের সামনে হাত প্রসারিত করে দিলেন। সবাই তাজ্জব হয়ে দেখলো, মুসার হাত ধবধবে শাদা হয়ে গিয়েছে আর সে শাদা হাত থেকে বেরোচ্ছে তীব্র উজ্জ্বল আলোর ছটা।

পরাজিত হলো ফেরাউন এবং তার সভাসদবৃন্দ। একজন বনি ইসরাইলী এভাবে অকাট্য নিদর্শন প্রদর্শন করে সকলকে অপদস্থ করতে পারবে একথা ভাবতেও পারেনি তারা। এ অপমানতো কেবল ফেরাউনের নয়, এ অপমান সমস্ত কিব্‌তী সম্প্রদায়ের– সমস্ত মিশরবাসীদের। একজন ইসরাইলীর এই ঔদ্ধত্য কিছুতেই বরদাশত্‌ করা যায় না।

তখন ফেরাউন বললো, 'শোনো মুসা। আমরা এবার পরিষ্কার বুঝতে পারলাম তুমি এই রাজ্য অধিকার করবার ফন্দি ফিকিরে আছো।'

ফেরাউনের দরবারীরা বললো, 'তোমরা যা দেখালে তা প্রকাশ্য যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়।'

হজরত মুসা জবাব দিলেন, 'সত্য স্পষ্ট হয়ে পড়ার পরেও তোমরা একথা বলছো। এটা কি যাদু? যাদুকরেরা কি কখনো সাফল্য লাভ করতে পারে?'

তারা বলতে লাগলো, 'বুঝতে পেরেছি তোমাদের উদ্দেশ্য কি? তোমরা চাও আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদের অনুসরণীয় আদর্শ থেকে সরে দাঁড়াই আর নেতা হিসেবে তোমাদেরকে মেনে নেই। কিন্তু আমরা তো তোমাদেরকে কিছুতেই মানবো না।'

ফেরাউন ও তার অনুসরণকারীরা পরামর্শ করে স্থির করলো, যাদুর জবাব যাদু দিয়েই দিতে হবে। আপাততঃ অবকাশ দেয়া হোক মুসা ও হারূনকে। আর

ঘোষণা করে দেয়া হোক আগামী বড় উৎসবের দিন বিশাল জনসমাবেশের মধ্যে যাদুর প্রতিযোগিতা হবে।

দরবার ভেঙে দেবার আগে ফেরাউন হজরত মুসাকে বললো, 'হে মুসা! তুমি এজন্য আমাদের কাছে এসেছো যে, তোমার যাদুর শক্তি দিয়ে তুমি আমাদেরকে দেশ থেকে বের করে দিবে? আচ্ছা ঠিক আছে। আমরাও যাদু দিয়ে মোকাবেলা করবো তোমাদেরকে। যাদু প্রতিযোগিতার দিন নির্দিষ্ট করা হোক। ঐ দিন মোকাবেলা হবে সামনাসামনি। আমরা এর ব্যতিক্রম করবো না, তুমিও করো না।'

দরবার ভঙ্গ হলো সেদিনের মতো। হজরত মুসা ও হজরত হারূন ফিরে এলেন নিজ গৃহে। সত্যের সেনাপতিদ্বয় ভাবেন, কি কঠিন অন্তঃকরণ ফেরাউন সম্প্রদায়ের। সত্য নিদর্শনের প্রকাশ্য আঘাতেও কেমন অটুট রয়েছে তাদের অন্তরের অর্গল। তারা কি জানে না পতনের পথ ধরে চলেছে তারা? তারা কি জানে না অবিশ্বাসীদের পরিণাম কি ভয়ংকর। কী বীভৎস।

দশ

দেখতে দেখতে উৎসবের দিন এগিয়ে এলো। লোকে লোকারণ্য হয়ে গেলো উৎসবস্থল। যাদু প্রতিযোগিতার কথা প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। লোকমুখেও বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছিলো এই সংবাদ। নির্দিষ্ট দিনে তাই কৌতূহলী মানুষের ভীড়ে ভরে গেলো ময়দান।

মহাসমারোহে ফেরাউন তার মন্ত্রীপরিষদ সমভিব্যহারে হাজির হলো মেলায়। হাজির হলো দেশের শ্রেষ্ঠ যাদুকরদের এক বড় দল। ফেরাউনই তাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছে। তার দৃঢ় ধারণা, এ সমস্ত বড় বড় যাদুকরদের সঙ্গে কিছুতেই মোকাবেলা করতে পারবে না মুসা। নবুয়তের দাবীদার মুসা ও হারূনের কারসাজি আজকেই স্পষ্ট হয়ে পড়বে মিশরবাসীদের কাছে।

যাদুকরদেরকে লক্ষ্য করে বললো ফেরাউন, 'দেখ যাদুকরেরা। মুসাকে পরাজিত করতেই হবে। যদি তোমরা সফল হও তবে প্রচুর পুরস্কার মিলবে তোমাদের। শুধু তাই নয়, আমার দরবারেও তোমাদের জন্য বিশিষ্ট স্থান নির্ধারণ করে দেয়া হবে।'

যাদুকরেরা উৎফুল্ল খুব। তারাও বিজয়ের ব্যাপারে স্থিরনিশ্চিত।

যথাসময়ে মেলায় হাজির হলেন নবীভ্রাতৃদ্বয়। ফেরাউন, তার দলবল এবং বিশাল কৌতূহলী জনতার দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো তাদের দিকে।

উপস্থিত জনতাকে লক্ষ্য করে বললেন হজরত মুসা, 'পরিতাপ তোমাদের প্রতি। একি অবস্থা আজ তোমাদের। তোমরা কি আমাকে যাদুকর নামে অভিহিত করে আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি অপবাদারোপ করতে চাও? আমিতো শংকিত এজন্য যে, তোমাদের এই অপবাদারোপের দণ্ড হিসাবে আল্লাহ্‌পাক হয়তো তোমাদেরকে বিনাশ করে ফেলবেন। তোমরা একথা কি বিস্মৃত হয়েছো যে, বিফলতাই মিথ্যাশ্রয়ীদের পরিণাম।'

হজরত মুসার কথায় গুঞ্জন উঠলো জনতার মধ্যে। কানাঘুষা করতে লাগলো তারা।

দরবারীরা বললো, 'এরা দুই ভাই নিশ্চয় যাদুকর। যাদুশক্তিবলে তারা মর্যাদা ও সম্মান লাভের অভিলাষী। তারা যাদুর প্রতাপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তোমাদেরকে দেশ থেকে বিতাড়িত করতে চায়। অতএব, হে যাদুকরগণ, তোমরা তোমাদের শক্তিমত্তা আর কলাকৌশলের মাধ্যমে সংঘবদ্ধ হয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে তাদের প্রতিহত করো। আজ এই প্রতিযোগিতায় যারা জয়লাভ করতে পারবে তারাই কৃতকার্য হবে।'

যাদুকররা এগিয়ে গেলো মুসা আ. এর কাছে। তারপর বললো, বাগাড়ম্বর পরিত্যাগ করো। বলো প্রতিযোগিতা শুরু করবে কে? তোমরা না আমরা?

হজত মুসা বললেন, 'তোমরাই শুরু করো প্রথমে। প্রদর্শন করো তোমাদের ক্ষমতা।'

যাদুকরেরা তাদের অনেক রশি, লাঠি ও বাণ নিক্ষেপ করলো ময়দানে। সঙ্গে সঙ্গে লাঠি ও রশিগুলি যাদুবলে অসংখ্য সাপে পরিণত হলো। আর সাপগুলি সারা ময়দানে দৌড়াদৌড়ি শুরু করে গড়ে তুললো এক ভীতিকর পরিবেশ। হজরত মুসাও শংকিত ও চিন্তিত হলেন ক্ষণিকের জন্য। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই তিনি প্রত্যাদেশ অনুভব করলেন অন্তরে, 'ভয় পেয়ো না মুসা। নবী তুমি। আমার ওয়াদা– তুমিই বিজয়ী হবে। তোমার লাঠি জমিনে ফেলে দাও।'

হজরত মুসা তাঁর লাঠি নিক্ষেপ করলেন জমিনে। সঙ্গে সঙ্গে তার লাঠি হয়ে গেলো এক বিরাট অজগর। তারপর অজগরটি একে একে গিলতে লাগলো যাদুকরদের সাপগুলোকে। অল্পক্ষণের মধ্যেই ময়দান পরিষ্কার হয়ে গেলো।

স্তম্ভিত হয়ে গেলো যাদুকরেরা। পরিপূর্ণ হলো আল্লাহ্‌পাকের ওয়াদা। সত্য প্রতিষ্ঠিত হলো। মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো। নিশ্চয় মিথ্যা নিশ্চিহ্নই হয়ে থাকে।

বিচলিত বোধ করতে থাকলো ফেরাউন এবং তার অনুসারীরা। এরকম শোচনীয় পরাজয়ের জন্য তারা মোটেও প্রস্তুত ছিলো না। তারপর তারা আরো বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলো, প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে যাদুকররা নিজেদেরকে সমর্পণ করছে মুসার কাছে।

যাদুকররা উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা দিলো, 'হজরত মুসার এই অলৌকিক নিদর্শন যাদু নয়। এ হচ্ছে আল্লাহ্ প্রদত্ত মোজেজা। আর তিনি নবী। আল্লাহ্তায়ালার সত্য পয়গম্বর।'

সত্য মোজেজার জ্যোতির্ময় আঘাতে যাদুকরদের অন্তরের অন্ধকারে মুহূর্তেই জ্বলে উঠলো ইমানের অবিনাশী আগুন। জেগে উঠলো তাদের বুকের শূন্যতায় আল্লাহ্ প্রেমের অন্তহীন উর্মিমালার উথাল পাথাল ঢেউ। তৎক্ষণাৎ সেজদায় পড়ে গেলেন তারা। আর ঘোষণা করে দিলেন উচ্চকণ্ঠে, 'আমরা মুসা আর হারুনের আল্লাহ্র প্রতি ইমান আনলাম। কেননা বিশ্বজগতের প্রতিপালক একমাত্র তিনিই।'

ফেরাউনের প্রতারণার মুখোশ এভাবে এই যাদুকরেরা উন্মোচিত করে দিবে ভাবতেই পারেনি ফেরাউন। যাদুকরদের প্রতি ক্রোধান্বিত হলো সে। সত্য স্বীকারের পরিবর্তে যাদুকরদেরকে এই বলে অভিযুক্ত করলো সে, 'মনে হয় তোমরা একই দলের লোক। মুসা নিশ্চয়ই তোমাদের নেতা। গুরুশিষ্য সবাই মিলে তোমরা পূর্বাহ্নে ষড়যন্ত্র করে রেখেছিলে। এতো তোমাদের পাতানো খেলা ছাড়া আর কিছু নয়। তা না হলে তোমরা আমার অধীনস্থ প্রজা হয়ে আমার অনুমতির অপেক্ষা না করেই কীভাবে মুসার আল্লাহ্র পক্ষে ঘোষণা দিতে পারো। ঠিক আছে। আমি তোমাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়েই ছাড়বো যাতে ভবিষ্যতে এরকম বিশ্বাসঘাতকতা করবার সাহস কেউ না পায়। আমি প্রথমে তোমাদের ডান পা এবং বাম হাত তারপর বাম পা এবং ডান হাত কেটে ফেলবো। শেষে শূলে চড়াবো। তখন বুঝতে পারবে কেমন কঠোর শাস্তিদাতা আমি।'

কিন্তু যাদুকরদের অন্তরে তখন জেগেছে জ্যোতির জোয়ার। ইমানের অগ্নিশিখায় পুড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে অবিশ্বাসের সর্বশেষ চিহ্নটুকুও। প্রেমসমুদ্রের নির্ভীক নাবিক তাঁরা তখন। সৃষ্টির দিক থেকে আগত সকল প্রকার ভয়ভীতি আর বিপদের সীমানা অতিক্রম করে তারা তখন লাভ করেছেন অনন্ত জীবনের অধিকার। পূর্ণ মোমেন যাদুকরেরা এখন শত সহস্র ফেরাউনের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করতে পারেন অনায়াসেই।

বললেন তাঁরা, সত্যের উজ্জ্বল নিদর্শন প্রতিভাত হয়েছে আমাদের সামনে। যে আল্লাহ্– আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন আমরা তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তোমার নির্দেশ মেনে নেবো– এ আর কিছুতেই হতে পারে না। যা খুশী করতে পারো তুমি। আর কীইবা করবার ক্ষমতা আছে তোমার? খুব বেশী করলে তো এই করবে যে পার্থিব এই জীবনে শেষ করে দিবে। আমরা তো আমাদের প্রভু

পরওয়ারদিগারের প্রতি ইমান এনেছি যেনো তিনি আমাদের অপরাধগুলো ক্ষমা করে দেন। বিশেষ করে যাদু সংক্রান্ত অপরাধ যা করতে তুমি আমাদেরকে বাধ্য করেছিলে। আমাদের জন্য আল্লাহ্তায়ালাই উত্তম। তিনি চিরন্তন।'

ওদিকে শাহী অন্দরমহলেও লাগলো ইমানের জ্যোতির্ময় আঘাত। সম্রাজ্ঞী আছিয়া যাদুযুদ্ধের ফলাফলের অপেক্ষায় ছিলেন। যখন জানলেন নবীভ্রাতৃদ্বয়ই বিজয়ী হয়েছেন, তখন কালবিলম্ব না করে তিনিও ঘোষণা করলেন, আমি মুসা ও হারূনের প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। মিথ্যা পরিত্যাগ করেছি আমি। আমি এখন সত্য বিশ্বাসিনী।

চঞ্চল হয়ে উঠলো ফেরাউন। এতো বড় ধৃষ্টতা। সহধর্মিণী হয়ে এতো বড় সাহস সে পেলো কি করে? ফেরাউন সিদ্ধান্ত নিলো, গৃহবিদ্রোহিনীর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। আদেশ দিলো সে, একটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের নিচে পিষে ফেলা হোক আছিয়াকে।

আদেশ শুনে এতটুকুও বিচলিত হলেন না আছিয়া। শুধু আকাশের দিকে মুখ তুলে চাইলেন। ফরিয়াদ জানালেন সেই প্রেমময় প্রভু প্রতিপালকের নিকটেই। নির্ভীক– নিশংকচিত্ত তিনি। পার্থিব সকল বন্ধনের শৃঙ্খলা ছিঁড়ে গেছে আজ। এখন অপেক্ষা শুধু দীদারের।

প্রস্তর নিক্ষেপের আগেই আল্লাহ্তায়ালা বিবি আছিয়ার জান কবজ করে নিলেন। পড়ে রইলো নীরব নিস্প্রাণ দেহ। পাথর পতিত হলো প্রাণহীন দেহের উপর।

এগারো

তবুও অস্বীকৃতির উপরেই দৃঢ়তার সাথে দাঁড়িয়ে রইলো ফেরাউন এবং তার অনুসারী সম্প্রদায়। আর বিশাল জনতা ইমানের সুশীতল বাতাসে আন্দোলিত হলো বটে কিন্তু তা অল্পক্ষণের জন্য। পুনরায় কুফরির অন্ধকারেই আশ্রয় নিতে চাইলো তারা। দৃষ্টি তাদের বরাবরের মতো ফেরাউনের দিকেই নিবদ্ধ রইলো। আল্লাহ্পাকের প্রকাশ্য নিদর্শন দেখে শুনে বুঝেও মুখ ফিরিয়ে নিলো ইমানের নেয়ামত থেকে, হেদায়েতের আলো থেকে।

ফেরাউন ভিতরে ভিতরে ক্রোধে ফেটে পড়ছে। কিন্তু হজরত মুসাকে কিছু বলার সাহস পেলো না সে। সভাসদদের দল আর রাজকর্মচারীরা ফেরাউনের কাছে দাবী জানালো, 'আপনি মুসাকে হত্যা করে ফেলেন না কেনো? মুসা ও তাঁর অনুসারীদেরকে যদি এভাবে ছেড়ে দেওয়া হয় তবে তো দিন দিন উৎপাত বেড়েই যাবে। তারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে এই মিশরভূমিতে। আর আপনাকে এবং আপনার দেবতাদের করবে অপমান।'

ফেরাউন বললো, 'তোমরা ভয় পাচ্ছো কেনো? আমি কিছুতেই মাথা তুলে দাঁড়াতে দেবো না ইসরাইলীদেরকে। আমার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার কোনো শক্তিই আমি অবশিষ্ট রাখবো না তাদের। আমি তাদের সদ্যভূমিষ্ঠ পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করে ফেলবো আর দাসী বৃত্তির কাজে নিয়েজিত করবার জন্য জীবিত রাখবো তাদের কন্যা সন্তানদেরকে। আমি তো তাদের উপর সকল ক্ষেত্রেই বিজয়ী। তারা তো আমর হাতে সম্পূর্ণ অসহায় ও অক্ষম।'

ফেরাউনের কথায় আপাততঃ আশ্বস্ত হলো তারা। ফেরাউনও এটা ওটা বুঝিয়ে নিজেকে আশ্বস্ত করবার চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু অন্তরে তার প্রজ্জ্বলিত হয়েছে হিংসা, ক্ষোভ আর অহংকারের বিদ্রোহী বহ্নি। শত চেষ্টা করেও স্বস্তি পায় না সে কিছুতেই। ইসরাইলীদের পুত্র সন্তানদেরকে বধ করবার আদেশ দিয়েও শান্তি পেলো না সে। মুসা আর হারুনের এদেশে উপস্থিতি অসহ্য ঠেকে তার কাছে।

একদিন রাজ দরবারে সে নিজেই তুললো মুসা ও হারূনের প্রসঙ্গ। বললো, 'শোনো সভাসদবৃন্দ। মুসা আর হারূনকে এভাবে এদেশে অবস্থান করতে দেয়া কি ঠিক। আমার তো আশংকা হয় তারা ধীরে ধীরে সুকৌশলে তোমাদের ধর্মকে পরিবর্তন করে দিবে। সমগ্র মিশরভূমিতে বিশৃঙ্খলার বিস্তার ঘটাবে। আমার মনে হয় মুসাকে হত্যা করাই সমীচীন।'

ফেরাউনের দরবারের একজন গোপনে গোপনে অনেক আগেই হজরত মুসার প্রতি ইমান এনেছিলেন। এতোদিন গোপনেই রেখেছিলেন তিনি তাঁর ইমানকে। কিন্তু ফেরাউনের নতুন প্রস্তাব শুনে কিছুতেই তিনি আর নিজেকে নিবৃত্ত রাখতে পারলেন না।

হঠাৎ করেই তিনি উঠে দাঁড়িয়ে উপস্থিত লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে শুরু করলেন। তিনি বললেন, 'হে আমার কওম। তোমরা এমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করতে চাও যিনি শুধু এই সত্যটি প্রচার করেন যে, আমার প্রতিপালক আল্লাহ্, আর যিনি তাঁর বক্তব্যের অনুকূলে প্রকাশ্য প্রমাণও পেশ করতে সক্ষম হয়েছেন। আর যদি বিতর্কের খাতিরে একথাই ধরে নেয়া যায় যে, তিনি মিথ্যাবাদী তবে

তোমরাই বলো তার মিথ্যার দ্বারা তোমাদের কী ক্ষতি হচ্ছে? আর যদি বিশ্বাস করো, তিনি সত্যবাদী তবে তার সতর্কবাণীকে ভয় করো। কারণ, এই সতর্কবাণী আল্লাহ্‌তায়ালারই, তিনি শুধু বাণীবাহক মাত্র।'

ফেরাউন স্তম্ভিত হয়ে যায়। দরবারের এই গুরুত্বপূর্ণ সম্প্রদায়ের লোকটিও তাহলে মুসার অনুরক্ত। কী আশ্চর্য ধৃষ্টতা লোকটির। কিব্‌তী সম্প্রদায়ভুক্ত হয়ে, রাজ দরবারের সদস্য হয়ে কি করে সে মেনে নিতে পারলো ইসরাইলী বংশোদ্ভূত মুসাকে। নিজেকে অতি কষ্টে সংযত করলো ফেরাউন।

বোঝাতে চেষ্টা করলো সে, 'আমি তো সেকথাই বলছি তোমাদেরকে যা আমি ভালো মনে করছি। আর সেই পথই আমি তোমাদেরকে প্রদর্শন করতে চাই যাতে রয়েছে কল্যাণ।'

মোমেন ব্যক্তিটি বলেই চললেন, 'হে আমার সম্প্রদায়। আমার আশংকা হয়, হয়তো তোমাদের প্রতি নেমে আসবে আল্লাহ্‌র গজব যেমন নেমে এসেছিলো আদ, সামুদ এবং নুহের কওমের উপর এবং তাদের পরে আগত অন্যান্য অবাধ্য সম্প্রদায়গুলোর উপর। আল্লাহ্‌ তো বান্দাদের উপর অত্যাচার করবার অভিলাষী নন। হে আমার কওম, তোমাদের প্রতি যখন এসে পড়বে কেয়ামতের ভয়ংকর দিবস, সাহায্যের জন্য যখন চিৎকার করতে থাকবে তোমরা তখন আল্লাহ্‌র আজাব থেকে রক্ষাকারী কাউকে পাবে না। আর আল্লাহ্‌ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাকে পথপ্রদর্শন করার কেউ নেই।

'হে আমার সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, অতীতের অবস্থা স্মরণ করো। যখন আল্লাহ্‌র নবী ইউসুফ আ. সত্যের পয়গাম শুনিয়েছিলেন, তখন তোমাদের পূর্বপুরুষেরা এরকমই দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে কালক্ষেপণ করেছিলো। তাঁর উপর ইমান আনেনি। আর যখন নবী ইউসুফ আ. ইন্তেকাল করলেন, তখন তারা বলতে লাগলো, এখন আল্লাহ্‌ আর কোনো নবী রসূল পাঠাবেন না। বর্তমানে অবিকল সেরকম ব্যবহারই তোমরা শুরু করেছো মুসার সঙ্গে।'

মোমেন ব্যক্তিটির মর্মস্পর্শী আহবানেও ফেরাউন ও তার অনুসারীদের অন্তরে প্রতিক্রিয়া হয় না এতোটুকুও।

শেষ বারের মতো বোঝাতে চেষ্টা করেন মোমেন ব্যক্তিটি। বলেন, 'হে আমার কওম। আমার অনুসরণ করো। আমি তোমাদের পুণ্যপথে পৌঁছে দিতে পারবো। হে আমার সম্প্রদায়, এ পৃথিবীর জীবনতো সামান্য কয়েকদিনের আনন্দ মাত্র। আর আখেরাতই হচ্ছে স্থায়ী আবাসস্থল। যে ব্যক্তি অসৎ কাজ করে, সে তার শাস্তি পাবেই। আর সৎ কাজ সম্পাদনকারী নারী ও পুরুষ যারা ইমানদার তারা বেহেশতে প্রবেশ করবে। সেখানে অফুরন্ত রিজিকের অধিকারী হবে তারা। হে

আমার কওম। আমার একি হলো আজ যে, আমি তোমাদেরকে মুক্তির পথে আহবান জানাচ্ছি আর তোমরা চাও আমি আল্লাহ্‌র সঙ্গে কুফরি করি এবং তাঁর সঙ্গে শরীক সাব্যস্ত করি এমন বস্তুকে যে সম্পর্কে আমি অজ্ঞ। আর আমি আহবান করি তোমাদেরকে সেই মহাশক্তিমান ক্ষমাকারীর প্রতি।'

কিব্‌তী মোমেন ব্যক্তির বক্তৃতা শুনে রাগে ফেটে পড়তে চাইলো ফেরাউন। সে হত্যা করতে চাইলো মোমেন ব্যক্তিটিকে। কিন্তু সক্ষম হলো না। আল্লাহ্‌পাকের খাস হেফাজতে আবৃত ছিলেন তিনি। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌পাক যাঁকে হেফাজত করেন, কার সাধ্য আছে তার কেশাগ্র স্পর্শ করে?

মোমেন ব্যক্তিটি পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি নির্ভর করেছিলেন এই বলে যে, আর আমি আমার ব্যাপার আল্লাহ্‌তায়ালার হাতেই সমর্পণ করছি। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌তায়ালার দৃষ্টি রয়েছে সকলের উপর।'

ওদিকে হজরত মুসা আ.ও তাঁকে হত্যার পরিকল্পনা জানতে পেরে এই বলে সেই মহান জাতপাকের আশ্রয় প্রার্থনা করলেন যে, 'আমি আমার এবং তোমাদের পরওয়ারদিগারের আশ্রয় প্রার্থনা করছি, প্রত্যেক এরকম প্রকৃতির অহংকারী থেকে যে হিসাব নিকাশের দিবস প্রসঙ্গে অবিশ্বাসী।'

হত্যার পরিকল্পনা প্রণয়নে ব্যর্থ ফেরাউন হাল ছাড়লো না তবু। সে ঠিক করলো এখন থেকে মুসাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবার সুযোগে থাকতে হবে।

সে পুনরায় রাজ্যব্যাপী ঘোষণা করে দিলো, 'হে মিশরবাসী। তোমাদের শ্রেষ্ঠ প্রভু এবং মাবুদ আমি ছাড়া আর কেউ নয়। মুসার প্রভুতো অদৃশ্য। আর তোমাদের প্রভু আমি দেখো কী প্রচণ্ড প্রতাপ আর মহাআড়ম্বেরের সঙ্গে প্রকাশ্যেই তোমাদের সামনে বিদ্যমান।

ফেরাউনের এই ঘোষণার পর সে স্বস্তি ফিরে পেলো কিছুটা। দেখলো মিশরবাসীরা পুনরায় তার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছে। মুসা আ. এর মোজেজা দেখে যারা কিছুটা দোদুল্যমান হয়েছিলো, তারা আবার পুরোপুরি ফিরে এলো ফেরাউনের কব্জায়।

ফেরাউন প্রচণ্ড উৎসাহে তার সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে জানিয়ে দিলো, 'হে আমার কওম! আমি কি এই মিশর রাজ্যের রাজমুকুট আর সিংহাসনের অধিকারী নই? আর আমারই রাজত্বের আওতায় কি প্রবাহিত হচ্ছে না নহরগুলি। তোমরা কি দেখতে পাচ্ছো না আমার মর্যাদা এবং পরাক্রম। এখন তোমরাই সাক্ষী দাও আমিই কি উচ্চ এবং উন্নত, না ঐ ব্যক্তি যার ভাগ্যে কোনো রাজকীয় মান মর্যাদা নেই। আর ঐ ব্যক্তিতো পরিষ্কার করে কথাও বলতে পারে না। সে যদি মর্যাদাশালী হয়েই থাকে তবে কেনো তার আল্লাহ্‌ তার উপরে আকাশ থেকে স্বর্ণকংকন নিক্ষেপ করে না। ফেরেশতারাই বা দণ্ডায়মান হয়ে তাকে সম্মান জানায় না কেনো?

বারো

যাদু প্রতিযোগিতার ফলাফল দেখে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে হজরত মুসার প্রতি ইমান এনেছিলো যাদুকর দলের সবাই। ফেরাউনের রক্তচক্ষু শাসন মৃত্যুভীতি কোনোকিছুই কুফরির দিকে ফিরিয়ে নিতে পারেনি তাঁদেরকে।

কিন্তু প্রকাশ্যে না হলেও আরো বেশ কিছু ইসরাইলী যুবক ইমান এনেছিলো মোজেজা দেখে। কতিপয় কিব্‌তীও ইমান এনেছিলো। কিন্তু ফেরাউনের অত্যাচারের আশংকায় তাঁরা যাদুকরদের মতো প্রকাশ্যে ইমানের ঘোষণা দিতে পারেনি। পরে তারা হজরত মুসার কাছে গিয়ে ইমানের স্বীকৃতি দিলো। কিন্তু ফেরাউন যখন নতুন করে এই বলে কঠোর আইন জারী করে দিলো যে, ইসরাইলীদের পুত্র সন্তানগুলোকে হত্যা করা হবে এখন থেকে আর কন্যাদেরকে বাঁচিয়ে রাখা হবে দাসীবৃত্তির জন্য তখন পুনরায় ঘাবড়ে গেলো তাঁরা।

তাঁরা তখন হজরত মুসার কাছে এই বলে অনুযোগ প্রকাশ করলো যে, হে মুসা! আমরা আগে থেকেই বিপদ মুসিবত পরিবেষ্টিত ছিলাম। তোমার উপরে বিশ্বাস স্থাপন করে কিছুটা আশার আলো দেখতে পেয়েছিলাম। কিন্তু আবার দেখি বিপদ নেমে এলো আমাদের উপর। মনে হয় সামনে আরো কঠিন বিপদ অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য।

হজরত মুসা সান্ত্বনার বাণী শোনালেন তাঁদেরকে। বললেন, ‘হে আমার সম্প্রদায়। তোমরা আল্লাহ্‌পাকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করো এবং ধৈর্য ধারণ করো। নিশ্চয়ই পৃথিবীর মালিক আল্লাহ্‌ই। তিনি বান্দাগণের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা করেন, তাকেই পৃথিবীর কর্তৃত্ব প্রদান করেন। আর আল্লাহ্‌ভীরু লোকদের জন্যই রয়েছে প্রকৃত সফলতা। সেই সময় সন্নিকটে যখন তোমাদের পরওয়ারদিগার তোমাদের শত্রুদেরকে ধ্বংস করবেন। আর তোমাদেরকেই প্রদান করবেন পৃথিবীর প্রতিনিধিত্ব। তারপর তিনি দেখবেন কীরূপ আচরণে লিপ্ত হও তোমরা।’

হজরত মুসা আরো জানিয়ে দিলেন, ফেরাউনের অত্যাচার এখনও শেষ সীমানা স্পর্শ করেনি। ইসরাইলী এবং কিব্‌তী মোমেনদের জন্য এই মুহূর্তে দেশত্যাগেরও অনুমতি নেই। বরং আল্লাহ্‌পাকের পরবর্তী নির্দেশনামা না আসা

পর্যন্ত মিশরেই অবস্থান করতে হবে সকল মুসলমানকে। অতএব, প্রত্যেকে নিজ নিজ বাড়ীতেই মসজিদ বানিয়ে নাও। আর ঐ মসজিদের মধ্যেই কেবলামুখী হয়ে সবাই নিয়মিত ইবাদত বন্দেগীতে লিপ্ত হয়ে যাও। আল্লাহ্পাকের নির্দেশ এই রকমই।'

তেরো

বয়ে চলে নীলনদ নিরন্তর। আর নীলনদের স্রোতের মতোই বয়ে চলে মিশরবাসীদের জীবন। গড়িয়ে যায় সময়। একে একে আসে যায় দিন মাস বছর। বছরের পর বছর।

মিশরবাসীদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে দুটি বিশাল বিভাগ। একদিকে বনি ইসরাইল আর কতিপয় কিব্তী মোমেন। অন্যদিকে কাফের কিব্তী নাগরিকেরা। বিশ্বাসীদলের নেতৃত্বে রয়েছেন আল্লাহ্র নবী হজরত মুসা এবং হজরত হারুন। আর অবিশ্বাসীদের অভিশপ্ত নেতা মিশররাজ ফেরাউন নিজে। আলো আর অন্ধকারের দুই বিশাল স্তম্ভ এভাবে দাঁড়িয়ে আছে পাশাপাশি। কিন্তু এ অবস্থা তো স্থায়ী হতে পারে না কিছুতেই। সত্য এলেই মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হয়, নিশ্চয় নিশ্চিহ্ন হয়।

কিন্তু মেহেরবান আল্লাহ্ আরো কিছু সময় সুযোগ দিতে চান ফেরাউনকে। আল্লাহ্তায়ালার নবী হজরত মুসা ও হজরত হারুনের মাধ্যমে বার বার পৌঁছতে থাকে সত্যের দাওয়াত। আর প্রতি বারই ফিরে আসে অস্বীকৃতির আঘাত। ফেরাউন এবং তার অনুসারীরা অবিশ্বাসী অবস্থান থেকে এক চুল পরিমাণ টলতে রাজী নয়। সে বরং আগের মতোই তার খোদায়িত্বের দাবী প্রচার অব্যাহত রাখলো। চলতে লাগলো নিয়মিত হজরত মুসা ও হজরত হারুনকে অপমান করবার বিভিন্নমুখী প্রচেষ্টা। বনি ইসরাইলীদের সদ্যজাত পুত্র সন্তানদের হত্যাকাণ্ডও অনুষ্ঠিত হতে লাগলো নিয়মিত। অন্যায় অত্যাচারে বিশ্বাসী বান্দাদের কাফেলা যখন বিপর্যস্ততার শেষ সীমানায় এসে হাজির হয়েছে, তখন একদিন অহি নাজিল হলো হজরত মুসার প্রতি।

আল্লাহ্তায়ালার নির্দেশ ফেরাউনকে জানিয়ে দিলেন হজরত মুসা। জানালেন, 'অন্যায় অত্যাচার বন্ধ করে সত্য দ্বীনকে কবুল করবার শেষ সুযোগ দেয়া হয়েছে

এবার। সুযোগ গ্রহণ না করলে খুব শীঘ্রই নেমে আসবে আজাব। আল্লাহ্তায়ালার কথার অন্যথা হয় না।'

কিন্তু ফেরাউন কর্ণপাতই করলো না হজরত মুসার কথায়। তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে আগের মতোই উড়িয়ে দিতে চাইলো সবকিছু।

নির্দিষ্ট সময়েই এসে পড়লো আজাব। একের পর এক আজাবে পর্যুদস্ত হতে লাগলো ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়। কিন্তু প্রতিবারই তারা আল্লাহ্র আজাব থেকে বাঁচবার জন্য গ্রহণ করলো কুটকৌশল আর শঠতার পথ। আজাবে আক্রান্ত হলে ফেরাউন তার লোকদেরকে পাঠিয়ে দিতো হজরত মুসার কাছে। ফেরাউনের শিখিয়ে দেয়া বুদ্ধি মোতাবেক তারা আবেদন জানায় মুসার কাছে, এবার আজাব সরে গেলেই তারা ইমান আনবে। হজরত মুসা প্রতিবারই তাদের কথায় বিশ্বাস করে তাদের হেদায়েতের আশাতেই আজাব দূর করবার জন্য দোয়া করেন। সরে যায় আজাব। কিন্তু ফেরাউন ও তার সম্প্রদায় ওয়াদা ভঙ্গ করতে থাকে বারবার। বরং তারা আল্লাহ্তায়ালার আজাবগুলোকেও হজরত মুসার যাদু বলে প্রচার করতে থাকে।

দম্ভভরে আরো বলতে থাকে, 'আমরা ভালো অবস্থায় থাকারই যোগ্য। বরং মিশরে মুসা এবং হারুনের উপস্থিতিই অশুভ। আর তাদের উপস্থিতির কারণেই বার বার এদেশে নেমে আসছে গজব আজাব।'

মিশরবাসী অবিশ্বাসীদের উপর আল্লাহ্তায়ালা একে একে সাতটি আজাব নাজিল করলেন। প্রথমে নেমে এলো দুর্ভিক্ষ। তারপর শস্যহানি। তারপর তুফান। তারপর পঙ্গপালে ছেয়ে গেলো দেশ। ফেরাউনের দল পঙ্গপাল সরে গেলে ইমান আনবে বলে ওয়াদা করলে হজরত মুসা দোয়া করলেন আল্লাহ্পাকের দরবারে। তাঁর দোয়ার বরকতে পঙ্গপাল সরে গেলো। কিন্তু ফেরাউনের সম্প্রদায় এবারও অঙ্গীকার ভঙ্গ করে বসলো আগের মতো। বরং উল্টো ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে লাগলো হজরত মুসাকে। বললো তারা, 'এতো বানানো যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়। আর আমরা আমাদের বাপদাদাদের কাছ থেকে এরকম কথা কখনো শুনিনি।'

হজরত মুসা তবুও দরদ ভরা কণ্ঠে বোঝাতে চেষ্টা করেন তাদেরকে। বলেন, 'আমার প্রতিপালক হেদায়েত লাভকারীদের কথা সম্যক অবগত। তাঁদের জন্য আখেরাতেই নির্ধারিত রয়েছে পরিণাম। নিঃসন্দেহে অনাচারীরা অসফল।'

প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার পর আল্লাহ্তায়ালা আবার তাদের প্রতি আজাব নাজিল করলেন। হাজার হাজার উকুনে ভরে গেলো দেশ। ফেরাউন এবং তার অনুসারীরা উকুনের অত্যাচারে অস্থির হয়ে উঠলো। গায়ে মাথায় শরীরে কাপড় চোপড়ে এতো অসংখ্য উকুন বিচরণ করতে লাগলো যে, এক মুহূর্তের জন্য স্বস্তি পায় না তারা।

শরীরের পশম, চোখের ভ্রূ, গায়ের চামরা সবকিছু উকুনেরা কুরে কুরে খেতে শুরু করলো।

এরকম বিপদে নিরুপায় হয়ে পুনরায় তারা হজরত মুসার শরণাপন্ন হয়ে নিবেদন করলো, 'হে মুসা তুমি তোমার আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করে আমাদেরকে আজাবমুক্ত করো। আজাব কেটে গেলে আমরা এবার হেদায়েত কবুল করবো। এতে আর কোনো সন্দেহ নেই।'

হজরত মুসা আশায় বুক বাঁধলেন পুনরায়। আজাব অপসারণের জন্য দোয়া করলেন তিনি। দোয়ার বরকতে আজাব দূর হয়ে গেলো। কিন্তু অবিশ্বাসীরা আর গরজই করলো না তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষার। আশাহত হলেন হজরত মুসা। অস্বীকৃতির আঘাতে বুকের গভীরে পুনরায় সৃষ্টি হলো আশাভঙ্গের নতুন ক্ষতচিহ্ন।

কিছুদিন পর পুনরায় আজাব শুরু হলো। অবিশ্বাসীরা বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলো যেদিকে তাকানো যায় শুধু ব্যাঙই দেখা যায়। ছোটো বড় বাচ্চা বুড়ো হাজারো রকমের অজস্র ব্যাঙে ছেয়ে গেছে দেশ। এ যেনো ব্যাঙেরই রাজ্য। মানুষের নয়। বিছানা, বালিশ, আসবাবপত্র, হাঁড়ি-পাতিল, ঘর-বারান্দা, রাস্তাঘাট– সর্বত্রই শুধু ব্যাঙ আর ব্যাঙ। অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো মিশরবাসী অবিশ্বাসীরা। তারা হজরত মুসার নিকট গিয়ে অনেক কাকুতি মিনতি করে জানালো, এবার আর কথার খেলাপ করবে না তারা। আজাব সরে গেলে এবার ইমান তারা আনবেই।

নবী রসূলদের মন মানুষের দুঃখ কষ্টে গলে যায় সহজেই। হয়তো এবার সত্যি সত্যিই ভীতসন্ত্রস্ত হয়েছে কিব্‌তীরা। এবার হয়তো ইমান তারা আনবেই। হজরত মুসা আশায় বুক বেঁধে পুনরায় আজাব অপসারণের জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার কাছে দোয়া করলেন। আজাব সরে গেলো। কিন্তু কিব্‌তীরা আবারো ভঙ্গ করলো প্রতিশ্রুতি।

মর্মাহত হলেন হজরত মুসা। মানুষগুলো কি রকম। অন্তর কি তাদের পাষাণ দিয়ে গড়া? ইমানের জ্যোতির্ময় আঘাত কি সেখানে কিছুতেই প্রবেশ করতে পারে না? হায় তাদের পরিণাম কি হবে শেষ পর্যন্ত কে জানে?

কিছুদিন পর পুনরায় আজাব নেমে এলো দেশে। এবার এলো রক্ত আজাব। নীল নদ হয়ে গেলো রক্তনদী। নদীর সমস্ত মাছ মরে গেলো মুহূর্তেই। পান করার পানি খুঁজে পেলো না মিশরবাসীরা। পানি হাতে নিয়ে পান করতে উদ্যত হলেই তারা দেখতো পানি পরিণত হয়েছে তাজা রক্তে। সুতরাং পানির পিপাসায় অস্থির হয়ে উঠলো কিব্‌তী অবিশ্বাসীরা। ওদিকে কিন্তু ইসরাইলী এবং কিব্‌তী মোমেনরা এই আজাব থেকে মুক্ত রইলো সম্পূর্ণভাবে। তাদের পানি পান করতে কোনো অসুবিধাই হতো না। কিন্তু অবিশ্বাসীরা পানি পান করতে গেলেই পানি হয়ে যায় রক্ত।

নিরুপায় কাফেররা পুনরায় হজরত মুসার সঙ্গে ওয়াদা করলো যে, এবার আর গড়িমসি নয়। এবার আজাব সরে গেলেই আমরা ইমান আনবো। আর ইসরাইলীদেরও মুক্ত করে দেয়া হবে চিরদিনের জন্য।

হজরত মুসা প্রার্থনা জানালেন পুনরায়। আল্লাহ্তায়ালা তাঁর নবীর দোয়ার অসিলায় উঠিয়ে নিলেন আজাব। কিন্তু কিব্তীরা আগের মতোই অনড় রইলো কুফরীর উপরে।

চৌদ্দ

দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর অতিবাহিত হয়ে গেলো। সময়ের এই বিরাট পরিধি জুড়ে সত্য দ্বীনের দাওয়াতের কাজে নিয়োজিত রইলেন হজরত মুসা এবং হজরত হারুন। তাঁদের আহবানে সাড়া দিলেন বনি ইসরাইল গোষ্ঠিভুক্ত মানুষেরা। কিব্তীদের মধ্যেও কতিপয় মানুষ ইমান আনলেন তাঁদের প্রতি। ইমান আনলেন ফেরাউনের স্ত্রী রাজমহিষী হজরত আছিয়া। কিন্তু ফেরাউন এবং তার বিশাল অনুসারীর দল কুফরিকেই আঁকড়িয়ে থাকলো দৃঢ়তার সঙ্গে। সৎ উপদেশ, মোজেজা– কোনোকিছুই তাদেরকে প্রভাবিত করলো না এতোটুকু।

ধৈর্যের শেষ সীমানায় পৌঁছে গেলেন নবী ভ্রাতৃদ্বয়। হতাশ হলেন তাঁরা। ফেরাউন আর তার অনুসারীদের প্রতি সহানুভূতির শেষ চিহ্নটুকুও উঠে গেলো তাঁদের অন্তর থেকে। অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের ব্যঙ্গ বিদ্রূপ অত্যাচার আর শঠতা প্রবঞ্চনার আঘাতে জর্জরিত নবীদ্বয় শেষে চূড়ান্ত ফয়সালার নিবেদন করে মোনাজাত করলেন আল্লাহ্পাকের সমীপে।

হজরত মুসা এবং হজরত হারুন হাত তুললেন আল্লাহ্পাকের মহান দরবারের উদ্দেশ্যে। জানালেন আকুল আবেদন, ‘হে আমাদের আল্লাহ! আপনি ফেরাউন এবং তার অনুসারীদেরকে দান করেছেন এই পৃথিবীর বিপুল বৈভব। তা-কি এ কারণে যে, তারা মানুষকে আপনার পথ থেকে বঞ্চিত করে রাখবে। ইয়া আল্লাহ্ প্রভু পরোয়ারদিগার, তাদের সম্পদরাজিকে আপনি ধ্বংস করে দিন। আর তাদের অন্তরে স্থাপন করুন স্থায়ী মোহর যেনো তারা সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করবার অন্য কোনো সুযোগই না পায় মহাযন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সাক্ষাৎ লাভ না করা পর্যন্ত।

আল্লাহ্পাক সাড়া দিলেন তাঁর প্রিয় নবীগণের আবেদনে। জানিয়ে দিলেন তিনি, 'আমি তোমাদের দুজনের দোয়া কবুল করলাম। এখন তোমরা তোমাদের নিজেদের পথে দৃঢ়তার সঙ্গে দণ্ডায়মান হয়ে যাও। আর তাদের অনুসরণ থেকে দূরে থাকো যারা আমার কর্মপন্থা সম্পর্কে কোনো জ্ঞানই রাখে না।'

এরপর অল্পকিছুদিন অতিবাহিত হতে না হতেই পুনরায় প্রত্যাদেশ হলো হজরত মুসার প্রতি, 'এবার সময় হয়েছে। বনি ইসরাইলদেরকে নিয়ে তুমি তোমার পূর্ব পুরুষদের দেশ কেনান অভিমুখে রওয়ানা হয়ে যাও।'

হজরত মুসা সকল ইসরাইলী জনতার কাছে গোপনে পৌঁছে দিলেন এই সংবাদ। তারপর একরাত্রিতে ইসরাইলীদের বিশাল জনগোষ্ঠীকে সঙ্গে নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেলেন কেনান অভিমুখে। প্রায় ছয় লক্ষ জনতার বিশাল কাফেলা। নারী পুরুষ শিশু বৃদ্ধ সবাই একযোগে নামলেন পথে। গৃহপালিত সকল পশুও সঙ্গে নিলেন তাঁরা।

বিশাল বনি ইসরাইল বাহিনীর নেতৃত্বে রয়েছে আল্লাহ্তায়ালার দুই প্রিয় নবী হজরত মুসা ও হারুন। আল্লাহ্তায়ালার নির্দেশেই শুরু হয়েছে এই পথযাত্রা। বহু শতাব্দীর শোষণ নিষ্পেষণে জর্জরিত হবার পর আল্লাহ্পাকই এবার দিয়েছেন মুক্তির সংবাদ। ভয় নেই আর। কোনো ভয়ই নেই নবীভ্রাতৃদ্বয়ের অনুসরণে এগিয়ে চলে বিশাল কাফেলা।

শহরের সীমানা পার হয়ে শহরতলী। তারপর গ্রামের পথ। তারপর বিস্তীর্ণ প্রান্তর। নীরবে এগিয়ে চলে নির্যাতিতের বিশাল বাহিনী।

মিশর থেকে কেনান যাওয়ার পথ ছিলো তখন দুটি। একটি পথ স্থলখণ্ডের উপর দিয়ে কেনান পর্যন্ত চলে গিয়েছে। আর একটি দূরবর্তী পথ চলে গেছে লোহিত সাগরের পাড় পর্যন্ত। তারপর পথ নেই। লোহিত সাগর পাড়ি দিয়ে ওপারে যেতে হয়। সাগরের অপর পাড় থেকে শুরু হয়েছে তুর পর্বতমালা পর্যন্ত পৌঁছানোর পথ। তীহ্ বা সীনাই উপত্যকা হয়ে সে পথ চলে গেছে কেনানের দিকে।

হজরত মুসা দূরের পথটি ধরেই তাঁর সম্প্রদায়কে নিয়ে চলতে লাগলেন। সারা রাত্রি ধরে পথ চললেন তাঁরা। সকাল বেলা পৌঁছলেন লোহিত সাগরের পাড়ে। সাগর পাড়ি দিতে হবে এবার কিন্তু কীভাবে?

এমনি সময় পিছনে বহুদূর থেকে শোরগোলের আওয়াজ কানে এলো। উৎকর্ণ হয়ে শুনলেন সবাই। বুঝতে চেষ্টা করলেন ব্যাপার কি? একটু পরেই বুঝতে আর বাকী রইলো না কারো যে পিছনে পিছনে আসছে ফেরাউনের বিশাল বাহিনী।

ভীত হয়ে পড়লো বনি ইসরাইলের লোকেরা। কাকপক্ষীও যেনো টের না পায় এরকম সন্তর্পণে তো তারা বের হয়েছেন বাড়ী থেকে। প্রতিবেশী মিশরী মহিলাদের

কিছু অলংকার আর মূল্যবান কাপড় চোপড় আমানত ছিলো ইসরাইলী কোনো কোনো রমণীর নিকট। সে আমানতও তারা ফেরৎ দিতে পারেনি এজন্য যে, তাহলে তাদের দেশ ত্যাগের সংবাদ জানাজানি হয়ে যেতে পারে। নিশুতি রাতে তারা বের হয়ে এসেছে শহর ছেড়ে। সকাল না হওয়া পর্যন্ত তো এ সংবাদ কারো জানারই কথা নয়। মনে হয় নৈশ গুপ্তচরেরা রাতেই ফেরাউনকে পৌঁছে দিয়েছে এই সংবাদ আর রাতেই তারা বিরাট বাহিনী নিয়ে ধাওয়া করেছে পিছু পিছু।

ইসরাইলী জনতা ঘাবড়ে গেলো রীতিমতো। এই তো আর অল্পক্ষণের মধ্যেই ফেরাউনের বাহিনী এসে পড়বে এখানে। তারপর সবাইকে গরু ছাগলের মতো তাড়িয়ে মিশরে নিয়ে যাবে। কী উপায় এখন।

হজরত মুসার নিকট অনুযোগ জানালো তারা। বললো, 'মিশর রাজ্যে কী আর আমাদের মরার জায়গার অভাব ছিলো যে আমাদের মারবার জন্য তুমি এতদূরে এই ময়দানে নিয়ে এলে। হায় কেনো তুমি আমাদেরকে মিশর থেকে বের করে আনলে? আমরা কি আগে তোমাকে বলিনি যে, আমরা মিশরীদের খেদমতেই থাকি। ময়দানে মৃত্যুবরণ করার চেয়ে মিশরীদের খেদমত করাই তো আমাদের জন্য উত্তম ছিলো।'

হজরত মুসা সান্ত্বনা দিলেন সবাইকে। বললেন, 'শান্ত হও সকলে। আল্লাহ্‌পাকের ওয়াদা সত্য। তিনি অবশ্যই তোমাদেরকে নাজাত দিবেন এবং পরিশেষে তোমরাই সফলকাম হবে।'

হজরত মুসা আল্লাহ্‌পাকের দরবারের উদ্দেশ্যে হাত উঠালেন। বিপদমুক্তির জন্য সাহায্য প্রার্থনা করলেন আল্লাহ্‌তায়ালার।

প্রত্যাদেশ হলো, 'তোমার লাঠি দিয়ে সাগরের পানির উপর আঘাত করো। সাগরের মাঝখান দিয়ে পথ হয়ে যাবে।'

আল্লাহ্‌তায়ালার নির্দেশ অনুযায়ী হজরত মুসা সাগরের পানিতে তাঁর লাঠি দিয়ে আঘাত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সাগরের পানি দুদিকে দেয়ালের মতো দাঁড়িয়ে গেলো। মাঝখানে দেখা দিলো শুকনো পথ। সাগরের এপার থেকে ওপার পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে আছে এই অলৌকিক পথটি।

হজরত মুসার নির্দেশে বনি ইসরাইলদের বিশাল জনতা সেইপথ ধরে এগিয়ে চললো সামনের দিকে। দুপাশে বিরাট উচু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ পানির দেয়াল। আর তার মাঝ দিয়ে সাগরের শুকনো রাস্তা ধরে এগিয়ে চলেছে বনি ইসরাইলের নরনারী, শিশু বৃদ্ধ-আপামর জনতা। আর তার সাথে সাথে নিশ্চিন্তে নির্ভয়ে পথ চলছে তাদের গৃহপালিত পশুগুলো।

ইতোমধ্যে ফেরাউনও তার বিশাল বাহিনী নিয়ে সাগর পাড়ে এসে থমকে দাঁড়ালো। তারাও তাজ্জব হয়ে দেখলো সাগরের বুক চেরা এই অলৌকিক পথের

চিহ্ন। দূরে দেখা যায় এপথ ধরেই পালিয়ে যাচ্ছে বনি ইসরাইলেরা। ফেরাউন দেরী করলো না আর। সেও নেমে পড়লো নতুন পথে তার সঙ্গে নেমে পড়লো তার বিরাট বাহিনী। আর বেশী দূর নয়। দেখাই যাচ্ছে ইসরাইলীদের। একটু জোরে চললেই ওদেরকে পাকড়াও করা যাবে। আরো দ্রুত পথ চলতে থাকে ফেরাউনেরা। দুপাশে পানি তরঙ্গবিক্ষুব্ধ দেয়াল। কী ভয়ংকর! ফেরাউন বাহিনীর নজর নেই সেদিকে। তাদের একমাত্র লক্ষ্য– পাকড়াও করতে হবে ইসরাইলীদের যে করেই হোক।

সাগরের অপর পাড়ে যখন হজরত মুসা তাঁর সমস্ত অনুসারীদের নিয়ে উঠে গেলেন ফেরাউন বাহিনী তখন মাঝ দরিয়ায়। আল্লাহ্পাকের আদেশে তখন সাগর ধারণ করলো তার আসল রূপ। তরঙ্গবিক্ষুব্ধ পানির দেয়াল ভেঙে পড়লো নিমিষেই। অতল সাগরের পানিতে নিমজ্জিত হলো ফেরাউন আর তার অনুসারীরা। চিরদিনের জন্য পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো অবিশ্বাসীরা। পূর্ণ হলো আল্লাহ্তায়ালার প্রতিশ্রুতি।

পনেরো

কিছুক্ষণ পর সাগরের পানিতে ভেসে উঠলো অসংখ্য লাশ। ফেরাউন ও তার অনুসারীদের লাশগুলো ভাসতে ভাসতে সাগরের তীরে ঠেকতে লাগলো। কী দুর্ভাগ্য তাদের। দুনিয়ার জীবনেই তাদের জন্য নেমে এলো অপমানজনক মৃত্যু। আখেরাতের জন্যও জমা রইলো অন্তহীন শাস্তি।

ফেরাউন অবশ্য সাগরের পানিতে নিমজ্জিত হবার সময় চিৎকার করে বলেছিলো, 'আমি একথার উপর ইমান আনলাম যে, সেই সত্তা ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই যাঁর প্রতি ইমান এনেছে বনি ইসরাইলেরা এবং আমিও তাঁর অনুগত বান্দাগণের মধ্যেই আছি।' কিন্তু ভয়াবহ ঢেউয়ের আঘাতে তৎক্ষণাৎ মিলিয়ে গিয়েছিলো তার কণ্ঠস্বর। কারণ, আল্লাহ্ায়ালার নিয়ম এইযে, আজাব শুরু হয়ে যাওয়ার পর ইমান গ্রহণ করা হয় না। স্বাভাবিক মৃত্যুর বেলাতেও একই নিয়ম, মৃত্যুযন্ত্রণা শুরু হয়ে গেলে কাফেরদের ইমানের স্বীকৃতি অথবা গোনাহ্গার মোমেনদের তওবা– কোনটিই গৃহীত হয় না আল্লাহ্তায়ালার দরবারে।

ভীতিমিশ্রিত আনন্দে আন্দোলিত হতে থাকেন হজরত মুসা ও হজরত হারুন। কৃতজ্ঞতার নূরে ভরে যায় তাঁদের হৃদয়। আল্লাহ্‌তায়ালার আজাব কতো কঠোর। অবিশ্বাসীদের পরিণাম কী ভয়াবহ। নিমজ্জনের আগে কতো প্রতাপশালী ছিলো তারা। ছিলো বাদশাহ্‌। মন্ত্রী। দরবারী। রাজপুরুষ। আভিজাত্যের অহংকারে অহংকারী। ছিলো কতো প্রাসাদ, বাগবাগিচা, ধনসম্পদ আর ভূসম্পত্তির মালিক। আর এখন তারা অগণিত লাশ হয়ে ভাসছে লোহিত সাগরের পানিতে। কী কৌশলে তাদেরকে তাদের প্রাসাদ, সম্পদ, নিকটজন থেকে বিচ্ছিন্ন করে এনে এই সাগরে ডুবিয়ে মারলেন আল্লাহ্‌তায়ালা। সোবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সোবহানাল্লহিল আজীম।

ফেরাউন সম্প্রদায়ের লাশগুলো দেখে আনন্দ উল্লাসে ফেটে পড়লো বনি ইসরাইলেরা। আনন্দের তোড়ে মুহূর্তের মধ্যেই তারা বের হয়ে গেলো আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধের দায়িত্ব থেকে। মহিলারা শুরু করে দিলো সঙ্গীত। ঢোল করতাল বানিয়ে হৈ চৈ আর আনন্দে মত্ত হয়ে গেলো নারী পুরুষ সকলেই। হজরত মুসা এবং হজরত হারুনের কথাও তারা ভুলে গেলো কিছুক্ষণের জন্য।

আনন্দের উত্তাপ নিভে এলে হজরত মুসা তাদেরকে ডেকে বললেন, 'শোনো আমার সম্প্রদায়, আল্লাহ্‌পাক আমাকে তোমাদের নিকট জানিয়ে দিতে বলেছেন তাঁর নতুন আদেশ। আল্লাহ্‌তায়ালা বলেছেন, 'হে মুসা তুমি তোমার কওমকে জানাও, আমিই সেই সত্তা যিনি তোমাদেরকে এই মহাবিপদ থেকে নাজাত দিয়েছি। অতএব তোমরা আমারই প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো এবং আমার ইবাদত করো।'

শান্ত হলো বনি ইসরাইলেরা। হজরত মুসা সবাইকে সামনের দিকে অগ্রসর হবার নির্দেশ দিলেন।

আবার শুরু হলো পথ চলা। নিশ্চিন্ত পদবিক্ষেপে তুর ময়দান অতিক্রম করতে লাগলো কাফেলা। ময়দান পেরিয়ে সীনাই উপত্যকায় যখন উপস্থিত হলো সবাই, তখন তারা দেখলো এখানকার স্থানীয় কিছু অধিবাসী তাদের মন্দিরে মূর্তি পূজায় রত।

কিছু লোক তখন হজরত মুসার নিকটে এই বলে আবেদন করলো যে, 'হে মুসা এখানকার মন্দিরের মূর্তিগুলোর মতো আমাদেরকেও কিছু মূর্তি বানিয়ে দাও। তাহলে আমরাও এদের মতো পূজা করতে পারবো।'

এদের কথা শুনে রাগান্বিত হলেন হজরত মুসা। কঠোরভাবে তিরস্কৃত করলেন তাদেরকে। বললেন, 'তোমরা তো নিতান্তই দুর্ভাগা দেখছি। তোমরা আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহ ভুলে মূর্তিপূজার প্রতি ধাবিত হতে চাও। অথচ তোমরা তোমাদের নিজ চোখেই দেখেছো আল্লাহ্‌তায়ালার মহান নিদর্শন।'

হজরত মুসা এবং হারুন চিন্তিত হয়ে পড়লেন তাঁদের কওমের জন্য। বুঝলেন তারা, প্রায় চারশ বছরের গোলামী আর মূর্তিপূজক মিশরবাসীদের সাথে মেলামেশার প্রভাব কতো গভীর। এদেরকে সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে। ফিরিয়ে আনতে হবে তাদের ইমানী কুওত। কিন্তু কতোদিন যে অপেক্ষা করতে হবে এর জন্য কে জানে?

ষোল

দিগন্ত বিস্তৃত মরুভূমি। যেনো ঝলসে যাচ্ছে সমস্ত প্রকৃতি। তৃণবৃক্ষহীন এই বিশাল প্রান্তরে এসে থামলো বনি ইসরাইলদের কাফেলা। এ প্রান্তরের নাম তীহ্ প্রান্তর। প্রান্তরের শেষ সীমানা গিয়ে ঠেকেছে তুর পাহাড়ের পাদদেশে। বিরাট বিস্তৃত তীহ্ প্রান্তরের সঙ্গে মিশে আছে বিস্তীর্ণ সীনাই উপত্যকা।

ধারে কাছে কোথাও জনবসতির চিহ্ন নেই। না পানি। না খাদ্য। কোনোকিছুরই ব্যবস্থা নেই এখানে। তার উপর মধ্যাহ্নের খররৌদ্রে বয়ে যাচ্ছে তপ্ত বাতাস।

তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠলো বনি ইসরাইলেরা। হজরত মুসার নিকট ফরিয়াদ জানালো তারা। বললো, 'এ কেমন জায়গা। পিপাসায় ছটফট করছি আমরা সবাই। অথচ কাছে কোথাও পানির চিহ্নই দৃষ্টিগোচর হয় না। পানি না পেলে পিপাসায় ছটফট করতে করতেই তো মরতে হবে আমাদেরকে।'

হজরত মুসা আ. আল্লাহ্তায়ালার দরবারে পানির জন্য প্রার্থনা জানালেন। আল্লাহ্তায়ালা আদেশ করলেন, 'তোমার হাতের লাঠি দিয়ে পাথরে আঘাত করো।'

আল্লাহ্তায়ালার নির্দেশ মতো হজরত মুসা একটি প্রস্তরখণ্ডে আঘাত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে পাথর থেকে প্রবাহিত হতে শুরু হলো বারোটি ঝর্ণা।

বনি ইসরাইলেরা ছিলো বারোটি গোত্রে বিভক্ত। এক এক গোত্র লাভ করলো এক একটি ঝর্ণার অধিকার।

পিপাসা নিবৃত্ত করে বনি ইসরাইলেরা আরজ করলো, 'এই প্রখর রোদে কী করে এখানে তিষ্ঠানো সম্ভব। আমাদের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করা হোক।'

হজরত মুসা আবার প্রার্থনা জানালেন আল্লাহ্তায়ালার কাছে। আল্লাহ্পাকের কী সীমাহীন মেহেরবানি। মুহূর্তের মধ্যে সারি সারি মেঘ এসে জমলো আকাশে। আর মেঘের ছায়ায় নিশ্চিন্ত মনে বিচরণ করতে লাগলো বনি ইসরাইলেরা। তারা যখন যেদিকে যায় মেঘমালাও সেদিকে তাদের সাথে সাথে বিচরণ করে যেনো সূর্যের উত্তাপ তাদের কষ্ট দিতে না পারে।

আর দেখতেও কী অপরূপ মেঘগুলো। সাধারণ মেঘের মতো নয়। এ মেঘের ছায়ায় যেনো জমা হয়ে আছে রহমতের জান্নাতী শীতলতা।

এবার আহার্যের বন্দোবস্ত করতে হয়। সবাই ক্ষুধার্ত। বনি ইসরাইলেরা হজরত মুসা আ. এর কাছে খাদ্যের ব্যবস্থা করার জন্য ফরিয়াদ জানালো।

দয়াল নবী মুসা খাদ্যের জন্য দোয়াপ্রার্থী হলেন। আল্লাহ্পাক জানালেন, 'হে মুসা তোমার দোয়া কবুল করা হলো। বিচলিত হয়ো না। আমি অদৃশ্য স্থান থেকে সবকিছুর ব্যবস্থা করছি।'

হজরত মুসা তাঁর সম্প্রদায়ের লোকজনকে জানালেন, 'ধৈর্যধারণ করো। আল্লাহ্তায়ালার অদৃশ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে তোমাদের আহারের আয়োজন করা হবে।'

আহারের অপেক্ষায় বসে থাকলো বনি ইসলাইলেরা। দিন গেলো। সন্ধ্যা হলো। এলো রাত। রাতে অবসন্ন শরীর নিয়ে আর বসে থাকতে পারলো না তারা। নিদ্রাভিভূত হলো সকলে।

সকালে সবিস্ময়ে দেখলো সবাই, বিস্তৃত ময়দান জুড়ে পড়ে আছে শিশিরের মতো স্বচ্ছ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য বরফখণ্ডের স্তুপ। সবাই শাদা বিচিত্র বরফখণ্ডগুলি সংগ্রহ করলো। তারপর মুখে দিয়ে দেখলো মিষ্ট হালুয়ার মতো– বরং তার চেয়ে অনেক বেশী সুস্বাদু বস্তুগুলি। আল্লাহ্তায়ালা এই বস্তুগুলি তাদের খাদ্য হিসেবে রাত্রিকালে আকাশ থেকে বর্ষণ করেছেন। এই সুস্বাদু খাদ্যের নাম মান্না। বনি ইসরাইলেরা সবাই পরম তৃপ্তির সঙ্গে মান্না আহার করলেন।

এদিকে বেলা বাড়ার সাথে সাথে ঘটলো আর এক বিচিত্র ব্যাপার। দেখলো সবাই, শুরু হয়েছে প্রবল দখিনা বাতাস। আর সে বাতাসের সাথে কোত্থেকে যেনো উড়ে এসেছে লক্ষ লক্ষ ভরত পাখি। বিশাল পরিধি জুড়ে পাখিগুলো উড়ছে। একেবারে হাতের নাগালের মধ্যে পাখিগুলো উড়ে উড়ে আসছে। বনি ইসরাইলেরা পাখিগুলো ধরে ফেললো। তারপর, পাখির গোশত্ ভেজে প্রস্তুত করলো আহার্য। এও এক বিস্ময়কর ব্যাপার বটে। আল্লাহ্তায়ালার বিরল অনুগ্রহ। পাখির গোশত্ এতো সুস্বাদু হয়, তা আগে কোনোদিন কল্পনাই করতে পারেনি তারা। পাখিগুলোর নাম সালওয়া।

এভাবেই বিবর্তিত হতে লাগলো রাত দিন। রাতের আকাশ থেকে বর্ষিত মান্না আর সকালের বায়ুতাড়িত সালওয়া পাখির ঝাঁক– এই হলো অনায়াসলব্ধ অন্ন। প্রখর রৌদ্রতাপ থেকে বাঁচিয়ে রাখে শীতল মেঘের মনোহর আচ্ছাদন। আর পিপাসা ও অন্যান্য প্রয়োজন পূরণের জন্য বারোটি গোত্রের বারোটি ঝর্ণাতো রয়েছেই।

আবার কিছুদিন পরে যখন সকলের পরিধেয় বস্ত্র ছিঁড়ে যেতে শুরু করলো তখন নতুন বস্ত্রের জন্য সবাই শরণাপন্ন হলো হজরত মুসার। হজরত মুসা মোনাজাতের মাধ্যমে আল্লাহ্তায়ালার তরফ থেকে বস্ত্র সংগ্রহেরও ব্যবস্থা করে দিলেন। নতুন প্রাপ্ত বস্ত্রগুলি অলৌকিক গুণসম্পন্ন। যে যে বস্ত্রই গায়ে দেয় সেটিই তার শরীরে পুরোপুরি মানিয়ে যায়। আর বিচিত্র ব্যাপার এই যে, শিশুরা যখন আস্তে আস্তে বড় হতে থাকে, তখন তাদের সাথে মাপ ঠিক রেখে জামা কাপড়ও বেড়ে যায়। তাছাড়া এই বিচিত্র পোশাকগুলো কখনো পুরানোও হয় না। ছিঁড়েও যায় না। কী অপার মেহেরবানি মহান আল্লাহ্তায়ালার। তিনি ছাড়া প্রশংসা তবে আর কার?

এভাবেই বেহেশতি আনন্দের মধ্য দিয়ে কেটে যাচ্ছিলো বনি ইসরাইলদের দিনকাল। নিরবচ্ছিন্ন শ্রমহীন সুখের জীবন। অনাস্বাদিত পানাহার। আর নিরর্গল নিরাপত্তা।

কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন সুখ যেনো তাদের কারো কারো ভালো লাগে না। মানুষের এই বিচিত্র ব্যবহার বিস্ময়করই বটে। তারা একদিন হজরত মুসার নিকট আবদারের সুরে বললো, 'আমরা প্রতিদিন এক রকমের খাদ্য খেয়ে বিরক্ত হয়ে গিয়েছি। তুমি তোমার প্রতিপালকের কাছে প্রার্থনা জানাও, তিনি যেনো আমাদেরকে শাকসবজি, ক্ষিরাই, ককড়ি, মশুর, রসুন, পিয়াঁজ– এ সমস্ত জমিনজাত খাদ্যের ব্যবস্থা করে দেন। মান্না সালওয়া আমাদের আর না হলেও চলে।'

লোকজনদের কথা শুনে রেগে গেলেন হজরত মুসা। বললেন, 'কেমন আশ্চর্য রকমের আহাম্মক তোমরা! উত্তম আহার্যের বদলে তোমরা নিকৃষ্ট আহার্যের প্রত্যাশী। আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহের প্রতি অকৃতজ্ঞ তোমরা। তোমরা যে সমস্ত খাদ্যের আকাঙ্খী তাতো আল্লাহ্তায়ালার কাছে চাইবার প্রয়োজন পড়ে না। যে কোনো শহর জনপদে চলে গেলেই তোমরা যা চাইছো তা প্রচুর পরিমাণে পেয়ে যাবে।'

হজরত মুসা আ. এর ক্রোধান্বিত অবস্থা দেখে সংযত হলো বনি ইসরাইলেরা। হজরত মুসাও আশ্বস্ত হলেন আপাততঃ। সময় যাচ্ছিলো এভাবেই।

হজরত মুসার হঠাৎ স্মরণ হয়, আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে ইতোপূর্বে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, ফেরাউনি শাসনের শৃঙ্খল থেকে যখন মুক্ত হয়ে যাবে বনি ইসরাইলীরা, তখন তাদেরকে শরীয়ত প্রদান করা হবে। মনে হয়, এখন সেই সময় সমুপস্থিত। নতুন শরীয়তের সম্পদ লাভের সুযোগ সন্নিকটে।

হজরত মুসা আল্লাহ্তায়ালার নির্দেশের প্রতীক্ষা করতে থাকেন।

সতেরো

এতো তুর পাহাড়ের চূড়া। ঐ পাহাড়েই এক অবিস্মরণীয় রাতে আগুন সংগ্রহ করতে গিয়েছিলেন তিনি। আগুনের বদলে পেয়েছিলেন নবুয়ত। দর্শন করেছিলেন আল্লাহ্তায়ালার বিরল তাজাল্লির জ্যোতিচ্ছটা। প্রিয়তম প্রভুর বাক্যালাপে ধন্য হয়েছিলেন। ঐ পাহাড়ের স্মৃতি, ঐ পাহাড়ের প্রেম বুকের সমস্ত সীমানা জুড়ে জ্বালিয়ে রেখেছে অনির্বাণ অনল।

মিশর থেকে হিজরত করে সেই প্রেমদগ্ধ পাহাড়ের কাছেই আসতে হয়েছে আবার। দূর থেকে ঐ অলৌকিক মায়াময় পাহাড় দৃষ্টিকে দখল করে রাখে প্রায় সারাক্ষণ। আর মনকেও করে রাখে উচাটন। প্রিয় প্রভুর একান্ত সন্নিধানে গোপন বাক্যালাপের সৌভাগ্য কবে হবে আবার কে জানে।

প্রেমাস্পদ প্রভুর একান্ত আলাপনের তাড়নায় অস্থির হয়ে পড়েন হজরত মুসা। সহসা একদিন তাঁর অন্তরে অনুভূত হলো নতুন প্রত্যাদেশ। তুর পাহাড়ে উপস্থিত হবার অনুমতি পেলেন তিনি।

তৎক্ষণাৎ বনি ইসরাইল জনতাকে একত্রিত করে হজরত মুসা জানিয়ে দিলেন একথা, 'শোনো সবাই। আল্লাহ্তায়ালার নির্দেশ– তুর পাহাড়ে এতেকাফ করতে হবে আমাকে– একমাসের জন্য। একমাস পরেই আমি তোমাদের কাছে ফিরে আসবো। হারূন তোমাদের কাছেই থাকবেন। তোমাদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব তাঁর উপরেই ন্যস্ত রইলো।'

তুর পাহাড়ের পাদদেশে উপস্থিত হলেন হজরত মুসা। মহান আল্লাহ্তায়ালার সঙ্গে বাক্য বিনিময়ের দুর্লভতম মুহূর্ত সামনে। এজন্য এখানেই অবস্থান করতে হবে এক মাস।

হজরত মুসা রোজা রাখলেন। রোজা অবস্থাতেই কাটিয়ে দিলেন অসহনীয় দীর্ঘ একটি মাস। দীর্ঘ এক মাসের উপবাসের ফলে মুখে দুর্গন্ধ অনুভূত হচ্ছিলো। দুর্গন্ধ দূর করবার জন্য একখণ্ড সুগন্ধিযুক্ত গোশতের টুকরা চিবোলেন তিনি।

তৎক্ষণাৎ আল্লাহ্পাক অহির মাধ্যমে সতর্ক করে দিলেন তাঁকে, 'তুমি আমার সঙ্গে বাক্যালাপের আগেই রোজা ভেঙে ফেললে কেনো।'

হজরত মুসা আরজ করলেন, 'প্রভু পরওয়ারদিগার দুর্গন্ধযুক্ত মুখ দিয়ে আপনার সঙ্গে বাক্যালাপ করি কি করে।'

পুনরায় অহি হলো, 'তোমার এতেকাফের সময়সীমা আরো দশদিন বাড়িয়ে দাও। তুমি কি জানো না রোজাদারদের মুখের দুর্গন্ধ আমার কাছে মেশকের সুগন্ধ অপেক্ষা বেশী প্রিয়।'

আরো দশদিন অতিবাহিত করতে হলো। এভাবে যখন চল্লিশ দিন চল্লিশ রাত্রি কেটে গেলো তখন শুরু হলো আল্লাহ্তায়ালার আর তাঁর প্রিয় পয়গম্বর হজরত মুসার একান্ত নিভৃত আলাপন। মহোপ্রেমিক মুসা আর তাঁর পরম আরাধ্য প্রেমময় প্রভুর প্রেমদগ্ধ মোহনীয় মিলন। প্রেমিক পতঙ্গের মতো আগুনের লেলিহান শিখায় ঝাঁপ দিয়েছেন তিনি। এ আগুনে পুড়ে মরার আনন্দ লক্ষ কোটি জীবনের চেয়ে বেশী। বরং প্রকৃত জীবন যে এই আগুনে পুড়ে মরার পরেই পাওয়া যায়।

ইশকের মহাসমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন প্রেমিক নবী। প্রেমের ভয়াবহ তরঙ্গতাণ্ডবের লীলায় হৃদয় তরণী বেসামাল প্রায়। কখনো ডুবছে, কখনো ভাসছে কিশতীর নিরুপায় অস্তিত্ব। এ মহাসমুদ্রে নিমজ্জনের পরেই আসে উদ্ধারের অধ্যায়। এসমুদ্রের লক্ষ কোটি ঢেউয়ের আঘাতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার পরেই পাওয়া যায় নিরাপদ নিবাসের সংবাদ।

হজরত মুসা বললেন, 'আপনার বাণী শুনতে পাই শুধু। আপনাকেতো দেখি না। দেখা দিন। দীদারে জামাল প্রকাশ করুন। আমি আপনাকে দেখি।'

উত্তর হলো, 'না। দেখতে পাবে না আমাকে। আচ্ছা তবে দেখো এই পাহাড়ের উপর আমি আমার জাতের নূরের তাজাল্লি নিক্ষেপ করছি। দেখো দেখতে পারো কিনা?

তুর পাহাড়ের এক প্রান্তে মুহূর্ত মধ্যে নিক্ষিপ্ত হলো আল্লাহ্তায়ালার নূরের তপ্ততীক্ষ্ণ তাজাল্লির ঝলক। পাহাড় চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেলো সঙ্গে সঙ্গে। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় মাটিতে পড়ে রইলেন হজরত মুসা।

যখন সংজ্ঞা ফিরে এলো তাঁর, তিনি নিবেদন করলেন, 'হে আমার প্রেমময় প্রভু– আপনি পবিত্র প্রশংসিত। আমি তওবা করছি এবং অগ্রগামী বিশ্বাসীদের দলভুক্তও আছি।'

ইশকের উচ্ছ্বাস থেকে আল্লাহ্তায়ালা তাঁর প্রেমিক নবীকে এবার নিয়ে এলেন শরীয়তের দায়িত্ব বহনের সীমানায়। দান করলেন আসমানী কিতাব তাওরাত শরীফ। আদেশ করলেন হজরত মুসাকে, 'এই কিতাবের আহকামের উপরে

দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত থেকো এবং তোমার সম্প্রদায়কে জানিয়ে দিয়ো তারাও যেনো এ কিতাবের নির্দেশ অনুযায়ী আমল করে। আমল এমনভাবে করে যেনো আল্লাহ্তায়ালার অধিক নৈকট্যধারী আমলগুলো অন্যান্য আমল অপেক্ষা বেশী প্রাধান্য লাভ করে। আমি এই কিতাবে তোমার ধর্মীয় ও পার্থিব সকল কল্যাণকর বিষয়গুলো সন্নিবেশ করেছি। আর হালাল এবং হারাম, প্রশংসনীয় এবং নিন্দনীয় বিষয়সমূহ স্পষ্টরূপে বিবৃত করেছি এবং এটাই হচ্ছে আমার শরীয়ত।'

আঠারো

অপেক্ষা করে করে এক মাস কেটে গেলো। হজরত মুসা ফিরে এলেন না। বনি ইসরাইলের লোকেরা ব্যস্ত হয়ে পড়লো। নানা প্রকার জল্পনা কল্পনা শুরু হলো তাদের মধ্যে। এই সুযোগে সামেরী ঘটিয়ে বসলো এক চরম অঘটন।

সামেরী মুসলমানই ছিলো। কিন্তু খাঁটি মুসলমান ছিলো না। বাইরে বাইরে মুসলমানদের মতোই ছিলো তার আচরণ। কিন্তু অন্তর ছিলো শিরিকের অপবিত্রতায় ভরপুর।

হজত মুসার তুর পাহাড় থেকে ফিরতে দেরী হচ্ছে দেখে সে এক শয়তানী চাল চাললো। বললো সবাইকে, 'তোমাদেরকে আমি একটি কল্যাণজনক কাজ করে দিতে পারি। তোমরা এক কাজ করো। মিশরবাসীদের যে সমস্ত অলংকার তোমাদের কাছে রক্ষিত আছে সেগুলি আনো আমার কাছে। তারপর দেখো আমি কি করি।'

সামেরীর কথা শুনে মেতে উঠলো অনেকেই। তারা মিশরবাসীদের অলংকারগুলি নিয়ে এসে সামেরীর সামনে জমা করলো। সামেরী সেগুলোকে আগুনের ভাটিতে গলিয়ে একটি গো-বৎসের মূর্তি তৈরী করলো। তারপর তার নিজের থলি থেকে বের করলো এক মুঠো মাটি। তারপর মাটিটুকু সে স্থাপন করলো বাছুরের মূর্তিটির ভিতরে। মাটি স্থাপনের পর পরই বাছুরের মূর্তিটির মধ্যে প্রাণের কিছু লক্ষণ দেখা গেলো। বাছুরের মূর্তিটি জীবন্ত বাছুরের মতো হাম্বা হাম্বা আওয়াজ করতে লাগলো।

সামেরী তখন মহাখুশী। মহাজ্ঞানীর মতো ভাব করে সে তখন সকলকে উদ্দেশ্য করে বললো, 'মুসা তো বিরাট ভুলের মধ্যে পড়েছেন। তিনি আল্লাহ্র

সন্ধানে তুর পাহাড়ে গিয়েছেন। অথচ তোমাদের আল্লাহ্ তো এখানেই রয়েছে। এই বাছুরের পূজা করলেই তোমরা আল্লাহ্ পেয়ে যাবে। এটাই সহজ পথ।'

বনি ইসরাইলদের অধিকাংশ লোকদের মন মানসিকতায় জমাট অন্ধকারের মতো চেপে বসেছিলো শতাব্দীব্যাপী গোলামীর প্রভাব। তারা সারাজীবনই দেখে এসেছে তাদের ভূস্বামী মিশরবাসী প্রভুরা কতো জাঁকজমকের সাথে বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা করে। তাদের এক সম্মানিত বৃহৎ দেবতার মুখ ছিলো গাভীর মতো। তাই অবচেতনভাবে গাভী দেবতার প্রভাব তাদের অন্তরে এতোদিন বদ্ধমূলভাবে চেপে বসেছিলো। সামেরী সে সুযোগ গ্রহণ করে সহজেই অধিকাংশ বনি ইসরাইলকে তাই গোমরাহ করতে পারলো।

হজরত হারুন শিরিকের এই ভয়াবহ পথ অবলম্বনের ক্ষতিকর পরিণতির কথা বলে সাবধান করে দিলেন সবাইকে। অনেক করে বোঝালেন, শিরিকের পথ ইমানের বিপরীত পথ। এতে নিশ্চিত ধ্বংস ছাড়া আর কিছু নেই। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। বাছুর প্রেমিকরা হজরত হারুনের কথায় কর্ণপাত করলো না।

বরং তারা বললো, 'আমরা যা করছি তাই করতে থাকবো। মুসা ফিরে না আসা পর্যন্ত কিছুতেই আমরা নিবৃত্ত হবো না একাজ থেকে।

উনিশ

তুর পাহাড়ে আল্লাহ্তায়ালার সঙ্গে হজরত মুসা আ. এর কথোপকথন চলছিলো।

আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে শেষ পর্যায়ে জানালেন, 'হে মুসা। নিঃসন্দেহে আমি মানুষের উপর পয়গম্বরী এবং বাক্যালাপের দ্বারা তোমাকে বিশেষত্ব দান করেছি এবং তোমাকে মনোনীত করে নিয়েছি। অতএব, আমি তোমাকে যে কিতাব দান করেছি তাকে গ্রহণ করো এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী হও। আমি তোমার জন্য তাওরাতের ফলকগুলির উপর সর্বপ্রকারের উপদেশ এবং প্রত্যেক বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করে দিয়েছি। অতএব, একে মজবুতভাবে ধারণ করো এবং

তোমার কওমকে আদেশ করো তারা যেনো এর মধ্য থেকে উত্তম বিষয়গুলি পালন করে। অচিরেই আমি তোমাদেরকে অবাধ্যদের আবাসস্থল দেখাবো।'

প্রিয়তম প্রভুর সঙ্গে কথোপকথনের জ্যোতির্ময় অধ্যায়ে নেমে এলো যবনিকা। এবার বিদায়ের পালা। কয়েকটি তক্তার ফলকে লিখিত সম্পূর্ণ তাওরাত শরীফ গ্রহণ করলেন হজরত মুসা। তারপর নেমে এলেন পবিত্র পাহাড় থেকে। আনন্দিতচিত্ত তিনি। ধন্য তিনি আল্লাহ্তায়ালার অপার অনুগ্রহ মহাগ্রন্থ তাওরাত শরীফ লাভ করে।

কিন্তু মহাবিস্ময় অপেক্ষা করছিলো তাঁর জন্য। আল্লাহ্পাক তাঁর কওমের গোমরাহীর কথা জানিয়ে দিলেন তাঁকে।

আল্লাহ্তায়ালা প্রশ্ন করলেন, 'হে মুসা তুমি তোমার কওমকে ছেড়ে এখানে আসার ব্যাপারে অতো ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলে কেনো?'

হজরত মুসা আরজ করলেন, 'হে আমার প্রিয়তম প্রভু। আমার ইচ্ছা ছিলো আমি এখানে তাড়াতাড়ি পৌঁছে আমার কওমের জন্য হেদায়েত গ্রহণ করবো।'

আল্লাহ্তায়ালা বললেন, 'যাদের জন্য তুমি হেদায়েত চাও তারা তো গোমরাহীর মধ্যে লিপ্ত হয়ে পড়েছে।'

আল্লাহ্তায়ালা তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের গোমরাহীর বিস্তারিত বিবরণ জানিয়ে দিলেন তাঁর প্রিয় নবীকে।

হজরত মুসা ছিলেন উষ্ণস্বভাবসম্পন্ন রসূল। কওমের গোমরাহীর সংবাদ জানতে পেরে রোষান্বিত হয়ে পড়লেন তিনি। তাছাড়া সকল নবীগণের জন্যই শিরিকের প্রসঙ্গ অসহনীয় ব্যাপার।

বনি ইসরাইলদের কাছে ফিরে এসে তিনি প্রায় চিৎকার করে বললেন, 'একি করলে তোমরা। আমার ফিরে আসতে এমন কি বিলম্ব হয়ে গিয়েছিলো যে, তোমরা এরকম অনর্থ ঘটাতে গেলে?

ক্রোধে কাঁপছিলেন হজরত মুসা। তাঁর কম্পমান হাত থেকে তাওরাতের ফলকগুলি মাটিতে পড়ে গেলো ।

বাছুর পূজারী বনি ইসরাইলদের হুঁশ ফিরে এলো মনে হয়। তারা সাফাই গাইতে লাগলো এই বলে যে, 'আমাদের কোনো দোষ নেই। মিশরবাসীদের যে সমস্ত অলংকার আমরা বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিলাম সামেরী সে সমস্ত চেয়ে নিয়ে এই বাছুরের মূর্তিটি তৈরী করেছে। আর আমাদেরকেও গোমরাহ্ করে দিয়েছে।'

হজরত মুসার এবার সব ক্ষোভ ক্রোধ গিয়ে পড়লো ভ্রাতা হারূনের প্রতি। তিনি হজরত হারূনের ঘাড় ধরে ফেললেন আর দাড়ির দিকেও হাত বাড়ালেন।

হজরত হারূন বললেন, 'হে আমার সহোদর ভ্রাতা, আমি নির্দোষ। আমি তাদেরকে বাছুর পূজা থেকে বিরত রাখবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু কিছুতেই তারা আমার কথায় আমল দিলো না। বরং বললো, মুসা ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা তোমার কোনো কথাই শুনবো না। তারা একাকী পেয়ে আমাকে হত্যার ষড়যন্ত্র পর্যন্ত করেছিলো। আমি তো তাদের সঙ্গে যুদ্ধই শুরু করতাম। শুধু এই ভেবে যুদ্ধ থেকে বিরত হয়েছি যে, পরে আমার উপর এই অপবাদ আসতে পারে যে, তোমার অনুপস্থিতিতে আমি কওমের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে দিয়েছি। এই কারণে আমি তোমার আগমনের অপেক্ষায় ছিলাম। প্রিয় ভ্রাতা। তুমি আমর মাথার চুল ধরে টেনো না এবং দাড়িও ধরো না। এতে যে অন্যেরা উৎফুল্ল।'

হজরত হারূনের কথা শুনে তাঁর উপর থেকে রাগ কমে গেলো হজরত মুসার। তিনি তখন সামেরীর দিকে ফিরে হুংকার ছাড়লেন, 'এরকম কুকীর্তি কেনো করলে তুমি।'

সামেরী ভয়ে ভয়ে জবাব দিলো, 'আমি এমন একটি ব্যাপার দেখতে পেয়েছিলাম যা বনি ইসরাইলদের মধ্যে আর কেউ দেখতে পায়নি। নীলনদে ফেরাউনের ডুবে মরার সময় অশ্বারোহী অবস্থায় জিবরাইল আ.কে দেখেছিলাম আমি। আমি দেখেছিলাম তাঁর ঘোড়ার খুর যে মাটিতে স্পর্শ করছিলো সেখানে জন্ম নিচ্ছিলো সবুজ লতাগুল্ম। আমি ঐ মাটি থেকে এক মুঠো মাটি নিয়ে রেখেছিলাম আমার কাছে। ঐ মাটিটুকুই আমি বাছুরের মূর্তির ভিতরে স্থাপন করেছিলাম। আর তাতেই দেখি বাছুরের মূর্তির মুখ থেকে আপনা আপনি হাম্বা হাম্বা আওয়াজ বেরোচ্ছে।'

হজরত মুসা বললেন, 'ঠিক আছে তোমাদের গোবৎসমূর্তিকে কী করি দেখে নাও।'

হজরত মুসা গো-বৎসমূর্তিকে আগুনে পুড়ে ভস্ম করে দরিয়ার পানিতে ভাসিয়ে দিলেন। আর সামেরীকে এই বলে অভিশাপ দিলেন যে, 'তোমার জন্য পৃথিবীর শাস্তি এই যে, তুমি উন্মাদের মতো বিচরণ করতে থাকবে আর লোকজন দেখলে পালাতে থাকবে আর বলবে, খবরদার কেউ যেনো আমাকে স্পর্শ করোনা। পার্থিব শাস্তি তো এই। এছাড়া আখেরাতে নাফরমানি ও গোমরাহী'র শাস্তি তো রইলোই।'

বিশ

অন্তর শান্ত হয় না কিছুতেই। এ কি রকম সম্প্রদায় বনি ইসরাইল। আল্লাহ্তায়ালার অফুরন্ত রহমতে নিমজ্জিত হয়েও তারা কী করে এরকম অকৃতজ্ঞ হতে পারলো। এই বিশাল মরুপ্রান্তরে বিনা শ্রমে আল্লাহ্তায়ালা তাদের অন্ন বস্ত্র সহ সকল প্রকার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ নেয়ামত নবী রসূলদের ঘনিষ্ঠ সাহচর্য নসিব করেছেন। তা সত্ত্বেও তাদের হুঁশ নেই। মূর্তিপূজক কিব্তীদের গোলামী করতে করতে ঘুণ ধরে গিয়েছে তাদের অন্তরাত্মায়। আল্লাহ্পাকের খাস দয়া রহমতের তাই কদর করতে পারছে না। মূর্তিপূজার মতো ভয়াবহ শিরিকের মধ্যে তাই নিপতিত হয়েছে সহজেই। না জানি কী শাস্তি এর জন্য নির্ধারণ করে রেখেছেন আল্লাহ্পাক।

হজরত মুসা আল্লাহ্তায়ালার দরবারে নিবেদন জানালেন, 'হে আমার দয়াল পরোয়ারদিগার প্রভু। এদের এই অপরাধের জন্য কী শাস্তি নির্ধারিত আছে আপনার দরবারে?'

আল্লাহ্তায়ালা জানালেন, 'তারা যদি একে অপরকে হত্যা করে তবে তাদেরকে ক্ষমা করা হবে। এছাড়া অন্য কোনো উপায়ে তওবা করলে কবুল করা হবে না।'

বনি ইসরাইলের লোকেরাও অনুতপ্ত হয়েছিলো খুব। তারাও চাইছিলো আল্লাহ্পাকের তরফ থেকে তাদের গোনাহ্ মাফের একটা কিছু ব্যবস্থা যেনো হয়ে যায়। তারা সবাই হজরত মুসার কাছে নিবেদন জানালো, 'হে মুসা। তওবার কি কোনো পথ নেই।'

হজরত মুসা জানালেন, 'হ্যাঁ আছে। তোমরা একে অপরকে হত্যা করবে। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর। এ কাজ করলে আল্লাহ্তায়ালা তোমাদের প্রতি করুণা বর্ষণ করবেন এবং তোমাদের গোনাহ্ মাফ করবেন।'

সম্প্রদায়ের সকল লোকেরা হজরত মুসা আ. এর কথা মেনে নিলো। তারা বললো, 'আমরা ধৈর্য সহকারে আল্লাহ্তায়ালার নির্দেশ পালন করবো।'

ময়দানে সমবেত হলো সবাই। শুরু হলো তওবার মর্মবিদারক অধ্যায়। ধারালো তলোয়ার নিয়ে একে অপরকে হত্যা করতে লাগলো তারা। ঠিক তখনই গাঢ় কালো অন্ধকার এসে ঢেকে ফেললো সবাইকে। কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছিলো না তখন। ঘোর অন্ধকারে তারা সবাই একে অপরের উপর তলোয়ার চালাতে লাগলো। অন্ধকারে অজান্তে তাদের নিজেদের হাতেই নিহত হতে লাগলো তাদেরই পিতা ভ্রাতা ও অন্যান্য আপনজন। শিশু আর নারীদের কান্না আর বিলাপের ধ্বনিতে ভরে গেলো আকাশ, বাতাস, সারা দুনিয়া। তারা হজরত মুসার নিকট এসে বার বার ক্ষমা প্রার্থনার আবেদন জানাতে লাগলো।

হজরত মুসা ও হজরত হারূন হাত তুলে আল্লাহ্তায়ালার দরবারে নিবেদন করতে লাগলেন, 'হে আমাদের প্রভু পরোয়ারদিগার। বনি ইসরাইলেরা কী নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে? হে মেহেরবান প্রভু। অবশিষ্ট লোকদেরকে তুমি বাঁচাও।'

আল্লাহ্তায়ালা নবী ভ্রাতৃদ্বয়ের নিবেদন কবুল করলেন। বনি ইসরাইলদের মধ্যে যারা তখনো বেঁচে ছিলো আর হত্যাকার্য চালিয়ে যাচ্ছিলো তাদের হাত নিস্তেজ হয়ে এলো। হজরত মুসা অস্ত্র পরিত্যাগের নির্দেশ জারী করলেন। সবাই অস্ত্র পরিত্যাগ করলো। তারপর সবিস্ময়ে দেখলো প্রায় সত্তর হাজার বনি ইসরাইলের মৃতদেহ ভরে আছে বিশাল ময়দান। নিজেদের হাতেই তারা হত্যা করেছে তাদের আপনজনদেরকে।

মর্মাহত হয়ে পড়লেন হজরত মুসা এবং হজরত হারূন। আল্লাহ্তায়ালা অহির মাধ্যমে সান্ত্বনা জ্ঞাপন করলেন তাঁদেরকে, 'হে মুসা। চিন্তিত হয়ো না। এদের মধ্যে যারা নিহত হয়েছে তারা আমার সমীপে জীবিত আছে। তারা এখানে রিজিক লাভ করছে। আর যারা পৃথিবীতে জীবিত আছে এখনো, তাদের তওবা কবুল করা হয়েছে আমার দরবারে।'

একুশ

কাল বয়ে চলে। তীহ্ প্রান্তরের দিন যাপনে আবার ফিরে আসে স্বাভাবিকতা। নীরব নিরপেক্ষ কাল ধীরে ধীরে মুছে দেয় শোক বিচ্ছেদের অসহনীয়তাকে। প্রশান্ত ক্ষমার জমিনে স্থিত হয় বনি ইসরাইলেরা।

হজরত মুসা তখন তাদেরকে প্রদর্শন করলেন তাওরাত শরীফের ফলকগুলো। বললেন, 'আমার নিকট এই যে তক্তাগুলো দেখছো– এরই মধ্যে লিখিত রয়েছে মহাগ্রন্থ তাওরাত শরীফ। তোমাদের হেদায়েতের দিক নির্দেশনা আর দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের জন্য এই কিতাব আল্লাহ্পাক অবতীর্ণ করেছেন আমার উপর। এখন তোমাদের অপরিহার্য কর্তব্য এই যে, তোমরা আল্লাহ্তায়ালার এই অবতীর্ণ কিতাবের উপর বিশ্বাস স্থাপন করো এবং এর নির্দেশাবলী যথাযথভাবে পালনে তৎপর হও।'

কিন্তু আরো বিস্ময় অপেক্ষা করছিলো হজরত মুসার জন্য। নির্বিবাদে তাওরাত শরীফকে মেনে নেয়ার বদলে পুনরায় গড়িমসি শুরু করলো বনি ইসরাইলেরা। বললো তারা, 'শুধু তোমার কথার উপরেই কি বিশ্বাস করবো আমরা? আমরা তো আবরণহীন অবস্থায় আল্লাহ্তায়ালাকে দেখতে চাই। তিনিই আমাদেরকে বলে দিবেন যে, এই তাওরাত তাঁরই অবতীর্ণ কিতাব।'

হজরত মুসা মর্মাহত হলেন। তিনি বোঝাতে চেষ্টা করলেন তাদেরকে, 'এ জগতে চর্মচক্ষুতে আল্লাহ্তায়ালার দর্শন অসম্ভব।' কিন্তু বনি ইসরাইলেরা বুঝতে চায় না কিছুতেই। তারা তাদের একগুয়েমিকেই আঁকড়ে ধরে রইলো একইভাবে।

হজরত মুসা বললেন, 'ঠিক আছে। চলো তুর পাহাড়ে। তবে লক্ষ লক্ষ লোকতো এভাবে যেতে পারবে না। তোমরা বরং তোমাদের মধ্যে থেকে সত্তরজন নেতা নির্বাচন করো। তারা আমার সাথে যাবে আর ফিরে এসে আমার কথার সত্যতার সাক্ষী দিবে।

এ প্রস্তাবে রাজী হলো বনি ইসরাইলেরা। বারোটি গোত্রের মধ্য থেকে তারা নির্বাচন করলো সত্তরজন নেতাকে। এই সত্তর জন নেতাকে নিয়ে হজরত মুসা আ. চললেন তুর পাহাড়ের দিকে।

তুর পাহাড়ের কাছাকাছি এসে আবেগে উদ্বেগে দ্রুত অগ্রসর হতে লাগলেন হজরত মুসা। প্রিয়তম প্রভুর সঙ্গে একান্ত আলাপনের মধুরতম স্মৃতিবিজড়িত প্রেমোন্মত্ত এই পাহাড়ে এসে যেনো নিজেকে হারিয়ে ফেললেন তিনি। তৎক্ষণাৎ এক শাদা মেঘের নূরাণী আবরণ এসে আচ্ছাদিত করে ফেললো তাঁকে। শুরু হয়ে গেলো প্রিয়তম প্রভুর সঙ্গে একান্ত বাক্যালাপ।

হজরত মুসা আরজ করলেন, 'হে আমার প্রিয়তম প্রভু পরোয়ারদিগার। আপনিতো বনি ইসরাইলদের স্বভাবচরিত্র মন মানসিকতা সব কিছুই জানেন। তাদের একগুয়েমির কারণেই তাদের সত্তরজন নেতাকে এখানে নিয়ে এসেছি আমি। কতইনা উত্তম হয় যদি আপনি অনুগ্রহ করে তাদেরকেও এই শাদা মেঘের নূরানী আবরণের সীমানায় অবস্থান দান করেন। আর তারা যেনো আপনার আর আমার কথোপকথন শুনে নিয়ে কওমের নিকট পৌঁছে সত্যতার সাক্ষী দেয়।'

আল্লাহ্তায়ালা তাঁর প্রিয় নবীর প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। তৎক্ষণাৎ সত্তর জন নেতাকেও আচ্ছাদিত করে ফেললো জ্যোর্তিময় শাদা মেঘ। তখন তারাও শুনতে পেলো আল্লাহ্তায়ালা অদৃশ্য হতে হজরত মুসার সঙ্গে বাক্যালাপ করছেন।

একসময় নূরানী শাদা মেঘ অপসৃত হলো। হজরত মুসা সত্তরজন নেতার কাছাকাছি যখন ফিরে এলেন তখন তারা পুনরায় জিদ ধরলো এই বলে যে, 'আল্লাহকে স্বচক্ষে না দেখা পর্যন্ত আমরা কিছুতেই ইমান আনবো না।'

তাদের এই জিদের কারণে অসন্তুষ্ট হলেন আল্লাহ্তায়ালা। আর ঠিক তখনই ভয়ংকর বজ্রপাত আর ভূমিকম্পে ভস্মীভূত হয়ে গেলো নেতারা।

হজরত মুসা হতবাক হয়ে গেলেন। তিনি কাতরস্বরে আল্লাহ্তায়ালার দরবারে প্রার্থনা জানালেন, 'ইয়া ইলাহী পরোয়ারদিগার। নির্বোধেরা বরাবরই নির্বোধ। তাদের নির্বুদ্ধিতার কারণে আপনি কি আমার এই সত্তরজন অনুগামীকে এভাবে ধ্বংস করে দিবেন। প্রভু হে, আপনি চাইলেতো অনেক আগেই আমাকে এবং তাদের সকলকে ধ্বংস করে দিতে পারতেন। আমার সঙ্গীরা সবাই মৃত। আমি আমার সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গিয়ে কী জবাব দিব। তারা কিসের ভিত্তিতে আমার কথায় আস্থা স্থাপন করবে। নিশ্চয় এ হচ্ছে আপনার তরফ থেকে এক বিরাট পরীক্ষা। আপনি যাকে ইচ্ছা করেন, পরীক্ষার মাধ্যমে বিভ্রান্ত করে দেন। আর যাকে ইচ্ছা করেন সৎপথ প্রদর্শন করেন। হে আমাদের আল্লাহ! আপনিই আমাদের কার্যনির্বাহক। আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং আমাদের উপর রহম করুন। আপনিই উত্তম ক্ষমাকারী।

আল্লাহ্পাক রহম করলেন। কবুল করলেন হজরত মুসার মোনাজাত। আল্লাহ্তায়ালার হুকুমে পুনর্জীবন লাভ করলো বনি ইসরাইলের সত্তর জন নেতা। তাদেরকে নিয়ে হজরত মুসা ফিরে এলেন আপন সম্পদায়ের কাছে।

সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে নেতারা সমস্ত ঘটনার বিবরণ দান করলো। তারপর সাক্ষী দিলো সবাই, 'মুসা যা বলেন তা সত্য। আর একথাও সত্য যে তিনি আল্লাহ্তায়ালার প্রেরিত রসূল।'

কিন্তু বনি ইসরাইলের লোকেরা আবারো ধরলো বাঁকা পথ। তাওরাত শরীফের স্বীকৃতির ব্যাপারে তারা উদাসীন হয়েই রইলো। হজরত মুসার প্রসঙ্গ যেনো আমল দেয়ার মতো তেমন কিছু নয়– এমনই ভাব দেখাতে লাগলো তারা।

হজরত মুসা আল্লাহ্তায়ালার শরণ নিলেন। আল্লাহ্তায়ালা তখন তাঁর প্রিয় নবীর উদ্দেশ্যে প্রত্যাদেশ করলেন, 'নাফরমানদের জন্য আমি তোমাকে আরো একটি মোজেজা প্রদর্শন করছি। যে তুর পাহাড়ে তুমি আমার সঙ্গে খাস বাক্যালাপ করে থাকো, যে পাহাড়ের উপর তাদের মনোনীত নেতারা সত্যদর্শন করেছে সেই পাহাড়কেই তাদের মাথার উপর তুলে ধরবো আমি। আর সেই পাহাড়ই তাদেরকে

সাক্ষী দিবে যে, তুমি আমার প্রেরিত সত্য পয়গম্বর এবং তাওরাত নিঃসন্দেহে আল্লাহ্তায়ালারই অবতীর্ণ কেতাব।'

সবাই ভয়ে বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখলো বিরাট তুর পাহাড় বিকট আওয়াজ করে তার স্থান থেকে উঠে এসে বনি ইসরাইলদের মাথার উপরে ঝুলতে লাগলো। এই ভয়াবহ ব্যাপার দেখে সেজদায় পড়ে গেলো বনি ইসরাইলেরা। পাহাড়ের নিচে নিষ্পেষিত হওয়ার ভয়ে তারা মেনে নিলো হজরত মুসাকে আর গ্রহণ করলো তাওরাত শরীফ।

বাইশ

আরীহা শহরটি ফিলিস্তিনের কাছেই। এই শহরটিতে বনি ইসরাইলদেরকে প্রতিষ্ঠিত করাই আল্লাহ্তায়ালার অভিপ্রায় ছিলো। তাদের পূর্বপুরুষ হজরত ইব্রাহিম আ., হজরত ইসহাক আ. এবং হজরত ইয়াকুব আ. এর সঙ্গে এই ব্যাপারে আল্লাহ্পাক অঙ্গীকারাবদ্ধও ছিলেন। আল্লাহ্তায়ালা তাঁর প্রিয় পয়গম্বর হজরত মুসা আ.কে জানিয়ে দিলেন একথা।

হজরত মুসা তখন কওমের লোকজনদেরকে একত্রিত করে বললেন, 'হে আমার কওম, তোমাদের উপরে প্রদত্ত আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহসমূহের কথা স্মরণ করো। তিনি তোমাদের মধ্য থেকে নবী ও রসূল সৃষ্টি করেছেন। আর তোমাদেরকে বাদশাহী ও নেতৃত্ব দান করেছেন। আরো দান করেছেন এমন সমস্ত নেয়ামত যা বিশ্ববাসীদের মধ্যে অপর কাউকেও দান করেননি। হে আমার সম্প্রদায় এই পবিত্র ভূখণ্ডে প্রবেশ করো তোমরা। এটা আল্লাহ্তায়ালার হুকুম। এই হুকুমের অবহেলা করো না। করলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।'

বনি ইসরাইলেরা জানতো যে, ঐ শহরে দুর্ধর্ষ আমালেকা জাতি বসবাস করে। তাদের সঙ্গে যুদ্ধ না করে কিছুতেই ঐ শহর দখল করা সম্ভব নয়। আর যুদ্ধের কথা মনে হতেই আতংকিত হলো তারা। দীর্ঘকাল কিব্তীদের গোলামী করে মনোবল হারিয়ে বসেছিলো তারা। তাই একজন মহাসম্মানিত রসূলের আহবানেও সেই মনোবল তারা ফিরে পাচ্ছিলো না কিছুতেই। আসলে তাদের ইমানের মধ্যেই ছিলো বিরাট গলদ।

বনি ইসরাইলেরা জবাব দিলো, ‘ঐ দুর্ধর্ষ ভয়ংকর আমালেকা সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুদ্ধ করে কিছুতেই জিততে পারবো না আমরা। যতোক্ষণ তারা ঐ শহর থেকে বের না হয়ে যায় ততোক্ষণ আমাদের পক্ষে ঐ শহরে প্রবেশ করা সম্ভব নয়।’

হজরত মুসা বললেন, ‘তারা অত্যাচারী সম্প্রদায়। তাদেরকে জোর করে বের করে দিতে হবে ঐ শহর থেকে। তোমরা অগ্রসর হও। আল্লাহ্‌পাক ওয়াদা করেছেন– জয় তোমাদেরই হবে।’

তবুও সাড়া পাওয়া গেলো না। হজরত মুসা তখন তাদের মনোবল বৃদ্ধির জন্য এক বিশেষ ব্যবস্থা করলেন। তাদের বারোটি গোত্রের বারোজন সরদারকে একত্রিত করে তিনি বললেন, ‘আমালেকা জাতির শক্তিমত্তা সম্পর্কে অতিরঞ্জিত সংবাদ ছাড়িয়ে পড়েছে। তোমরা আসল তথ্য সংগ্রহ করে নিয়ে এসো। নিজেদের পরিচয় গোপন রেখে তোমরা ঐ শহরে যাও। তোমরা বুঝতে পারবে যে, তাদেরকে পরাজিত করা এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়।’

বারোটি গোত্রের বারোজন সরদার আমালেকা সম্প্রদায় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য বেরিয়ে পড়লেন। ফিরে এসে তারা হজরত মুসার কাছে বিবরণ দিলেন তাদের সম্পর্কে। বারোজনের মধ্যে দশজন বললো, ‘আমালেকারা প্রকাণ্ড আকৃতি বিশিষ্ট এবং ভীষণ শক্তিশালী।’

বাকী দুজন সরদার ছিলেন ইউশা ইবনে নুন এবং কালেব ইবনে ইউকান্নাহ। তাঁরা ছিলেন খাঁটি মোমেন। বিরাটকায় শক্তিশালী আমালেকাদেরকে দেখে তাঁরা ভীত হননি এতটুকুও। তাঁদের স্থির বিশ্বাস ছিলো আমালেকা গোষ্ঠী যত শক্তিশালীই হোক না কেনো যুদ্ধে তারাই পরাজিত হবে এবং শেষে আল্লাহ্‌পাকের ওয়াদাই বাস্তবায়িত হবে। কিন্তু বাকী দশজন সরদারের সে বিশ্বাস ছিলো না।

হজরত মুসা বাকী দশজন সরদারকে বললেন, ‘তোমরা আমালেকাদের সম্পর্কে বনিইসরাইলদের লোকজনদেরকে কোনো আতংকজনক সংবাদ দিও না বরং যুদ্ধের প্রতি উৎসাহিত করো সবাইকে।’

কিন্তু সে কথা তারা শুনলো না। বরং যা নয় তার চেয়েও বেশী ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে আমালেকা গোষ্ঠীর শৌর্য বীর্য সম্পর্কে বিবরণ দিয়ে বনি ইসরাইলদের আতংকিত করে তুললো।

হজরত মুসা পুনরায় আহবান জানালেন, ‘চলো সবাই। আরীহা শহরে প্রবেশ করি। শত্রুদেরকে যুদ্ধে পরাস্ত করি। কোনো ভয় নেই। আল্লাহ্‌তায়ালা তোমাদের সঙ্গে রয়েছেন।’

বনি ইসরাইলের অধিকাংশ লোক জবাব দিলো, ‘সেখানে শক্তিশালী অত্যাচারী লোকদের বসবাস। তারা চলে না যাওয়া পর্যন্ত আমরা কিছুতেই সেখানে যাবো

না। অতএব, তুমি আর তোমার আল্লাহ্ যাও এবং তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করো। আমরা এখানেই বসে থাকলাম।'

এভাবেই জেহাদের মতো পবিত্র প্রচেষ্টা নিষ্ফল হয়ে গেলো। ব্যর্থতার বানে বিদ্ধ হলেন হজরত মুসা। মন ভরে গেলো নিরাশায়। হতাশায়।

এ কি রকম জাতি। কাপুরুষ। ভীরু। অবাধ্য। আল্লাহ্তায়ালার হুকুমের কোনো মূল্যই নেই এদের কাছে। নেই সম্মান নবী ও রসূলদের। আল্লাহ্তায়ালা তাদেরকে তাদের পূর্বপুরুষদের নিবাস ঐ ফিলিস্তিন সিরিয়া রাজ্যে পুনর্বাসিত করতে চান। সিরিয়ার ঐ কেনান অঞ্চলই তাদের আদি আবাস। কে না চায় আপন আবাসের নিরাপদ স্থায়ী বসবাস। অথচ বনি ইসরাইল?

ক্ষোভে অভিমানে ভারাক্রান্ত হয়ে গেলো হজরত মুসার মন। না। অবাধ্য এ জাতির কল্যাণ কামনায় কোনো লাভ নেই। আল্লাহ্তায়ালার দরবারে বিচারপ্রার্থী হলেন তিনি। ভ্রাতা হারূনকে নিয়ে দোয়া শুরু করলেন- 'হে আমাদের পরোয়ারদিগার। কারো উপর তো আমার কর্তৃত্ব নেই আর। আমার নিজের জীবন আর আমার ভাই হারূন ছাড়া। এখন আমাদের এবং এই নাফরমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ফয়সালা করে দিন।'

আল্লাহ্তায়ালা জানালেন, 'তাদের ইহকালের কর্মফল এই যে, তারা ঐ পুণ্যভূমি পৈত্রিক নিবাসের অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকবে দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর। এই দীর্ঘ সময় ধরে এই মরু প্রান্তরেই দিকভ্রান্ত হয়ে বিচরণ করবে তারা। তুমি কিন্তু হে মুসা মনক্ষুণ্ন হয়ো না এই অবাধ্য সম্প্রদায়ের দুরাবস্থার জন্য।'

এভাবেই ফয়সালা হয়ে গেলো। আল্লাহ্পাকের নির্দেশের অবমাননা করবার ফলে বনি ইসরাইলেরা বন্দী হয়ে গেলো তীহ্ প্রান্তরে চল্লিশ বছরের জন্য। উন্মুক্ত প্রান্তরের বন্দী জীবনের মেয়াদ পূর্ণ করতেই হবে তাদেরকে।

হজরত মুসা এবং হজরত হারূনকেও থাকতে হলো তাদের সঙ্গে। উম্মতেরা যতই গোনাহ্গার হোক নবী রসূলেরা কী তাদের ছেড়ে থাকতে পারেন। যারা অবাধ্য হয়েছে তারা তো বঞ্চিতই হয়েছে পৈত্রিক নিবাসের স্বাধীন জীবন যাপনের অধিকার থেকে। জেহাদের নেয়ামত প্রাপ্তির উপযুক্ত নয় এরা। এই প্রান্তরেই স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করবে তারা স্বাভাবিক নিয়মে। এখানেই নির্ধারিত হায়াত শেষে দাফন কাফন হবে তাদের। কিন্তু আগামী বংশধরেরা যারা এখনো অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক আর যারা জন্ম নিবে আগামীতে তারাতো নতুন প্রজন্ম। তাদেরকে সঠিক দ্বীনের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। গড়ে তুলতে হবে মুজাহিদ রূপে। তাই হজরত মুসা এবং হজরত হারূনকেও অবস্থান করতে হবে এই তীহ্ প্রান্তরে।

আল্লাহ্‌তায়ালার নির্দেশ জারী হয়েছে জেহাদের। এ নির্দেশ বলবৎ থাকবেই। নির্দেশ প্রত্যাবর্তিত হয় না কখনো। বর্তমান প্রজন্ম ব্যর্থ। কিন্তু আগামী প্রজন্মকে পালন করতেই হবে নির্দেশ। আর তারা তা পারবেও।

দীর্ঘ চল্লিশ বছর পরে যখন জেহাদ বিমুখ জনতা আর থাকবে না পৃথিবীতে, থাকবেন না হজরত মুসা ও হজরত হারুন, তখনই সংঘটিত হবে জেহাদ। তখন জেহাদে নেতৃত্ব দিবেন তৎকালীন নবী ইউশা ইবনে নুন। পৈত্রিক নিবাসে তখনই প্রতিষ্ঠিত হবে বনি ইসরাইলদের অধিকার। পালিত হবে জেহাদের হুকুম। পূর্ণ হবে আল্লাহ্‌তায়ালার অঙ্গীকার।

তেইশ

কে খুন করেছে কোনো প্রমাণ নেই। বনি ইসরাইলদের এক মহল্লার অধিবাসীরা সকালে উঠেই দেখতে পেলো তাদের মহল্লার প্রধান প্রবেশদ্বারের কাছে পড়ে রয়েছে একজন বৃদ্ধের লাশ। বৃদ্ধটি অন্য মহল্লার। একটু বেলা হতে না হতেই সমস্ত মহল্লায় ছড়িয়ে পড়লো খুনের সংবাদ। লাশটিকে ঘিরে জটলা বাড়তে লাগলো ধীরে ধীরে।

নিহত বৃদ্ধটি ছিলেন নিঃসন্তান। ধনশালী ব্যক্তি ছিলেন তিনি। রাতেই খুন করা হয়েছে। আর রাতেই তার মহল্লা থেকে লাশ এনে ফেলে রাখা হয়েছে এই মহল্লার সামনে। তার হত্যার ব্যাপারে অভিযোগ তুললো তারই এক ভ্রাতুষ্পুত্র। তার অভিযোগ, এই মহল্লাবাসীরাই খুন করেছে তার চাচাকে। আর মহল্লাবাসীরা বললো, 'আমরা এ ব্যাপারে কিছুই জানি না।'

কিন্তু ভ্রাতুষ্পুত্রটি তার দাবীতে অনড়। তার দাবী, 'তোমাদের মহল্লার সামনেই লাশ পাওয়া গেছে। সুতরাং তোমরাই দায়ী এ জন্য। খুনের ক্ষতিপূরণ তোমাদেরকেই দিতে হবে।'

বচসা বাড়তে লাগলো। শেষে কোনো সুরাহা না বের করতে পেরে বাদী বিবাদী উভয় পক্ষ হজরত মুসা আ. এর কাছে এসে বিচারপ্রার্থী হলো।

হজরত মুসা উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনলেন। চিন্তিত হলেন তিনি। কোনো সাক্ষীসাবুদ নেই। কীভাবে বিচার করবেন তিনি। ইত্যবসরে আল্লাহ্‌তায়ালার তরফ থেকে অহির মাধ্যমে নির্দেশ এলো, 'বলে দাও তাদেরকে, নিশ্চয় আল্লাহ্‌তায়ালা

তোমাদের একটি গাভী জবাই করতে বলছেন। ঐ গাভীর গোশতের টুকরা দিয়ে মৃত ব্যক্তির লাশে আঘাত করতে হবে। তাহলে মৃতব্যক্তি জীবিত হয়ে উঠে তার হত্যাকারীর নাম বলে দিবে।'

হজরত মুসা আল্লাহ্পাকের নির্দেশ জানিয়ে দিলেন তাদেরকে।

তখন তারা বললো, 'আপনি কি আমাদের সঙ্গে বিদ্রূপ করছেন?'

হজরত মুসা বললেন, 'মূর্খ ব্যক্তিদের মতো আচরণ থেকে আমি আল্লাহ্তায়ালার আশ্রয় গ্রহণ করছি।'

তারা বললো, 'আপনি আপনার প্রভুর নিকট প্রার্থনা করুন– গরুটির বয়স কতো হতে হবে।'

হজরত মুসা বললেন, 'আল্লাহ্তায়ালা জানিয়েছেন বুড়ো হলেও চলবে না আবার কম বয়সের হলেও চলবে না। মাঝামাঝি বয়সের গরু দরকার। দেরী না করে তাড়াতাড়ি নির্দেশ পালন করাই শ্রেয়।'

অনাবশ্যক জটিলতা সৃষ্টিকারী লোকেরা বার বার প্রশ্ন করেই যেতে লাগলো। আর যতবার প্রশ্ন করা হলো ততবারই তাদের প্রতি আরোপ করা হলো নতুন নতুন শর্ত।

তারা বললো, 'আপনি আপনার প্রভুর নিকট দোয়া করুন তিনি যেনো আমাদেরকে বলে দেন গরুটার রং কি রকম হওয়া দরকার।'

হজরত মুসা বললেন, 'আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন, হলুদ রঙের গরু হতে হবে। গাঢ়ো উজ্জ্বল হলুদ রঙের।

লোকেরা ক্ষান্ত হলো না তবু। পুনরায় প্রশ্ন করলো, 'আপনার প্রভুর নিকট প্রার্থনা করে জেনে নিন কী প্রকৃতির হবে গরুটি। ঠিকমতো বিবরণ পেলে ইনশাআল্লাহ্ কাংখিত গরু খুঁজে নিতে কোনো অসুবিধা হবে না আমাদের।'

হজরত মুসা পুনঃ জবাব দিলেন, 'আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন, গরুটা এরকম প্রকৃতির হতে হবে যে, সবরকম খুঁত থেকে মুক্ত হতে হবে গরুটিকে। আর চাষবাস বা পানি তোলা– কোনো কাজেই ব্যবহার করা হয়নি এরকম গরু চাই। আর তার সারা শরীরের রঙ হবে একই রকম।'

এবার তারা বললো, 'এতক্ষণে আপনি পূর্ণ বিবরণ এনেছেন।'

গরু খুঁজতে বেরোলো তারা। কিন্তু নিজেদের বোকামীতে বার বার প্রশ্ন করে যে রকম গরুর বর্ণনা তারা পেয়েছিলো সে রকম গরু খুঁজে পাওয়া সত্যিই দুষ্কর হয়ে পড়লো তাদের জন্য। অযথা প্রশ্ন না করে যে কোনো একটা গরু জবাই করলেই কার্যোদ্ধার হয়ে যেতো তাদের। কিন্তু তারাতো বনি ইসরারইল। সরলতার সৌন্দর্য যেনো তাদের স্বভাবেই নেই।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর এক বৃদ্ধা মহিলার কাছে এরকম একটি গরুই পাওয়া গেলো। বৃদ্ধা সুযোগ বুঝে অনেক দাম হাঁকলেন গরুটির। নিরুপায় লোকেরা অনেক চড়া দামেই কিনতে বাধ্য হলো গরুটি।

গরুটি জবাই করা হলো। তারপর তার গোশতের টুকরা হাতে নিয়ে হজরত মুসা নিহত বৃদ্ধের লাশে আঘাত করলেন। আল্লাহ্তায়ালার কি অসীম কুদরত। সঙ্গে সঙ্গে জীবিত হয়ে গেলো বৃদ্ধ ব্যক্তিটি। তারপর জানিয়ে দিলো সবাইকে, 'আমার এই ভ্রাতুষ্পুত্রটিই সম্পত্তির লোভে আমাকে হত্যা করেছে।'

সবাই তাজ্জব হয়ে দেখলো এই অলৌকিক ঘটনা। নিজ কানে স্বয়ং নিহত ব্যক্তির মুখে শুনলো তার হত্যাকারীর নাম। কিছুক্ষণ জীবিত থাকার পর বৃদ্ধ ব্যক্তিটি ঢলে পড়লো। পুনরায় লাশ হয়ে গেলো সে।

আল্লাহ্তায়ালা আখেরাতে এভাবেই সমস্ত মৃতকে পুনর্জীবন দান করবেন। এ ঘটনা তারই এক ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত মাত্র।

হজরত মুসা শরীয়তের হদ জারী করলেন খুনির প্রতি। দিলেন মৃত্যুদণ্ডাদেশ তাওরাত শরীফের আইন অনুসারে। হত্যার শাস্তি হত্যা। খুনের শাস্তি খুন।

চব্বিশ

প্রখর সম্ভ্রমবোধের অধিকারী ছিলেন তিনি। ছিলেন লজ্জাশীলতার অনন্য প্রতিভূ। নগ্ন শরীরে থাকতেন না কখনো। তাঁর পবিত্র শরীর সকল সময়েই থাকতো পরিচ্ছদাবৃত। গোছল করবার সময়েও তিনি অবলম্বন করতেন নির্জনতা।

কিন্তু বনি ইসরাইলদের অভ্যাস ছিলো এর বিপরীত। গোছল করবার সময় তারা এক সঙ্গে উলঙ্গ হয়ে গোছল করতো। এতে কোনো লজ্জা শরম বোধ হতো না তাদের। বরং এটাই ছিলো তাদের কাছে স্বাভাবিক আচরণ। একেবারে গা সওয়া ব্যাপার।

হজরত মুসা এরকম করতেন না বলে অনেকে এ নিয়ে নানারকম জল্পনা শুরু করে দিলো। কেউ বললো, নিশ্চয়ই মুসার শরীরের গোপন কোনো অংশে কোনো রোগ ব্যাধি আছে। শ্বেতকুষ্ঠ, অণ্ডকোষবৃদ্ধিজনিত রোগ অথবা অন্য কোনো

অসুন্দর রোগ ব্যাধি। সে কারণেই তিনি শরীর আবৃত রাখেন লোকসমাজে। আর সবার মতো উলঙ্গ হয়ে গোছল না করার কারণ নিশ্চয় এটাই।

এই প্রেক্ষিতেই ঘটলো সেই ঘটনা। আল্লাহ্তায়ালা ইচ্ছা করলেন তিনি তাঁর প্রিয় নবীর বিরুদ্ধে আরোপিত অমূলক অপবাদের মূলোৎপাটন করবেন। কারণ নিজ নবীর বিরুদ্ধে অপবাদকারীরা যেনো মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হয় আর নবীর মর্যাদা হয় সমুন্নত। হেদায়েতের উপযুক্ত ব্যক্তিরা যেনো হয় অনুতপ্ত আর ভ্রষ্টপথানুরাগীরা হয় অপদস্থ।

একদিন এক নির্জন স্থানে নগ্ন হয়ে গোছল করছিলেন হজরত মুসা। পাশে ছিলো একটি পাথর। পাথরের উপরে পরনের কাপড় চোপড় রেখেছিলেন তিনি।

হঠাৎ তিনি দেখলেন, পাথরটি ছুটে চলতে শুরু করলো একদিকে। বিবস্ত্র নবী হতভম্ব হয়ে গেলেন এ ঘটনা দেখে। পাশে ছিলো তাঁর লাঠিটি। লাঠি হাতে তিনিও ছুটতে শুরু করলেন পাথরের পিছে পিছে। পাথরটিকে লক্ষ্য করে ধমকাতে লাগলেন বার বার, 'এই পাথর আমার কাপড়, এই পাথর আমার কাপড়...'

কিন্তু পাথর দ্রুত চলতে থাকে কাপড় চোপড়গুলো নিয়ে। হজরত মুসাও লাঠি হাতে নিয়ে এই পাথর, এই পাথর বলতে বলতে ছুটতে থাকেন পিছু পিছু।

ছুটতে ছুটতে পাথর আর পাথরের উপরের কাপড় চোপড়গুলোর প্রতি এতই মগ্ন হয়ে গেলেন তিনি যে তাঁর খেয়াল রইলো না, বিবস্ত্র অবস্থায় ক্রমাগত ছুটে চলেছেন তিনি। পাথরটির প্রতি রাগে তাঁর শরীরের রক্ত যেনো ফুটছিলো টগবগ করে।

বনি ইসরাইলদের কিছু লোক এক জায়গায় বসে জটলা করছিলো। তাদের সামনে এসে থামলো পাথরটি। হজরত মুসাও থামলেন। তারপর মাত্র কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তিনি তাঁর পরিধেয় বস্ত্রে আবৃত করে নিলেন তাঁর পবিত্র শরীর। এর মধ্যে লোকেরা তাঁকে দেখে নিলো ভালো করে। তারা দেখলো হজরত মুসা আ. নিখুঁত দেহ সৌষ্ঠবের অধিকারী। সামন্য খুঁতও নেই তাঁর শরীরের কোথাও। অপার্থিব জ্যোতিচ্ছটায় যেনো আবৃত হয়ে আছে তাঁর আপাদমস্তক।

হজরত মুসার সমস্ত রাগ আর ক্ষোভ গিয়ে পড়লো পাথরটির উপর। তিনি লাঠি দিয়ে কয়েকবার সজোরে আঘাত করলেন পাথরের গায়ে। লাঠির আঘাতের কয়েকটি দাগ শক্ত হয়ে বসে গেলো পাথরের উপর।

পঁচিশ

বিশাল সম্পদের অধিকারী ছিলো কারুন। তার সম্পদের কোনো লেখাজোখা ছিলো না। সোনারূপা হীরা জহরতে পরিপূর্ণ ছিলো অসংখ্য ভাণ্ডার। এ সমস্ত ভাণ্ডারের চাবি বহনের জন্য নিয়োজিত ছিলো একদল বলবান শ্রমিক।

কিন্তু কারুন ছিলো অহংকারী। যে আল্লাহ্ তাকে এতো বিপুল ধনসম্পদের অধিকারী করেছেন সেই আল্লাহ্র প্রতি মোটেও কৃতজ্ঞ ছিলো না সে। সম্পদ বৈভবকেই মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি বলে মনে করতো সে।

বনি ইসরাইল সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলো কারুন। ছিলো হজরত মুসার নিকটাত্মীয়। আপন চাচাতো ভাই। কিন্তু আপন সম্প্রদায়ের লোকজনকে হেয় চোখে দেখতো সে। অসদাচারণ করতো তাদের সঙ্গে। আপন সম্প্রদায়কে শোষণ করবার ঠিকাদারী সে লাভ করেছিলো ফেরাউনের কাছ থেকে। আর সেই সূত্রেই গড়ে তুলেছিলো সম্পদের বিরাট পাহাড়।

হজরত মুসার প্রতি বিদ্বেষী হয়ে উঠলো সে। কারণ তিনি মানুষকে আল্লাহ্র পথে আহবান জানান। আর পার্থিব বৈভবকে মূল্য দেন না মোটেও। বলেন, 'আখেরাতের সম্পদই আসল সম্পদ। পার্থিব জীবন তো ক্ষণস্থায়ী।' তাঁর এই আহবানে সাড়া দিয়েছে বনি ইসরাইলেরা। তাদের কাছে কমে গিয়েছে কারুনের সম্মান প্রতিপত্তি। এ অবস্থা অসহনীয় ঠেকে কারুনের কাছে।

তার উপর কারুনের প্রতিও আহবান জানিয়েছেন তিনি একথা বলে যে, সম্পদ আল্লাহ্তায়ালাই দেন মানুষকে। সেই সম্পদের সদ্ব্যবহার করা উচিত। দুঃস্থ মানবতার সেবায় সম্পদ ব্যবহার করা প্রয়োজন। জাকাত সদকা দান না করলে আল্লাহ্তায়ালার অসন্তুষ্টি অনিবার্য।

এ কথাগুলো মোটেও ভালো লাগে না কারুনের কাছে। কারণ সে ছিলো কৃপণ। সম্পদ সঞ্চয় ছিলো তার একমাত্র উদ্দেশ্য। মানুষের প্রয়োজনে সম্পদ ব্যয় ছিলো তার কাছে অপচয়ের নামান্তর।

হিংসার আগুনে জ্বলতে থাকে কারুন। মাঝে মাঝে জনসমক্ষে সে তার সম্পদের প্রদর্শনী করতো। অনেক লোকজনকে নিয়ে সে জাঁকজমকের সঙ্গে কখনো কখনো পথ পরিভ্রমণে বের হতো যেনো সম্পদশালী বলে মানুষেরা তার প্রশংসা করতে থাকে।

একদিনের ঘটনা। হজরত মুসার মজলিশে বসেছিলো অনেক লোকজন। হজরত মুসার পবিত্র মুখ নিঃসৃত হেদায়েতের বাণী শুনছিলো লোকেরা। ঠিক ঐ সময়ই মজলিশের পাশের পথ দিয়ে ঐশ্বর্যের বর্ণাঢ্য প্রদর্শনী নিয়ে পথ অতিক্রম করলো কারুন। তার উদ্দেশ্য ছিলো, সম্পদের প্রতাপের কাছে হজরত মুসার দরিদ্র মানুষের মজলিশের সম্মান যেনো ম্লান হয়ে যায়।

হজরত মুসার মজলিশে উপবেশনকারী লোকদের কারো কারো মনে প্রভাব পড়লো কারুনের শানশওকতের । তারা বলতে লাগলো, 'আহা! কারুনের মতো এরকম ধন সম্পদ যদি আমরা পেতাম তবে কতোইনা ভালো হতো। নিঃসন্দেহে সে বড়ই ভাগ্যবান।' কিন্তু হজরত মুসার খাঁটি অনুসারীরা ছিলেন ভাবলেশহীন। তাঁরা দুর্বলচিত্ত ব্যক্তিদেরকে বললেন, 'তোমাদের বিনাশ হোক। যে ব্যক্তি ইমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তারাই লাভ করে আল্লাহ্‌পাকের নিকট থেকে বিনিময় যা সমস্ত পার্থিব সম্পদরাজি থেকে অনেক উত্তম। ধৈর্যধারণকারীরা ছাড়া অন্য কেউ এ মহান বিনিময় লাভ করতে পারে না।'

দিন দিন বেড়েই যেতে লাগলো কারুনের অহংকার আর দুর্ব্যবহার। আপন সম্প্রদায়ের লোকেরা নসিহত করে তাকে, 'তুমি অহংকার করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্‌তায়ালা অহংকারীদেরকে পছন্দ করেন না। আল্লাহ্‌পাক তোমাকে যে সমস্ত সম্পদের অধিকারী করেছেন তার মাধ্যমে আখেরাত অন্বেষণ করো। আল্লাহ্‌পাক অনেক কিছু দান করেছেন। আর যেভাবে আল্লাহ্‌তায়ালা তোমার সঙ্গে উত্তম আচরণ করেছেন, তুমিও তেমনে মানুষের সঙ্গে উত্তম আচরণ করো। পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলার বিস্তার করো না। নিশ্চয় বিশৃঙ্খলা আল্লাহ্‌তায়ালার একান্ত অপছন্দনীয় বস্তু।'

সৎ উপদেশের কোনোই প্রভাব পড়লো না কারুনের উপর। বরং অহংকারের আবর্তে পুরোপুরি নিমজ্জিত হয়ে গেলো সে। প্রচণ্ড অহংকারের সঙ্গে প্রত্যুৎত্তর করলো, 'এ সমস্ত ধনদৌলত তো আমি অর্জন করেছি বিশেষ কৌশলের মাধ্যমে। সেই কৌশল আমার আয়ত্তাধীন।'

সম্প্রদায়ের লোকদের প্রতি ক্ষুব্ধ হয় কারুন। ভাবে সে, এদেরই বা কি অপরাধ। এরাতো সবাই তাকে মান্যিগন্যি করতো। মেনে নিতো তার প্রতাপ প্রতিপত্তিকে। কিন্তু মুসা এসেই সব তালগোল পাকিয়ে দিয়েছে। মাথা খারাপ করে দিয়েছে লোকগুলোর। তার সব রাগ গিয়ে পড়ে হজরত মুসার উপর। মনে মনে স্থির করে সে, যেভাবে হোক জনসমক্ষে মুসাকে অপদস্থ করতে হবে।

কারুন পরিকল্পনা করলো, মুসাকে ব্যাভিচারী হিসাবে চিহ্নিত করতে হবে মানুষের সামনে। এ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য এক বারবনিতা মহিলাকে নিযুক্ত করলো সে। বললো তাকে, 'অনেক মানুষের সামনে বলতে হবে তোমাকে এই কথা যে, মুসার সঙ্গে তোমার রয়েছে অবৈধ প্রণয়। এর বিনিময়ে অনেক অর্থ দেয়া হবে তোমাকে।'

একদিন যখন এক জনসমাবেশে ভাষণ দিচ্ছিলেন হজরত মুসা, শোনাচ্ছিলেন দ্বীন ধর্মের বিভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ উপদেশ আদেশ, তখন হজরত মুসার কাছে উপস্থিত হলো মহিলাটি। তারপর বললো, বাহিরে বাহিরে ভালোমানুষ সেজে বেড়ালেও ভিতরে ভিতরে চলে অন্য ব্যাপার। আমার সঙ্গে গোপনে গোপনে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করেছে মুসা।

মহাসম্মানিত মুসা হতবাক হয়ে গেলেন মহিলার কথা শুনে। এরকম জাজ্বল্যমান মিথ্যা কথা কোনো মানুষ বলতে পারে? রাগে ক্ষোভে জ্বলে উঠলেন তিনি। রোষ সংবরণ করলেন অনেক কষ্টে। না। এ বিপদে আল্লাহ্‌তায়ালার সাহায্যপ্রার্থী হতে হবে। আল্লাহ্‌তায়ালার সাহায্য কামনার আশায় তৎক্ষণাৎ সেজদায় পতিত হলেন হজরত মুসা।

সেজদা থেকে উঠে মহিলাটিকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'তুমি কি আল্লাহ্‌তায়ালার কসম খেয়ে বলতে পারো যে তোমার বক্তব্য সত্য?'

হজরত মুসার প্রশ্ন শুনে ভয় পেয়ে গেলো মহিলা। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সে বললো, 'আমার কোনো দোষ নেই। কারুনই আমাকে অর্থের বিনিময়ে এ কাজ করতে প্ররোচিত করেছে।'

কারুনের প্রতি ক্রোধান্বিত হয়ে উঠলেন হজরত মুসা। বদদোয়া করলেন তার জন্য। আল্লাহ্‌তায়ালাও সাড়া দিলেন তাঁর প্রিয় নবীর প্রার্থনায়। সবাই দেখলো, একদিন হঠাৎ কারুন তার সমস্ত সম্পদ অট্টালিকাসহ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো পৃথিবীর মাটিতে। ভূমি ধ্বসে মুছে গেলো কারুন আর তার সমস্ত স্মৃতিচিহ্ন চিরদিনের জন্য।

ছাব্বিশ

একদিন এক জনসমাবেশে বক্তৃতা করছিলেন হজরত মুসা। বক্তৃতা শেষে এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার চেয়ে বড় আলেম কি বর্তমানে আর কেউ আছে?'

হজরত মুসা জবাব দিলেন, 'আমার চেয়ে বড় কোনো আলেম তো আমার দৃষ্টিগোচর হয় না।'

আল্লাহ্‌তায়ালা হজরত মুসার এই রকম জবাব পছন্দ করলেন না। হজরত মুসার জবাব সঠিক হলেও এরকম প্রশ্নের জবাবে 'আল্লাহ্‌তায়ালাই এ বিষয়ে অধিক জ্ঞাত' এরকম জবাব দেওয়াই আল্লাহ্‌পাকের অভিপ্রেত ছিলো। তাই তিনি অহির মাধ্যমে হজরত মুসাকে জানালেন, 'আমার এক বিশিষ্ট বান্দা আছেন এ জামানায়। তিনি তোমার চেয়ে বেশী জ্ঞানের অধিকারী।'

হজরত মুসা বললেন, 'ইয়া আল্লাহ্ পরওয়ারদিগার আমি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই। কীভাবে তার সাক্ষাৎ লাভ করতে পারবো আমি?'

আল্লাহ্‌তায়ালা বললেন, 'একটি ভাজা মাছ থলিতে নিয়ে রওয়ানা হয়ে যাও। চলতে চলতে এক জায়গায় গিয়ে তোমার ভাজা মাছটি হারিয়ে যাবে। ঐ স্থানের আশে পাশেই আমার সেই বিশিষ্ট বান্দার সাক্ষাৎ পাবে। সে স্থানটি দুই সাগরের মিলনস্থল।'

হজরত মুসা একদিন একটি ভাজা মাছ থলিতে নিয়ে আল্লাহ্‌তায়ালার সেই বিশিষ্ট বান্দার খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন। সঙ্গে ছিলেন তাঁর খলিফা হজরত ইউশা। হজরত ইউশার হাতে দিলেন ভাজা মাছের থলিটি।

হজরত মুসা এবং হজরত ইউশা পথ চলতে থাকেন। চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন তাঁরা। বিশ্রামের জন্য বসলেন এক স্থানে। সেখানে একটি পাথরের টুকরা ছিলো। ঐ পাথরটিতে মাথা রেখে শুয়ে পড়লেন তাঁরা। একটু পরে নিদ্রাভিভূত হয়ে গেলেন দুজনেই।

কিছুক্ষণ পরে ঘুম ভেঙে গেলো হজরত ইউশার। হজরত মুসা তখনও ঘুমিয়ে ছিলেন। হজরত ইউশা হঠাৎ দেখলেন থলের ভিতরের ভাজা মাছটি জীবন্ত হয়ে গিয়েছে। একটু পরেই মাছটি থলে থেকে বের হয়ে সমুদ্রের পানিতে ঝাঁপ দিলো।

সাগরের অথৈ পানিতে হারিয়ে গেলো মাছটি আর তার যাত্রাপথে সৃষ্টি হলো একটি সরু পথের রেখা। মনে হচ্ছিল পানি বরফের মতো জমাট বেঁধে এই পথটি সৃষ্টি করেছে। হজরত ইউশা মৎস্যসৃষ্ট পথরেখাটির দিকে চেয়ে রইলেন অনেকক্ষণ ধরে।

হজরত মুসা যখন ঘুম থেকে জেগে উঠবেন তখন তাঁকে এই বিস্ময়কর ঘটনা সম্পর্কে জানাতে হবে মনে মনে ঠিক করলেন হজরত ইউশা। কিন্তু হজরত মুসা যখন জাগলেন তখন তাঁর কথাটি মনেই হলো না একবারও।

হজরত মুসা ঘুম থেকে উঠে পুনরায় পথ চলা শুরু করলেন। হজরত ইউশাও তাঁর অনুগমন করতে থাকলেন যথারীতি। সারাদিন সারারাত ধরে পথ চলতে থাকলেন তাঁরা। পরদিন সকালের দিকে পথ চলায় ক্ষান্ত দিয়ে হজরত মুসা বললেন, 'পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি। থলের ভাজা মাছটি বের করো। খেয়ে নিই।'

হজরত ইউশা বললেন, 'এই যা! সেই মাছটি তো এক আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটিয়েছে। সেই যেখানে পাথরে মাথা রেখে আমরা ঘুমিয়েছিলাম সেখানেই ঘটেছে এই বিস্ময়কর ঘটনা। আপনার আগেই ঘুম ভেঙে গিয়েছিলো আমার। হঠাৎ আমি দেখলাম ভাজা মাছটি জীবন্ত হয়ে উঠলো। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়লো সাগরের পানিতে। মাছটি যে পথ দিয়ে যাচ্ছিলো সে পথের পানি বরফের মতো জমাট বেঁধে সৃষ্টি করেছিলো একটি স্থায়ী পথের রেখা। মনে করেছিলাম আপনার ঘুম ভাঙলে কথাটা জানাবো। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এতক্ষণ ধরে আমার মনেই হয়নি বিষয়টা। মনে হয় শয়তানই আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছে একথা।'

হজরত মুসা বললেন, 'আরে ঐ স্থানের উদ্দেশ্যেই তো বের হয়েছি আমরা। চলো। ফিরে চলো সেখানে।'

দুজনে ফিরে চললেন আবার। চলতে চলতে পৌঁছলেন আগের জায়গায় সেই পাথরখণ্ডটির কাছে যেখানে ভাজা মাছটি জীবিত হয়ে সাগরের পানিতে চলে গিয়েছিলো। দু'দিকের দুই সাগরের প্রান্ত এসে মিশেছে এখানে।

এবার দেখা হলো আল্লাহ্তায়ালার সেই বিশিষ্ট বান্দার সঙ্গে। নাম তাঁর হজরত খিযির আ.। হজরত খিযির চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়েছিলেন। হজরত মুসা তাঁকে উদ্দেশ্য করে সালাম বললেন। সালামের প্রত্যুত্তর দিয়ে হজরত খিযির বললেন, 'এদেশে সালাম কেমন করে এলো?'

হজরত মুসা বললেন, 'আমি এদেশীয় নই। আমার নাম মুসা।'

হজরত খিযির বললেন, 'বনি ইসরাইলদের নবী মুসা?'

হজরত মুসা জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ। আমি আপনার কাছে থেকে এলেম শিখতে এসেছি, সেই এলেম যা আল্লাহ্তায়ালা আপনাকে বিশেষভাবে দান করেছেন।'

হজরত খিযির বললেন, 'বুঝলাম। কিন্তু আপনিতো আমার সংসর্গে থাকলে অধৈর্য হয়ে পড়বেন। আমাকে প্রদত্ত জ্ঞান এরকম যা রহস্যাচ্ছন্ন ব্যাপার। আপনি

তার রহস্য জানেন না। আবার আপনাকে প্রদত্ত জ্ঞানও যথাযথ ভাবে জানা নেই আমার।'

হজরত মুসা বললেন, 'আমাকে আপনার সোহবত লাভের সুযোগ দিন। ইনশাআল্লাহ্ আমি ধৈর্যশীল থাকবো। আপনার কোনো নির্দেশের অন্যথা করবো না।'

হজরত খিযির বললেন, 'ঠিক আছে। আপনি আমাকে যা কিছুই করতে দেখেন না কেনো সে সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন করতে পারবেন না। নীরব থাকবেন সব সময়।'

হজরত মুসা মেনে নিলেন তাঁর কথা। তারপর দুজনে সাগরের তীর ধরে পথ চলতে শুরু করলেন। পথপ্রদর্শক হজরত খিযির। হজরত মুসা তাঁর অনুগামী। নীরবে পথ চলতে চলতে এক জায়গায় এসে থামলেন তাঁরা, যেখানে আছে পারাপারের ঘাট।

ঘাটে নৌকাও পাওয়া গেলো। ওপারে যেতে ভাড়া কতো লাগবে, জিজ্ঞেস করলেন হজরত খিযির। মাঝিরা হজরত খিযিরকে চিনতো ভালো করে। তারা হজরত খিযির আর তাঁর সঙ্গীর কাছ থেকে ভাড়া নেবেনা বলে জানিয়ে দিলো। সসম্মানে তারা নৌকায় উঠিয়ে নিলো দুজনকে।

নৌকা চলতে শুরু করলো অপর পাড়ের উদ্দেশ্যে। কিছুদূর যেতেই হজরত খিযির নৌকার একপাশের একটি তক্তা খুলে ফেললেন।

হজরত মুসা ধৈর্য রাখতে পারলেন না। বললেন, 'আপনিতো আজব মানুষ দেখছি। লোকগুলো কতো সমাদর করে আমাদেরকে নৌকায় তুলে নিলো আর আপনি এই করে তার প্রতিদান দিলেন? ফুটো নৌকাটি তো যে কোন সময় ডুবে যেতে পারে। এটা একটা কাজ করলেন আপনি!'

হজরত খিযির বললেন, 'আমিতো আগেই বলেছিলাম। আমার সংসর্গে অধৈর্য হয়ে পড়বেন আপনি। শেষে আমার কথাইতো ফলে গেলো।'

হজরত মুসা বললেন, 'ওহ্হো! আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম সেকথা। ঠিক আছে আর এরকম প্রশ্ন করবো না আমি। আশা করি আমাকে এবারের মতো অব্যাহতি দিবেন এবং কঠোর হবেন না।'

নৌকা চলছে। হজরত মুসা এবং হজরত খিযির দুজনেই নীরব। হজরত মুসা বিস্ময়ের সঙ্গে দেখেন হজরত খিযিরকে। কী এক বিস্ময়কর রহস্যময় পুরুষ। তাঁর চেহারা আচরণ বাক্যালাপ সবকিছুই যেনো রহস্য ঘেরা।

কোত্থেকে একটা চড়ুই পাখি এসে হঠাৎ বসলো নৌকার একপাশে যেখানে মাঝে মাঝে ছলকে ছলকে উঠছিল সাগরের ঢেউ। সেখানে বসে পাখিটি ঢেউয়ের পানিতে তার চঞ্চু ডুবিয়ে পানি পান করলো এক বিন্দু।

হজরত খিযির বললেন, 'আল্লাহ্‌তায়ালার সীমাহীন জ্ঞানসমুদ্রের তুলনায় আমাদের জ্ঞান ঐ চড়ুই পাখির পান করা এক বিন্দু পানির মতো।

ঘাটে ভিড়লো নৌকা। নৌকা থেকে নামলেন তাঁরা। হাঁটতে থাকলেন সাগরের তীর ধরে।

এক জায়গায় দেখলেন কয়েকটি বালক খেলাধূলা করছে। হজরত খিযির একটি ছেলের দিকে এগিয়ে গেলেন। তারপর হঠাৎ করে ছেলেটির মাথার খুলি তুলে ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গে মরে গেলো ছেলেটি।

হজরত মুসা এই নির্মম ঘটনা দেখে কিছুতেই ধৈর্যধারণ করতে পারলেন না। রোষান্বিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'এ কি করলেন আপনি! একটা নিষ্পাপ বালককে আপনি হত্যা করে ফেললেন কী অপরাধ ছিলো তার।'

হজরত খিযির বললেন, 'আবার শর্ত ভঙ্গ করলেন আপনি। আমি তো আগেই বুঝতে পেরেছিলাম আপনি ধৈর্য রাখতে পারবেন না।

হজরত মুসা বললেন, 'আবারও ভুল করে ফেললাম। ঠিক আছে এবার আমাকে শেষ সুযোগ দিন। এবার যদি শর্তভঙ্গ করি তবে আপনি আমাকে আপনার সোহবত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবেন।'

আবার পথ চলতে শুরু করলেন দুজনে। চলতে চলতে এক গ্রামে এসে পৌঁছলেন তাঁরা। গ্রামবাসীরা সচ্ছল কিন্তু অতিথিবিমুখ। হজরত মুসা এবং হজরত খিযির আশা করেছিলেন গ্রামবাসীদের কেউ হয়তো মুসাফির হিসাবে আশ্রয় দিবে তাঁদেরকে। আশ্রয় কামনাও করেছিলেন তাঁরা। কিন্তু গ্রামবাসীদের কেউই আগ্রহ প্রকাশ করলো না তাঁদের প্রস্তাবে।

এক বাড়ীর পাশ দিয়ে পথ চলছিলেন তাঁরা। বাড়ীর একটি দেয়াল হেলে পড়েছে একদিকে। পড়ো পড়ো অবস্থা দেয়ালটির। হজরত খিযির দেয়ালটিতে হাত দিলেন। একটু ঠেলা দিতেই না দিতেই দেয়ালটি মজবুতভাবে মাটির উপরে কায়েম হয়ে গেলো।

হজরত মুসা আবার কথা বলে উঠলেন। বললেন, 'এ গ্রামের লোকগুলি হৃদয়হীন– তাতো দেখতেই পেলেন। একজনও মেহেমানদারীর জন্য এগিয়ে এলো না। এমনকি বিশ্রামের জন্য একটুখানি জায়গাও দিতে রাজী হলো না কেউ। আর আপনি কিনা এরকম লোকদের উপকার করতে এগিয়ে গেলেন। ঠিক আছে তাদের কাজ যখন করেই দিলেন, তখন একাজের জন্য পারিশ্রমিক দাবী করা উচিত ছিলো তাদের কাছ থেকে।'

হজরত খিযির বললেন, 'ব্যস। এখানেই শেষ। এবারও শর্তভঙ্গ করেছেন আপনি। এখন আপনার আমার মধ্যে বিচ্ছেদের সময় হয়ে এসেছে। আপনি সঙ্গ ত্যাগ করুন এবার। আর যাবার আগে শুনে নিন এপর্যন্ত সংঘটিত ঘটনাগুলোর রহস্য সম্পর্কে। প্রথমে মাঝিদের নৌকা ফুটো করে দিয়াছিলাম আমি। ঐ কাজ

করেছিলাম এ জন্য যে, এ দেশের রাজা বড় অত্যাচারী। নতুন নৌকা পেলেই সে জোর করে নিয়ে যায়। একটু পরেই বাদশাহ্র লোকজন এসে নৌকাটি নিয়ে যেতো। আর রোজগারবিহীন মাঝিরা বাড়ীর পোষ্যদেরকে নিয়ে উপোস করতো। ফুটো করা নৌকা বলে বাদশাহ্র লোকেরা নৌকা নিতে আগ্রহী হবে না। আর ছোটো খাটো ফুটো মেরামত করতেও বেগ পেতে হবে না মাঝিদেরকে। মেরামত করা নৌকা দিয়ে আবার তারা আয় রোজগার করতে পারবে। দ্বিতীয় ঘটনায় এক বালককে হত্যা করেছিলাম আমি। ঐ ছেলেটি বড় হয়ে কাফের হয়ে যেতো। অথচ তার বাপ মা পাক্কা মোমেন। পরবর্তী সময়ে ছেলের মহব্বতে তাদেরও ইমানহারা হয়ে যাবার সম্ভাবনা ছিলো। আল্লাহ্তায়ালা পরে তাদেরকে নেককার সন্তান সন্তুতি দান করবেন। তৃতীয়বারে আমি যে পতনোন্মুখ দেয়ালটি সোজা করে দিয়েছি, ঐ দেয়ালটির নিচে রাখা হয়েছে কিছু ধনদৌলত। দুটি নাবালক শিশুর জন্য এই ধনদৌলত রেখে মারা গিয়েছেন তাদের পিতা। আল্লাহ্তায়ালার ইচ্ছা এতিম শিশু দুইটির জন্য ঐ ধনদৌলত হেফাজত করবেন, যেনো বড় হয়ে তারা ঐ ধন সম্পদ লাভ করতে পারে– এই হলো বিবরণ আমার কার্যকলাপের। আর আমি তো আল্লাহ্তায়ালার ইশারাতেই সম্পাদন করেছি এই সমস্ত কার্য। নিজের পক্ষ থেকে কোনো কিছুই করিনি।'

সাতাশ

তীহ্ প্রান্তরের বন্দীজীবনে বয়ে চলে দিন রাত্রি। মাস। বছর। বছরের পর বছর। আল্লাহ্তায়ালার অনড় সিদ্ধান্ত– চল্লিশ বছর বন্দী থাকতে হবে এই বিশাল উন্মুক্ত ময়দানে। যারা জেহাদ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলো তারা কোনোদিনই প্রবেশ করতে পারবে না পবিত্র ভূখণ্ডে। আর এখান থেকে পালাবারও কোনো পথ নেই।

অনেক চেষ্টা করে দেখেছে তারা। এখান থেকে অন্য কোথাও যাবার জন্য সারাদিন পথ চলেছে। কিন্তু দিনান্তে দেখেছে, যে স্থান থেকে রওয়ানা হয়েছে সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে তারা। শেষে হাল ছেড়ে দিয়েছে সবাই। মেনে নিয়েছে তীহ্ প্রান্তরের বিস্ময়কর বন্দী জীবনকে।

তবু আল্লাহ্তায়ালার কতো দয়া। কতো মেহেরবানি। অন্ন বস্ত্র বাসস্থান, পিপাসার পানি, শীতল মেঘের ছায়া– সব কিছুই দান করেছেন আল্লাহ্তায়ালা। আর তাদের নবী ও রসূল হজরত মুসা এবং হারূনকেও রেখেছেন তাদের সঙ্গে। পার্থিব নেয়ামতসমূহ জারী রেখেছেন তাঁদেরই অসিলায়। আর তাঁদেরই পবিত্র সোহবতের মাধ্যমে করেছেন দ্বীনদারীর হেফাজত। যেনো পৃথিবী পরিত্যাগের সময় ইমানের সঙ্গে চলে যেতে পারে সবাই। জীবন যাপন করতে পারে তাওরাত শরীফের শরীয়তের সীমানায়।

আল্লাহ্তায়ালার জেহাদের হুকুম বহাল রয়েছে যথারীতি। কিন্তু সে পবিত্র জেহাদ অনুষ্ঠানে নিয়োজিত করা হবে নতুন প্রজন্মকে। জেহাদবিমুখ পুরনো প্রজন্ম নিঃশেষ হয়ে যাবে এই প্রান্তরেই। এখানেই কবরবাসী হবে তারা।

তাই হলো। নির্ধারিত হায়াত শেষে জেহাদবিমুখ বনি ইসরাইলেরা একে একে ঢলে পড়লো মৃত্যুর কোলে।

মৃত্যুর ডাক এলো নবী হারূনের কাছেও। তীহ্ প্রান্তরের উত্তর সীমান্তের পাশে ছিলো পর্বতের একটি চূড়া। চূড়াটির নাম হুর। হুর পাহাড়ের চূড়ার কাছে একদিন হজরত মুসা প্রত্যাদেশ পেলেন, 'হারূন তার নিজের লোকদের সঙ্গে মিলিত হবে। যে পবিত্র ভূখণ্ড আমি বনি ইসরাইলদেরকে দিয়েছি, হারূন সেখানে যেতে পারবে না। তুমি হারূন এবং তার পুত্র আল ইয়ারাজকে সঙ্গে করে হুর পাহাড়ের চূড়ার উপরে উঠে এসো, আর হারূনের পোশাক খুলে আল ইয়ারাজকে পরিয়ে দাও। এই পাহাড়ের চূড়ায় মৃত্যু হবে হারূনের।'

আল্লাহ্তায়ালার নির্দেশ অনুযায়ী হজরত হারূন এবং তার পুত্র আল ইয়ারাজকে নিয়ে হুর পাহাড়ের চূড়ায় উঠলেন হজরত মুসা। বনি ইসরাইলদেরকেও জানিয়ে দেয়া হলো এইকথা– হজরত হারূনের অন্তিম সময় সন্নিকটে।

হুর পাহাড়ের চূড়ায় নবীভ্রাতৃদ্বয় কিছুদিন ইবাদতে বিভোর হয়ে রইলেন। যেনো দুজন দুজনের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে ডুবে গেলেন আল্লাহ্তায়ালার ইশকের অতল সমুদ্রে। তারপর যখন সময় হলো, তখন বিচ্ছিন্ন হলেন তাঁরা।

হজরত হারূন চলে গেলেন তাঁর পরম প্রভু প্রতিপালকের সন্নিধানে। ভ্রাতৃবিচ্ছেদের বেদনায় ভরে গেলো হজরত মুসার প্রেমদগ্ধ বুক। তিনি হজরত হারূনের পরিধেয় বস্ত্র খুলে নিয়ে পরিয়ে দিলেন তাঁর পুত্র আল ইয়ারাজকে। সম্পন্ন করলেন দাফন কাফনের যাবতীয় দায়িত্ব। ভ্রাতৃবিরহের শোকে মুহ্যমান হয়ে গেলেন তিনি। তারপর নেমে এলেন নিচে। জানালেন সবাইকে এই মহাশোকের সংবাদ।

কেঁদে কেঁদে আকুল হলো সবাই। তিরিশ দিন ধরে শোক প্রকাশ করে চললো বনি ইসরাইল জনতা।

আটাশ

আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন, 'আর কোরআন মজিদে মুসার বিষয় স্মরণ করুন। নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন সত্যনিষ্ঠ এবং ছিলেন রসূল ও নবী। আর আমি তাকে তুরে আইমানের দিকে আহবান করলাম। আর তাকে একান্ত সন্নিধানে এনে তাঁর সঙ্গে গোপন বাক্যালাপ করলাম। আর আমি আমার রহমতের মাধ্যমে তাঁর ভাই হারূনকে নবী নির্বাচন করলাম।' (সুরা মারইয়াম)

আরো এরশাদ করেছেন, 'আল্লাহপাক বললেন, হে মুসা। আমি তোমাকে মানুষদের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি এবং তোমাকে রেসালাত দানের মাধ্যমে আপন করে নিয়েছি এবং সম্মানিত করেছি একান্ত আলাপনের মাধ্যমে।' (সুরা আরাফ)

আল্লাহ্পাক বর্ণনা করেছেন, 'আর কতিপয় রসূল এমন আছেন যাদের বিষয়ে আমি আপনাকে আগেই জানিয়েছি। এছাড়া আরো কতিপয় রসূল এমনও আছেন যাঁদের প্রসঙ্গে আপনাকে জানাইনি। আর এভাবেই মুসার সঙ্গে কথা বলেছি যে ভাবে কথা বিনিময় হয়ে থাকে। (সুরা নেসা)

আরো বর্ণনা করেছেন, 'আর একথা নিশ্চিত যে, আমি মুসা ও হারূনের উপর অনুগ্রহ করেছি। আর তাঁদেরকে এবং তাঁদের সম্প্রদায়কে মুক্তিদান করেছি ভয়াবহ বিপদাপদ থেকে। আর আমি তাঁদেরকে ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের উপর বিজয়ী থাকতে সাহায্য করেছি। আর আমি তাঁদেরকে সমুজ্জ্বল কিতাব দান করেছি এবং সরল পথের প্রতি পথপ্রর্দশন করেছি। আর পরবর্তী প্রজন্মের মানুষদের মধ্যে এই রীতির স্থায়ী প্রচলন করে দিয়েছি যে (তারা বলবে), 'মুসা ও হারূনের প্রতি আল্লাহ্পাকের শান্তি বর্ষিত হোক। সন্দেহ নেই, এমনভাবেই আমি সাধুপুরুষদেরকে বিনিময় দিয়ে থাকি। একথা নিশ্চিত যে, তাঁরা দুজনেই আমার পুণ্যবান বান্দাগণের অন্তর্ভূত।' (সুরা ছাফ্ফাত)

আল্লাহ্তায়ালা আরো ঘোষণা করেছেন, ‘হে মুমিনেরা। তোমরা ঐ সমস্ত মানুষের মতো হয়ো না, যারা মুসাকে কষ্ট দিয়েছে। অতঃপর আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে সেই অপবাদ থেকে পবিত্র প্রমাণিত করেছেন, যা তাদের মুখে উচ্চারিত হতো। আর মুসা আল্লাহ্পাকের কাছে বিশেষভাবে সম্মানিত ।(সুরা আহযাব)।

মহানবী মোহাম্মদ সল্লাল্লহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, ‘আমাকে মুসা আ. এর উপরে মর্যাদা দিওনা। কেননা, কেয়ামতের ভয়ংকর সময়ে সমস্ত মানুষ বেহুঁশ হয়ে যাবার পর সর্বপ্রথম যার হুঁশ ফিরে আসবে সে ব্যক্তি আমিই। কিন্তু আমি উঠে দেখবো, মুসা আল্লাহ্তায়ালার আরশের পা ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। এখন আমি বলতে পারি না যে, তিনি কি আমার পূর্বেই চৈতন্য ফিরে পেয়েছেন, নাকি তুর পাহাড়ে বেহুঁশ হয়ে পড়ার বিনিময়ে আজ তাঁকে বেহুঁশী অবস্থা থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে।

নিশ্চয় মহানবী মোহাম্মদ স.ই সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে সর্বাধিক মর্যাদার অধিকারী। তবু তিনি হজরত মুসা আ.কে এভাবেই মর্যাদা দান করেছেন। আল্লাহ্তায়ালার মাশুক ছিলেন মহানবী মোহাম্মদ স.। আর হজরত মুসা আ. ছিলেন আশেক। হজরত মোহাম্মদ স. ছিলেন মাহবুব। আর হজরত মুসা ছিলেন মোহেব। প্রেমাস্পদ ছিলেন শেষ নবী স. আর প্রেমিক ছিলেন হজরত মুসা। প্রকৃতপক্ষে ইশকের সাম্রাজ্যের স্থায়ী অধিবাসীরা কেউ মাশুক এবং কেউ আশেক অবস্থাধারী হয়ে থাকেন। মাশুকই জানেন আশেকের অন্তরাগ্নির সংবাদ। আর আশেকও জানেন মাশুকের মর্মদহনের প্রকৃতি। প্রেম প্রসঙ্গের রীতিনীতি এই। প্রেমাস্পদের প্রকৃত মর্যাদা প্রেমিক ছাড়া কে আর বুঝবে। প্রেমিকের সমাদর প্রেমাস্পদ ব্যতীত আর কার কাছে প্রতিভাত হতে পারে। মহান মাহবুব হজরত মোহাম্মদ স. তাই এভাবেই স্বীকৃতি দিয়েছেন মহান প্রেমিক হজরত মুসার প্রেমাপ্লুত মর্যাদাকে।

ঊনত্রিশ

হজরত হারুনের ইন্তেকালের পরে কেমন যেনো নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন হজরত মুসা। আল্লাহ্তায়ালার দ্বীনের কাজে সারাক্ষণ সান্নিধ্যে ছিলেন তিনি। ছিলেন সান্ত্বনার সাথী সকল বিপদে আপদে। পাখির ডানা ভেঙে গেলে যেমন হয়, ভ্রাতৃবিরহে সেরকমই অবস্থা হয়ে গেলো হজরত মুসার।

অন্তরে আগুন। ইশকে ইলাহীর অনির্বাণ অনলে সারাক্ষণ দগ্ধ হতে থাকেন তিনি। প্রতি রক্তকণিকায় যেনো সারাক্ষণ অনুরণিত থাকে প্রভু মিলনের সেই আর্ত উচ্চারণ, 'আরেনি আরেনি– হে প্রভু দেখা দাও, দেখা দাও।' হজরত মুসার ভিতর বাহির সমস্ত সত্তাই যেনো অবিকল ইশক হয়ে যায়। প্রেমিক প্রেমাস্পদ প্রেম সব একাকার হয়ে যেনো নিরন্তর উচ্চারিত হয় সেই প্রেমের কলেমা– আরেনি আরেনি।'

বয়স হয়েছে। প্রায় একশ বিশ বছর বয়সের ভার বহন করে চলেছেন তিনি। কিন্তু বার্ধক্যের কোনো চিহ্ন নেই শরীরে। দৃষ্টি আগের মতোই স্বচ্ছ। স্বাস্থ্য অটুট। এও যেনো আল্লাহ্ প্রদত্ত এক অনন্য মোজেজা।

একদিন নির্জনে বসে ছিলেন হজরত মুসা। মানুষের আকৃতিতে তাঁর সামনে হাজির হলেন হজরত আজরাইল। বললেন, 'আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে পরলোকের ডাকে সাড়া দিন।'

প্রেমতপ্ত নবী তখন আগুনের রক্তিম শিখার মতো হয়ে উঠলেন। তিনি অচেনা এ আগন্তুককে চপেটাঘাত করে বসলেন। সঙ্গে সঙ্গে হজরত আজরাইলের একটি চোখ নষ্ট হয়ে গেলো।

অদৃশ্য হয়ে গেলেন হজরত আজরাইল। তারপর আল্লাহ্তায়ালার সন্নিধানে ফিরে গিয়ে বললেন, 'আপনার বান্দা মুসা মৃত্যুবরণ করতে ইচ্ছুক নন।'

আল্লাহ্তায়ালা হজরত আজরাইলের নষ্ট চোখ ভালো করে দিয়ে পুনরায় আদেশ দিলেন, 'আবার যাও মুসার কাছে। গিয়ে বলো, আল্লাহ্তায়ালা জানিয়েছেন, কোনো বলদের কোমরে তোমার হাত রেখে দাও। যে পরিমাণ পশম তোমার হাতের মুঠোয় উঠে আসবে তার এক একটি পশমের বিনিময়ে এক এক বছর পরিমাণ আয়ু বাড়িয়ে দেয়া হবে তোমার।'

হজরত আজরাইল পুনরায় হাজির হলেন হজরত মুসার কাছে। জানিয়ে দিলেন আল্লাহ্তায়ালার পয়গাম। হজরত মুসা প্রথমে চিনতে পারেননি হজরত আজরাইলকে। তাই অচেনা আগন্তুকের মুখে আখেরাত যাত্রার মতো গুরুত্বপূর্ণ কথা শুনে রোষান্বিত হয়ে উঠেছিলেন তিনি। দ্বিতীয় বার তিনি চিনতে পারলেন হজরত আজরাইলকে। তাঁর মুখে আল্লাহ্তায়ালার পয়গাম শুনে কেমন যেনো হয়ে গেলেন হজরত মুসা।

আল্লাহ্তায়ালার প্রতি সম্পূর্ণরূপে রুজু হয়ে গেলেন তিনি। বললেন, 'ইয়া ইলাহী' আয়ু বাড়িয়ে দেয়ার পর কি হবে?'

আল্লাহ্তায়ালা জবাব দিলেন, 'মৃত্যু।'

হজরত মুসা বললেন, দীর্ঘ জীবনের পরিণামও যদি মৃত্যুই হয় তবে সেই মৃত্যু এখনই আসেনা কেনো?

আল্লাহ্‌তায়ালা মোনাজাত কবুল করলেন। হজরত মুসা পবিত্র কেনান অঞ্চলের আরীহা শহরের দিকে এগিয়ে গেলেন। সেখানে বনু পর্বতমালার পসগা চূড়ায় আরোহণ করলেন তিনি। পর্বত চূড়ায় উঠে চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁকে দেখিয়ে দিলেন এক বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের সীমানা। একদিকে জালআদ এলাকা। অন্যদিকে রান অঞ্চল। নাফতালের সমস্ত দেশ। পিছনে সমুদ্র পর্যন্ত প্রসারিত ভূমি। আর একদিকে দক্ষিণের দেশ আর ময়দানে ছোগবের বিশাল উপত্যকা। তার সাথে রয়েছে ওয়াদীয়ের ইয়ারীছ– যা পরিপূর্ণ রয়েছে ধন সম্পদে।

আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর প্রেমিক নবীকে বললেন, 'এই সেই দেশ। আমি ইব্রাহিম, ইসহাক এবং ইয়াকুবকে কসম খেয়ে বলেছিলাম এই দেশ আমি তোমাদের বংশধরদেকে দান করবো। স্বচক্ষে দেখে নাও তোমার পরবর্তীদের দেশের সমস্ত সীমানা। তুমি কিন্তু যেতে পারবে না ঐ দেশে।'

হজরত মুসা দেখে নিলেন তাঁর পুণ্যাত্মা পূর্বপুরুষদের দেশের সীমানা। কিন্তু ঐ দেশের সীমানায় প্রবেশ তাঁর নসিবে রাখেননি আল্লাহ্‌পাক। কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালা অঙ্গীকারাবদ্ধ। ঐ দেশ তিনি বনি ইসরাইলদেরকেই দান করবেন। সেদিন বেশী দূরে নয়। হজরত ইউশার নেতৃত্বে জেহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়বে বনি ইসরাইলী মুজাহিদ বাহিনী। জয় করে নিবে তাদের পূর্বপুরুষদের দেশ।

ঐ পাহাড়ের চূড়াতেই অন্তিম সময় উপস্থিত হলো হজরত মুসার। পাহাড়ের চূড়াটি ছিলো লাল। ওখানেই আরেনি অনলের অনন্ত যন্ত্রণা বুকে নিয়ে দীদারোন্মাদ মহান প্রেমিক নবী মুসা আ. আখেরাতের জগতে যাত্রা করলেন। শেষ যাত্রা।

ISBN 984-70240-0034-7